কাব্যগুচ্ছ

শ্রীকুমুদনাথ দাস

বুক কোম্পানী লিমিটেড,
৪।৩ বি, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

মূল্য ২॥০ টাকা

প্রকাশক
শ্রীগিরিন্দ্রনাথ মিত্র
৪।৩ বি, কলেজ স্কোয়ায়, কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
ভারতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
পি, ৪৬।১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

বঙ্গবাসি !

ফুটেছে কুমুদ এক পল্লীর হিয়ায়,
দেখো লাগে কিনা তাহা বাণীর সেবায়।
না লাগে ফেলিয়া দিও বিস্মৃতি-গহ্বরে,
লাগে তারে দিও ঠাঁই একটু অন্তরে।
ফুটাই ফুলের ধর্ম্ম—রূপ রস তার
আছে কিনা রসগ্রাহী করিবে বিচার।
এ কুমুদে কিবা রস-পিপাসুর তরে
আছে তা' ভাবুক লহ সুবিচার ক'রে।

নওগাঁ

বর্ত্তমান আকারে "কাব্যগুচ্ছ" পাণ্ডুলিপিতে মূল "কাব্যগুচ্ছে"র চয়নিকা। যে সমস্ত কবিতা ইহাতে ছাপা হইল না সেগুলি ভবিষ্যতে প্রকাশিত করিবার কল্পনা রহিল

শিক্ষার্থী কুমুদনাথ—ভুলিব না তার
কবি আর কাব্যে মত্ত চিত্তের প্রসার।
প্রিয়! তব 'কাব্যগুচ্ছে' মন মম হেরে
গত আর অনাগতে মিলনের ফেরে।
এ নহে প্রচণ্ড উগ্র গৈরিক নিস্রাব,
'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নহে ত; স্বভাব
সাধা মনে বাধাহীন এ শান্ত প্রবাহ,
সুধা-সেকে নির্ব্বাপিত গরলের দাহ।
জীবনের তাপে চাপে যার কাছে ভ্রম,
তিক্ত প্রাণ, রিক্ত মান, সব পণ্ডশ্রম
মুগ্ধ সে, পাসরি' দৈন্য হেন আত্মহারা
অনলস অকপট সাধনার ধারা
অনুভবি'; ধন্য তুমি! এ মন্ত্র ফুকারি'
প্রাণে ধন্য আমি করি গুরুগিরি জারী।

প্রেসিডেন্সী কলেজ,
কলিকাতা
১৮।৩।৩৬

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

সুরধুনী

বিষয়		পৃষ্ঠা
আরতি	...	১
আলোর সন্ধান	...	২
প্রকাশ	...	২
কাছে	...	৩
সুখ	...	৩
ত্রিধারা	...	৪
কবি-শিল্পী	...	৪
স্বামী	...	৫
প্রভাতে	...	৫
পরশ	...	৬
ভৃত্য	...	৭
ধ্রুবতারা	...	৭
বাণ্	..	৮
মিলন	...	৮
টান	...	৯
বৃন্দাবনে	...	১০
রূপাকণা	...	১০
ক্ষোভ	...	১১
কাজ	...	১১
পদতলে	...	১২
অতিথি	...	১২
অনন্ত প্রেম	...	১৩
হ'ল না	...	১৪
হৃদিরঞ্জন	...	১৪
পান্থ	...	১৫

সিন্ধু

বিষয়		পৃষ্ঠা
অমিয়সিন্ধু কাছে তুমি আছ		১৬
সিন্ধু হ'তে বাষ্প উঠি'	...	১৬
দিশি দিশি পড়ে হাসি	...	১৭
থরে থরে শোভে	...	১৭
আলো ছায়া করে খেলা		১৭
ভ্রান্ত তারা ভাবে যারা		১৮
এস এস এস তুমি	...	১৯
নীরস জীবন পারি না বহিতে		১৯
সুবাস লুকায়ে রহে	...	১৯
শিশুর ভাবনা নাই	...	১৯
জলদজাল আকাশ খানি		২০
সরল আবেগে এই	...	২০
হেরিয়া অনল শিখা	...	২১
তুমি আছ সদা মোরে ঘিরিয়া		২১
মরমের কথা যত	...	২১
অশ্রু দিয়ে গড়া এ জীবন		২২
ক্ষীণ নির্ঝর ধারা	...	২২
কি আর যাচিব তোমার চরণে		২৩
সকল কাজের পাইগো সময়		২৩

বৈতরণী

বৈতরণী	...	২৫
তারার গান	...	২৫
সুন্দর	...	২৬
চোর	..	২৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
নির্জ্জনতা	...	২৭
গর্ব্ব	...	২৮
প্রভাতে	...	২৮
উদয়াস্ত	...	২৯
ডুব	...	৩০
দরদী	...	৩০
গৌরাঙ্গের ভাব	...	৩১
নামোন্মত্ত	...	৩১
গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ	...	৩২
গৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধান	...	৩৩
শ্যাম	...	৩৩
বিচার	...	৩৪
সহজ আবেগ	...	৩৪
আকর্ষণ	...	৩৪
মন্দির	...	৩৫
ইতিহাস	...	৩৫
হৃদিবীণা	...	৩৬
মরুতৃষা	...	৩৬
প্রতিদান	...	৩৭
অন্বেষণ	...	৩৭
আঁধার	...	৩৮

শেফালি

কবি	...	৪১
বিকাশ	...	৪১
নববর্ষ	...	৪২
তুলনা	...	৪২
স্নেহলতা	...	৪৩
গুপ্ত দান	...	৪৪
শ্রমের মর্য্যাদা	...	৪৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
সৎসাহস	...	৪৫
অসামঞ্জস্য	...	৪৬
হাহাকার	...	৪৬
ভৃত্য	...	৪৭
রামধনু	...	৪৮
ক্ষুদ্র	...	৪৮
বাংলামার রূপ	...	৪৮
হার্ডিঞ্জ ব্রীজ হইতে পদ্মা		৪৯
আশা	...	৫০
চাষা	...	৫০
গুরু ম'শায়	...	৫১
শিক্ষক	...	৫২
সান্ত্বনা	...	৫২
সর্ব্বনাশ	...	৫৩
অতিথি-সেবা	...	৫৪
ব্যাভিচার	...	৫৪
বসুন্ধরা	...	৫৬

মালতী

পল্লীবধূ	...	৫৭
কলসী-কাঁখে	...	৫৮
নাগরিকা	...	৫৯
ফুলরাণী	...	৫৯
অনন্ত মিলন	...	৬২
হৃদয়েশ্বর	...	৬২
প্রিয়ার বেদন	...	৬৩
আয়	...	৬৩
গৃহলক্ষ্মী	...	৬৪
শিশুসনে	...	৬৫
কবির স্বর্গ		৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিদায় ...	৬৬
স্বপন ...	৬৭
যাত্রী ...	৬৮
কহ্লার	
কবি ...	৬৯
কবিতাসুন্দরী ...	৭০
সমালোচক ...	৭১
শিশু ...	৭২
খোকার চিঠি ...	৭৩
আমি ...	৭৩
ধরণী ...	৭৫
সমীরণ ...	৭৬
মেঘ ...	৭৭
বরষা ...	৭৮
তরীতে ...	৮০
শরৎ ...	৮২
বনানী ...	৮৩
ঝরণা ...	৮৪
অস্পৃশ্যতা ...	৮৬
পরিবর্ত্তন ...	৮৭
পরপারে ...	৮৭
পুনর্ম্মিলন ...	৮৮
মণিমালা ...	৮৯
চত্বারিংশ জন্মদিবসে ...	৯৫
যমুনা	
ভিখারিণী ...	৯৯
অনাথার ব্যথা ...	১০১
মাতার সমাধিপাশে ...	১০১
কালো ...	১০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
তুলসীতলায় ...	১০৩
দুলালী ...	১০৩
কৃষক-কুটীর ...	১০৪
রাখাল ছেলে ...	১০৫
ছায়া ...	১০৬
মায়ের অশ্রু ...	১০৬
পতিতা ...	১০৭
বিদায় ...	১০৮
শ্মশান ...	১০৮
বিহগদম্পতি ...	১০৯
মধুর ...	১১০
কল্লোল	
বঙ্গবাণী ...	১১১
রামায়ণ ...	১১১
মহাভারত ...	১১২
শকুন্তলা ...	১১৩
কালিদাস ...	১১৩
হোমর ...	১১৪
দান্তে ...	১১৫
সক্রেটিস্ ...	১১৫
ওয়ার্ডসওয়ার্থ ...	১১৬
শেলী ...	১১৭
কীট্স্ ...	১১৭
চন্দ্রশেখর ...	১১৮
কৃষ্ণকান্তের উইল ...	১১৮
আনন্দ মঠ ...	১১৯
বিষবৃক্ষ ...	১২০
কপালকুণ্ডলা ...	১২০
আয়েসা ...	১২১

বিষয়		পৃষ্ঠা
রজনী	...	১২২
রাধারাণী	...	১২২
স্বর্ণলতা	...	১২৩
"সংসার" ও "সমাজ"	...	১২৪
দ্বিজেন্দ্রলাল	...	১২৪
"উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে"র কবি		১২৫
শরৎচন্দ্র	...	১২৫
রোমিও জুলিয়েট্	...	১২৬
দেস্‌দেমোনা	...	১২৭
বুভুক্ষা	...	১২৭
পাহাড়পুরের স্তূপ	...	১২৮
ত্রিস্রোতা	...	১২৯
কলিকাতা	...	১২৯
বেলুড় মঠে	...	১৩০
শান্তিনিকেতন	...	১৩১
গঙ্গা	...	১৩১
হরিদাসের সমাধি	...	১৩২
পুরীতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধিস্থলে		১৩২
দিল্লী	...	১৩৩
বারাণসী	...	১৩৪
জন্মভূমি		
জন্মভূমি	...	১৩৫
অর্ঘ্য	...	১৩৫
বুদ্ধ	...	১৩৬
গোরা	...	১৩৬
রামকৃষ্ণ	...	১৩৭
বিবেকানন্দ	...	১৩৭
প্রতাপসিংহ	...	১৩৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
শিবাজী	...	১৩৮
অরবিন্দ	...	১৩৯
লালা লজ্পত রায়	...	১৪০
মতিলাল	...	১৪০
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র	...	১৪১
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	...	১৪২
বাংলা	...	১৪৩
বিলাস	...	১৪৩
জাতীয় মৃত্যু	...	১৪৪
বিপ্লব	...	১৪৫
মুক্তি	...	১৪৬
খদ্দর	...	১৪৭
মহাত্মার প্রয়োপবেশন দিবসে		১৪৭
মহা আলোড়ন	...	১৪৮
অনশন ভঙ্গে	...	১৪৯
শ্বেতপত্র	...	১৪৯
অশ্রুজল	...	১৫০
প্রেমের স্বর্গ	...	১৫১
সুদূর ভবিষ্যতে	...	১৫২
অরুণ রাগ		
ভাঙ্গাবীণা	...	১৫৫
অরুণরাগের প্রতীক্ষা	...	১৫৫
হিন্দু	...	১৫৬
পতিত ও ছাগ	...	১৫৬
রুদ্ধ স্রোত	...	১৫৭
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু শত-বার্ষিকী	...	১৫৭
গ্যালিলিও	...	১৫৮
খাঁটি মানুষ	...	১৫৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
তরুণদের প্রতি	...	১৫৯
গৃহকোণ-প্রিয়	...	১৬০
ক্রম বিকাশ	...	১৬১
স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকের দেবতা		১৬২
পর্দ্দা	...	১৬২
অহল্যা বাঈ	...	১৬৩
নেপোলিয়ান	...	১৬৫
বীরের প্রত্যাবর্ত্তন	...	১৬৫
স্বর্ণযুগ	...	১৬৬

গোধূলি

আমার দেবতা	...	১৬৭
পরিচয়	...	১৬৭
অতৃপ্ত তৃষা	...	১৬৮
গুপ্ত কবি	...	১৭০
দুর্জ্জেয়	...	১৭০
আপন জন	...	১৭২
মহিমা বৃদ্ধি	...	১৭২
আপন	...	১৭৩
দীপালি	...	১৭৩
ভিতরে	...	১৭৪
দীনের কুটীরে	...	১৭৬
চুপি	...	১৭৭
দোষী	...	১৭৭
নির্ভয়	...	১৭৮
বিজয় বার্ত্তা	...	১৭৯
দাসানুদাস	...	১৭৯
পথক্লান্ত	...	১৮০
শেষে	...	১৮০

জ্যোছনা

বিষয়		পৃষ্ঠা
জ্যোছনায়	...	১৮১
কবি হৃদয়ের ভাব	...	১৮১
কবি ও কৃষক	...	১৮২
যার যেই স্থান	...	১৮২
রসের অভিব্যক্তি	...	১৮৩
সনেট সুন্দরী	...	১৮৩
বসন্তে প্রথম কোকিলের ডাক শুনিয়া	...	১৮৪
সুদূরের মায়া	...	১৮৫
তালতলা	...	১৮৬
উষা	...	১৮৭
নিশীথিনী	...	১৮৯
কবিপ্রিয়া	...	১৮৯
"এষা"	...	১৯০
ভারতচন্দ্র	..	১৯১
রামপ্রসাদ	...	১৯২
অক্ষয় কুমার দত্ত	...	১৯২
কামিনী রায়	...	১৯৩
"মন্ত্রশক্তি"	...	১৯৩
কবির প্রতি	...	১৯৪

শিশির

স্বর্গ	...	১৯৭
দেবাসুরে সংগ্রাম	...	১৯৭
ঝড়	...	১৯৭
দেবত্বের বীজ	...	১৯৮
পরস্পর আকর্ষণ	...	১৯৮
হেলা	...	১৯৯
শক্তি	...	১৯৯

বিষয়		পৃষ্ঠা	বিষয়		পৃষ্ঠা
হরিশ্চন্দ্র	...	২০০	ভারতের শিক্ষা	...	২২২
ভরত	...	২০১	'মানুষ'	...	২২৩
সাবিত্রী	...	২০১	ত্রিস্রোতা	...	২২৩
উর্ব্বশী	...	২০২	ব্যথা	...	২২৪
বিল্বমঙ্গল	...	২০৩	ভাবীকালের গায়কের প্রতি		২২৪
ভাগ্যবিপর্য্যয়	...	২০৩	**পরাগ**		
মহাস্থান গড়	...	২০৬	অন্ধ	...	২২৫
১লা আশ্বিনে	...	২০৭	ইঙ্গিতে	...	২২৫
ডাকপিওন	...	২০৮	তৃষা	...	২২৬
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন	...	২০৯	ঘাত-প্রতিঘাত	...	২২৬
গৃহমাঙ্গল্য	...	২১০	দাস	...	২২৭
দীপহস্তে যুবতী	...	২১০	ভবিষ্যৎ	...	২২৭
'বউ কথা কও'	...	২১১	করুণা	...	২২৮
কবির কাজ	...	২১১	গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা	...	২২৮
দূর্ব্বাদল			ডাক	...	২২৮
কবির প্রতি	...	২১৩	ফাগুণে	...	২২৯
কবির দৃষ্টি	...	২১৪	জাগ্রত	...	২২৯
যোগ	..	২১৪	নিবেদিত	..	২৩০
সলজ্জা	...	২১৫	হরি	...	২৩০
নির্লজ্জা	...	২১৫	'আমি'	...	২৩১
দূর হ'তে	...	২১৫	আরো কাছে	...	২৩১
আর্ত্তের ডাক	...	২১৫	লাজ	...	২৩১
জ্যোতিরিন্দ্র	...	২১৬	ভক্ত ও ভগবান	...	২৩২
সিরাজ উদ্দৌল্লার সমাধিপাশে		২১৬	অপূর্ণ বাসনা	...	২৩২
উর্ম্মিকা	...	২১৭	দয়াল	...	২৩২
হিন্দু	...	২১৯	সাধ	...	২৩৩
ভাই	..	২২১	মহাযোগী	...	২৩৩
অন্তরের বাণী	...	২২০	দিনপঞ্জী	...	২৩৪
হিন্দুমুসলমান	...	২২১	মিলনান্দ	...	২৩৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিরহে	...	২৩৫
শক্তি	...	২৩৫
মত্ত	...	২৩৫
প্রভাতে	...	২৩৬
অনন্ত মিলন	...	২৩৬
ঝরাফুল		
অনন্ত যৌবনা	...	২৩৯
মানব দুঃখের কারণ	...	২৩৯
স্বভাগ-গীতি	...	২৩৯
গুণী	...	২৪০
তৃপ্তি ও অতৃপ্তি	...	২৪০
সারদা আইন	...	২৪১
কবি অতুল প্রসাদ	...	২৪১
সহশিক্ষা	...	২৪২
সুরেন্দ্রনাথ	...	২৪২
কুলটা	...	২৪৩
বর	...	২৪৪
সেক্ষপীর	...	২৪৪
দেশের সম্মুখে কাজ	...	২৪৫
বাঙ্গালী	...	২৪৬
বাঙ্গালী-চরিত্রে দোষগুণ		২৪৬
জাতীয় পতন	...	২৪৭
স্নেহস্বর্গ	...	২৪৮
ধনীর পাশে নির্ধন	...	২৪৮
বিজয়া-সম্মিলন	...	২৪৯
দীপালী		
কবি	...	২৫০
পল্লীর ব্যথা	...	২৫০
সুপ্তির ক্রোড়ে	...	২৫১
নপুংসক নীতি	...	২৫২
বিদ্রোহী	...	২৫৩
রেণু	...	২৫৩
প্রণয়	...	২৫৬
প্রতিভা ও জাতি	...	২৫৭
গোরস্থান	...	২৫৭
চিরনবীনা	...	২৫৮
রাজা ও কবি	...	২৫৮
অকেজো দেবতা	...	২৫৯
মৃতবৎসা	...	২৫৯
কেন ক্ষুব্ধ	...	২৬০
পিছনে	...	২৬১
অঞ্জলি		
অনুতপ্ত	...	২৬২
বল	...	২৬২
করুণাময়	...	২৬৩
চিরসখা	...	২৬৪
রূপ-তৃষ্ণা	...	২৬৪
এস	...	২৬৫
কোথায়	...	২৬৫
ব্রহ্মলাভ	...	২৬৫
ব্রহ্মবিৎ	...	২৬৬
আদিব্রহ্ম	...	২৬৬
ব্রহ্মের স্বরূপ	...	২৬৬
সুহজ বোধ	...	২৬৭
জয়ধ্বনি	...	২৬৭
ভুল	...	২৬৮
ছেলেখেলা	...	২৬৮
বিস্মিত	...	২৬৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভিখারী	...	২৬৮
অমানুষ	...	২৬৯
যোগী ও ভোগী	...	২৬৯
সন্ধ্যায়	...	২৬৯
নিশীথে	...	২৭০
বিদায় আরতি	...	২৭০

শুকতারা

বিষয়		পৃষ্ঠা
কবিতা সুন্দরী	...	২৭৩
বঙ্গভূমি	...	২৭৩
দিব্যক-স্মৃতি	...	২৭৪
ভারতচিত্র	...	২৭৪
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠান দিবসে		২৭৬
প্রকাশ	...	২৭৭
বৈচিত্র্যে মধুর	...	২৭৭
বিস্মৃতি	...	২৭৮
পতিনিন্দা	...	২৭৮
তরুদত্ত	...	২৭৯
পূর্ণিমার শশী	...	২৭৯
নব যুগের সাহিত্য	...	২৮০
বোঝা ?	...	২৮০
সাঁওতাল দম্পতি	...	২৮১
প্রতাপাদিত্য	...	২৮২
লিপি	...	২৮৩

সন্ধ্যাতারা

বিষয়		পৃষ্ঠা
সন্ধ্যা	...	২৮৪
বঙ্গনারী	...	২৮৪
দূরে ও নিকটে	...	২৮৫
মুসাফিরখানা	...	২৮৫
স্মৃতি	...	২৮৬
বৈশিষ্ট্য	...	২৮৭
সুখ	...	২৮৭
বিভিন্ন মূর্ত্তিতে	...	২৮৮
অজ্ঞাতের আকর্ষণ	...	২৮৮
বরষায়	...	২৮৯
যুবা ও বৃদ্ধ	...	২৯০
ব্যর্থ	...	২৯০
নবীন ও প্রবীণ	...	২৯১
মালী	...	২৯১
নবীন প্রতিভা	...	২৯২

নির্ব্বাণ

বিষয়		পৃষ্ঠা
কবিবর মধুসূদন দত্তের সমাধি স্তম্ভমূলে	...	২৯৩
কীর্ত্তি-দেবী	...	২৯৩
কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র যে গৃহে বসিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন তাহা দর্শন করিয়া	...	২৯৪
সীতার অগ্নি পরীক্ষা	...	২৯৫
কবি	...	২৯৫
শৈশবস্মৃতি	...	২৯৬
সেকাল ও একাল	...	২৯৭
আবিসিনিয়া	...	২৯৮
জাপান	...	২৯৯
নারী-সৃষ্টি	...	২৯৯
সত্যেন দত্ত	...	৩০০
পরিবর্ত্তন	...	৩০১
মেঘ ও রৌদ্র	...	৩০১
মূর্ত্তিমতী কবিতা	...	৩০২
আকাঙ্ক্ষা	...	৩০২
বঙ্গবাণী	...	৩০৩

কাব্যগুচ্ছ

প্রথম খণ্ড

সুরধুনী

সিন্ধু

বৈতরণী

মদীয়

পূজ্যপাদ পিতৃদেব

স্বর্গীয় তারকনাথ দাস

ও

পরম শ্রদ্ধেয়া জননী

স্বর্গীয়া গিরিবালা দেবীর

—পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে—

কাব্যগুচ্ছ

সুরধুনী

আরতি

গগনে গগনে পবনে পবনে
আরতি কাহার বাজে ?
কাহার লাগিয়া দিক্‌-বধূ নিতি
নব নব রূপে সাজে ?
তটিনী কাহার গীতিটি গাহিয়া
অনন্ত অসীমে চলেছে ধাইয়া,
সাগর কাহার আভাসে আলোড়ে
দিবস নিশীথ সাঁঝে ?
শান্ত সমাহিত গিরি পেয়ে কারে ?
বিহগেরা কার মহিমা প্রচারে ?
যোগী ঋষি সব পায় পেয়ে কারে ?
ভজ তারে হিয়া মাঝে

আলোর সন্ধান

আঁধার মলিন হৃদয়-কুটীর করুণ নয়নে স্বামি !
না চাহিলে এই হৃদয় হইতে আঁধার যাবেনা নামি।
আপনার বলে উঠিবারে যাই বারে বারে যাই প'ড়ে,
প'ড়ে যাব নাথ এমতি আপনি নাহি যদি তুল ধ'রে।
দিবসের পর দিবস কাটিল বরষ বরষ পরে।
কতদিন আর রহিব এমতি তোমা হ'তে দূরে স'রে ?
আঁখি-আবরণ খুলি' দাও নাথ আঁধার যাউক সরি',
অন্তর-মাঝে অন্তরতমে নিয়ত পুলকে হেরি।
জ্যোতিরূপে তুমি আঁখি পরে এস প্রীতিরূপে হিয়া মাঝে,
সকল কর্ম্ম মননেই যেন তোমার আরতি বাজে।

প্রকাশ

তুমি চাও রহিবারে আড়ালে লুকায়ে,
পড়েছে মহিমা তব ভুবন ছড়ায়ে।
ভূধর সাগর মেঘ বনানী নির্ঝর
সবিতা চাঁদিমা গ্রহ তারকা নিকর
জ্বলন্ত মহিমা তব করিছে প্রচার,
"তুমি আছ" শুনি বাণী হিয়ার মাঝার।
এক তুমি এই বিশ্ব তোমার বিকাশ,
সেই জানে যে পেয়েছে তোমার আভাস

কাছে

এত কাছে আছ তুমি
তবু না দেখিতে পাই,
এত ভালবাস তুমি
তবু না পরাণে চাই।
তোমার সত্তায় প্রভু
হিয়াখানি হোক্ আলো,
সকল পরাণ দিয়ে
তোমা যেন বাসি ভালো।
যে কিছু দূরত্ব দোঁহে
তাহা যেন নাহি রয়,
তোমার হিয়ার সনে
এ হিয়া মিলিত হয়।

সুখ

রহিয়া রহিয়া তোমার লাগিয়া পরাণ কাঁদিয়া উঠে,
তোমার লাগিয়া কাঁদিতে ও প্রিয় পুলক-নিঝর ছুটে।
দুখের মাঝারে সুখের বসতি কান্নার মাঝে হাসি,
তোমার লাগিয়া যেই জন কাঁদে পুলকে সে যায় ভাসি'।
আপনা স্বজন লাগিয়া কাঁদিতে কেবল অশ্রু ঝরে,
তোমার লাগিয়া কাঁদিতে হে প্রিয় পুলক উছলি পড়ে।
সেইদিন কবে হ'বে তোমা লাগি' কেঁদে কেঁদে হব ভোর,
নয়ন গলিয়া পড়িবে অঝরে নিয়ত ললিত লোর।
যে দিকেই চাব তোমারে হেরিব কাঁদিব তোমার তরে,
তব হিয়া সনে মিশে যাবে হিয়া অতুল আবেগ ভরে।

ত্রিধারা

মানস ভরিয়া মোর দাও জ্ঞানজ্যোতি,
পরাণ ভরিয়া মোর দাও ভালবাসা।
দেহখানি ভরি' দাও করম-শকতি,
ছুটুক্ তোমার পানে কাজ আশা ভাষা।
শুধু জ্ঞান নাহি চাহি প্রেম শুধু নহে,
সেবাহীন জ্ঞান প্রেমে কি ফল মরতে ?
শুধু কর্ম্ম নাহি চাহি, ত্রিধারাই বহে,
যেন এ জীবন লয়ে কল্যাণের পথে।

কবি-শিল্পী

শিশুমুখে সুধাহাসি কে করেছে দান ?
স্নেহ দিয়ে ভ'রে দেছে জননীর প্রাণ ?
বিহগের কণ্ঠে কেবা দেছে গীতি-ধারা ?
পারাবারে ক'রে দেছে অসীমেতে হারা ?
আকাশে ছাড়িয়া দেছে কে গ্রহনিকরে ?
নানা রঙ্গ মিশে কেবা ইন্দ্র-ধনু গড়ে ?
মায়াজাল রচে কেই আলোক-শিশিরে ?
সুধাহাসি পরিমল দেছে ফুলটিরে ?
নিখিল ভুবনময় আলো শোভা গান
যার সৃষ্টি কবি-শিল্পী সে যে মহীয়ান্।
অনন্ত সৌন্দর্য্য কলা কল্পনা মিশ্রণ
করি' সেই রচিয়াছে বিরাট ভুবন।
এ বিশ্ব বিশাল কাব্য সৌন্দর্য্য-ভবন,
নাই তান লয় মান স্থাপত্য এমন।

স্বামী

হে মোর জীবন-স্বামি !
পিরীতি-অর্ঘ্য চরণে তোমার
নিতুই সঁপিব আমি।
হৃদয়-কুঞ্জ-কুসুম তুলিয়া
অশ্রু-সলিলে সিক্ত করিয়া
দিব তব পায় স্মরিব তোমায়
সুখে দুখে দিবাযামী।
মরমের কথা সকল কহিব
সুখ দুখ ব্যথা সব নিবেদিব
সকল কর্ম্ম-বিধান মাঝারে
ভাবিব তোমায় আমি।
যে ভাবেই রহি জয়গাথা তব
গাহিব হে মোর স্বামি !

প্রভাতে

নিশার আঁধার যেতেছে টুটিয়া তরুণ অরুণ উঠে।
বিহগের দল পুলকে গাহিয়া দিক্‌দিগন্তে ছুটে॥
নদী বয়ে যায় কলকল তানে
তুই মরা মত সাড়া নাহি প্রাণে ?
বিহগের গানে তটিনীর তানে যাহার আরতি বাজে
তাহারে স্মরিয়া দে তুই ঢালিয়া যে প্রীতি হিয়াতে রাজে।

পরশ

পরশ তোমার চাই।
নীরস হিয়া সরস-করা
পরশ তোমার চাই।
মনের বনে ফুল ফোটান
পরশ তোমার চাই।
রাগের রঙে মন-রঙান
পরশ তোমার চাই।
প্রীতি-দোলায় মন-দোলান
পরশ তোমার চাই।
সকল-তাপ-হরণ-করা
পরশ তোমার চাই।
অমিয়-ধারা-বহান তব
শীতল পরশ চাই।
পরাণখানি পাগল-করা
পরশ তোমার চাই।
পরাণ মাঝে পরাণ-বঁধু
পরশ তোমার চাই।
রজনীদিন বিরামহীন
পরশ তোমার চাই।

ভৃত্য

তুমি প্রভু আমি ভৃত্য,
তব সেবা করি' নিত্য
জীবনের পথ বেয়ে
পুলকেতে যাব ধেয়ে।
আর কারে নাহি জানি,
আর কারে নাহি মানি,
শুধুই তোমায় জানি,
শুধুই তোমায় মানি।
পুলক পূজায় তব,
গরব সেবায় তব,
তব দাস হে মাধব,
চিরদিন হ'য়ে র'ব।

ধ্রুবতারা

সিন্ধু মাঝে দিক্ হারা নাবিক যেমতি
ধ্রুবতারা লক্ষ্য করি হয় আগুয়ান,
অকূল সংসার মাঝে আমিও তেমতি
তোমা পানে চেয়ে নাথ করিব প্রয়াণ॥
একমাত্র ধ্রুব তুমি জগতে অসার,
সুখে দুখে ভালমন্দে পতনে উত্থানে
নেহারি মঙ্গলময় মূরতি তোমার
চলিয়া যাইব নাহি চাহি অন্যপানে।

বান্

শ্রাবণেতে বান্ এসেছে
দেশ ফেলেছে ছেয়ে,
তর্ তর্ তর্ দিবানিশি
জল যাচ্ছে বেয়ে।
যত ময়লা আবর্জ্জনা
যাচ্ছে সব ভেসে,
ধানের সবুজ ক্ষেত্রগুলি
উঠ্ছে সব হেসে।
ভাবের বন্যা হিয়ার মাঝে
আস্‌বে মোর কবে ?
মনের যত ময়লা আবেগ
দূরান্তর হ'বে
বঁধুর ভাবে বিভোর হ'য়ে
মেতে উঠ্‌বে প্রাণ ?
শ্রাবণের ধারার মত
ছুট্‌ব গেয়ে গান ?

মিলন

তটিনী ছুটিয়া যায় মিলিতে সাগর সনে,
চকোর ছুটিয়া যায় চাঁদিমার দরশনে।
শুনিয়া পিকের গীতি পিকবধূ ছুটি' আসে,
চাতক চাহিয়া থাকে মেঘবারি পান-আশে

যে যাহারে ভালবাসে তাহার মিলন চায়.
মিলন-বিহীন হিয়া মরতে না সুখ পায়।
আমার যে প্রিয়তম মিলন তাহার চাই,
সে মিলন-সুধা বিনা এ পরাণে সুখ নাই।

টান

মোরা বুঝিবা না বুঝি জানি বা না জানি
চলেছি তোমার টানে।
যে ভাবেই যেথা রহিনা সবাই
ছুটেছি তোমার পানে॥
তব ভাবে হারা যে জন সতত
সে জন তোমায় পাবে।
ভুলে যেই আছে সেও একদিন
তোমার পাশেতে যাবে॥
খাল বিল নদী জল যেথা থাক্
সকলি সাগরে যায়।
পাপী পুণ্যবান্ যে যেথায় থাক্
সবাই তোমারে পায়॥
অসীম তোমার প্রেমের টানেতে
নিখিল জগৎ চলে।
ঘুমে যেই আছে একদিন নাথ
আঁখি তার যাবে মেলে॥

বৃন্দাবনে

এইখানে হ'য়েছিল যে বাঁশরী ধ্বনি,
প্রতি হিয়া মাঝে তার হয় প্রতিধ্বনি।
মেতেছিল ব্রজগোপী শুনি' ডাক যার,
প্রতি হিয়া মাঝে শোনা যায় ডাক তার।
সে ডাকে যে মেতে যায় ধন্য সেই জন,
সসীম ও অসীমেতে মধুর মিলন।
অসীম ডাকিছে ওই "আয় বুকে আয়,"
শুনিয়া সসীম ছুটে পাগলের প্রায়।

কৃপাকণা

এক বিন্দু আলোকেতে
আলোকিত হয় ঘর,
এক বিন্দু কৃপা তব
লভি' চির ধন্য নর।
হিয়ার আঁধার তার
নিমেষে চলিয়া যায়,
পাপ তাপ দুঃখ জ্বালা
সকলি বিলয় পায়।
এক বিন্দু কৃপা তব
আর দাস নাহি চায়,
এক বিন্দু কৃপা পেলে
চিরধন্য হ'য়ে যায়।

ক্ষোভ

যখন যা' প্রয়োজন
তখনি দিতেছ তাই,
তবু সদা লেগে এক
রব মোর "নাই, নাই।"
গগন পবন শ্যামলা ধরণী
তারকার মালা শশী দিনমণি
গেহ সুত জায়া জনক জননী
সকলি তোমার দান।
ঘিরি' তুমি মোরে জননীর মত
কৃপাধারা তব ঝরিছে সতত
একটু আপদে তবু ক্ষ্যাপামত
ডাকি কোথা ভগবান,
এত দাও তুমি তবু নাহি হয়
ক্ষোভ মোর অবসান।

কাজ

এসেছি তোমার কাজে হে আমার স্বামি!
সাধিয়া তোমার কাজ যাব ফিরে আমি।
অসংখ্য তোমার কর্ম্মী বিরাট ভুবনে,
যাহারে যে কাজ দেছ পুলকিত মনে
করিছে সে—ক্ষুদ্র আমি আমার যে কাজ
করি' যাব নাহি জানি ক্ষোভ কিম্বা লাজ।
নির্দ্দিষ্ট তোমার পথ আছে মোর তরে,
তাই ধরি' যাব আমি লোক লোকান্তরে।

পদতলে

কে আর জগতে আছে
কাঁদিব কাহার পাশে ?
ছুটে আসি তব পায়
চোখে যবে জল আসে।
পিতা মাতা সখা প্রভু
একাধারে তুমি মোর ;
তুমি না মুছালে আর
কে মুছাবে আঁখিলোর ?
তুমি যদি কর হেলা
তবুও আসিব আমি,
জানাব হিয়ার ব্যথা
হে আমার অন্তর্য্যামি।
কহিতে তোমারে ব্যথা
জুড়ায় তাপিত হিয়া—
সহবাসে যাই তব
সব জ্বালা পাসরিয়া।

অতিথি

হৃদয়-দুয়ারে অতিথি এসেছে আদরে বরিয়া নে।
হৃদয়-আসন তাহার লাগিয়া যতনে পাতিয়া দে।
ভকতি-সলিলে চরণ-দুখানি তাহার ধুইয়া দে।
প্রেমফুল দিয়ে মালাটি গাঁথিয়া গলায় তাহার দে
রাজরাজ সেই করুণা করিয়া এসেছে বরিয়া নে।
প্রাণের পিরীতি সকল তাহার চরণে ঢালিয়া দে।

অনন্ত প্রেম

সে প্রেমের ক্ষয় নাই।
বারিধির বারি যথা—
হ্রাস ক্ষয় কভু নাই।
অনন্ত জীবেরে হয়
প্রেম সদা বিতরণ।
পাপী তাপী দীন হীন
সবে করে আস্বাদন॥
তবুও হিয়াটী ভরা
অফুরন্ত প্রেম তার।
ক্ষয় কভু নাই সে যে
মহাপ্রেম-পারাবার॥
তৃষিত তাপিত ভবে
যে যেথায় আছ নর,
হিয়ার মাঝারে কার
নাই শান্তি নিরন্তর,
এ প্রেমনিধির পানে
ফিরে চাও শান্তি পাবে।
হিয়ার সকল তাপ
যাতনা চলিয়া যাবে॥
না চাহিতে প্রেমদান
কে আর জগতে করে?
সে প্রেমনিধির পানে
চল ছুটে প্রেমভরে॥

হ'ল না

হেসে খেলে কেঁদে এ জীবন গেল
তোমা নাথ ডাকা হ'ল না।
আর সকলেরে বাসিনু ভাল
তোমা ভালবাসা হ'ল না।
সবচেয়ে তুমি প্রিয়তম ধন
বুঝিয়াও তাহা বুঝিল না মন
বিষয়ের মোহে মাতিয়া আমার
আসল কাজটি হ'ল না।
পরিণামে গতি হবে কি যে তাই
এখন শুধুই ভাবনা॥

হৃদিরঞ্জন

আজি আলোকে শিশিরে পল্লবে ফুলে
আভাস কাহার পরাণে আসে?
অরূপ কাহার রূপটি হেরিয়া
পুলক-সাগরে হিয়াটি ভাসে?
সে যে সুন্দর হৃদিরঞ্জন
ভকত-জন-ঈপ্সিত ধন
সুষমা তাহার নিখিল বিশ্ব
চাঁদিমা তারকা তপনে হাসে।
মহিমা তাহার স্মরি ওরে মন
প্রীতি ঢাল তার চরণ-পাশে।

পান্থ

প্রান্তর তিমিরে ঢাকা—মাথার উপরে
মেঘাবৃত মহাকাশ, দূর দিগন্তরে
দেখা যায় জ্যোতিরেখা—পান্থ তাহা চেয়ে
একমনে পথ বেয়ে যায় ধেয়ে ধেয়ে।
প্রত্যয় সে জ্যোতিপাশে করিলে গমন
সব দুখ জ্বালাতন ভুলি' যাবে মন।
দুখ নিরাশায় ভরা জীবনের পথে
ওই পথিকের মত শ্রান্ত শ্লথ পদে
চলিয়াছি—দূরে জ্যোতিরেখা বিমোহন ;
হেরি' সে আলোক নব বল পায় মন।
ওই আলোকের পাশে আছে শান্তি সুখ,
হোথা গেলে জুড়াইবে যত তাপ দুখ
হিয়া মাঝে বলে কে যে—তাই আলো পানে
ছুটিয়াছি নিরন্তর আকুল পরাণে।

সিন্ধু

১

অমিয়সিন্ধু কাছে তুমি আছ
পিপাসায় তবু মরি !
শান্তিসাগর আছ তুমি পাশে
তবু হাহাকার করি !
যেই সুধাপানে সব ক্ষুধা যায়
যাহা পেলে হিয়া কিছু নাহি চায়
এত কাছে তাহা তবু তার পানে
নাহি চাই মোরা ফিরি !
মরীচিকা-পিছে শুধু নিশিদিন
ছুটাছুটি মোরা করি !

২

সিন্ধু হ'তে বাষ্প উঠি' হয় জলধর,
বায়ুভরে ভাসে তাহা দিক্ দিগন্তর।
জল হ'য়ে পড়ে তাহা ধরণী উপরে,
নদ নদী ডোবা নালা সব পূর্ণ করে।
সেই জল এসে পুন সাগরে মিলায়,
জন্ম যেথা ঘুরে.ফিরে সেথা মিলে যায়
তেমতি আমরা এক হ'তে বাহিরিয়া,
ঘুরে ফিবে এক সনে যাই মিলাইয়া।

৩

দিশি দিশি পড়ে হাসি অরুণ-কিরণ-ধারা।
নিখিল জগতময় বিমল পুলক পারা॥
মোহঘুমে কেন আর, এ ধরা রচিত যার
আনন্দ অমৃত তিনি ভাবে তার হও হারা।
আনন্দ-স্বরূপ পানে ছুটুক্ আনন্দ-ধারা॥

৪

থরে থরে শোভে গগনের গায়
কান্ত উজল তারা।
নিখিল ভুবন ফেলেছে ছাইয়া
মধুর জ্যোছনাধারা॥
কুসুম-সুবাস অঙ্গে মাখিয়া
শান্ত সমীর যাইছে বহিয়া
তটিনী বহিছে গাহিয়া গাহিয়া
হরষে হইয়া হারা।
পুলক-মগন নিখিল ভুবন
মধুর পুলকে মেতে যাও মন
অসীম-পুলক-উৎস পানে
ছুটুক্ প্রীতির ধারা॥

৫

আলোছায়া করে খেলা লতাবিতানে।
বনবীথি মুখরিত বিহগ-গানে॥
আকাশ আলোক-ভরা
পুলক-মগন ধরা
পুলক আমার এই হিয়া না জানে।
বঁধুর বিরহে ব্যথা জাগে এ প্রাণে॥

৬

ভ্রান্ত তারা ভাবে যারা তোমার সেবায়
যে টুকু সময় গেল ব্যর্থ তাহা যায়।
ব্যর্থ তাহা নহে কভু বিশ্ব-অধীশ্বর,
তোমার সেবার ভার পাইয়াছে নর
পরম সৌভাগ্য তার—কায়মন প্রাণে
যে তোমার করে সেবা সেই মনে জানে
পুলক এমন যার না হয় তুলনা,
সেবাতেই পূর্ণ তার সকল কামনা।
ধন জন ঐশ্বর্য্যের পিছে ছুটে নর
হেরিয়াছে নহে তৃপ্ত তাহার অন্তর।
তোমার চরণতলে নত ক'রে হিয়া
হেরিয়াছে হেন তৃপ্তি না মিলে খুঁজিয়া
তাই দিশি দিশি নর তোমার লাগিয়া
বিষয় বিভব ত্যজি' চলেছে ছুটিয়া।

এস এস এস তুমি হৃদয়-রতন,
খেলিব তোমার সনে হোলি বিমোহন
আবীর কুঙ্কুম যত রাজে হিয়ামাঝ,
মধুর অঙ্গেতে তব ঢেলে দিব আজ।
প্রীতির রঙ্গেতে তোমা রঙ্গীন করিব,
ফিরে ফিরে সুধামুখ হরষে হেরিব।
প্রেমের আবীর তব ঢেলে তুমি দিবে,
বিপুল পুলকে এই হিয়াটি নাচিবে।

৮

নীরস জীবন পারিনা বহিতে
রস তায় পূ'রে দাও।
তোমার মোহন মধুর ভাবেতে
পরাণ মাতায়ে দাও।
নব নব ভাবে মেতে নিতি নিতি
গাই তব তরে নব নব গীতি
তোমাতেই মোর হিয়াটির প্রীতি
তাহাই আমায় দাও।
হে রস-স্বরূপ রসে তব এই
হিয়াটি ভরিয়া দাও।

৯

সুবাস লুকায়ে রহে ফুলের হিয়ায়,
সমীর পরশে তাহা চৌদিকে ছড়ায়।
লাগিলে ভাবের বায় হৃদয়-রতন,
সুবাস তোমার ছায় সারা প্রাণমন।

১০

শিশুর ভাবনা নাই ভাবনা মাতার,
ভক্তের ভাবনা নাই ভাবনা তোমার।
নিশ্চিন্ত ভকত নিজে সঁপি তব পায়,
যে ভাবেই নাহি থাকে তব গুণ গায়।

১১

জলদজাল আকাশখানি
ফেল্‌বে যবে ছেয়ে,
ঘোর অশনি-নিনাদ হবে
ঝটিকা যাবে বেয়ে,
আপন যারা একের পর
একে বিলীন হ'বে,
তখনও হে জীবননাথ
পাশেতে মোর র'বে।
বিপদজাল যতই কেন
আসুক্ না হে স্বামি !
তোমার 'পরে ভরটি করে
রইব সদা আমি।
অপার তব কৃপায় যেন
সংশয় না হয়।
সকল বিঘ্ন মাঝে তোমায়
অচলা-মতি রয়।

১২

সরল আবেগে এই হিয়াখানি ভ'রে
শিশু ক'রে চিরদিন্ রাখ তুমি মোরে।
শিশু যথা নাহি জানে মাতা বিনে আর,
তোমা বিনে নাহি জানি হে প্রিয় আমার।

১৩

হেরিয়া অনল-শিখা পতঙ্গ যেমন,
সে শিখায় আপনারে করে বিসর্জ্জন,
সে প্রেমশিখায় তুই তেমনি ঝাঁপিয়া
ভাবের আবেগে পড় বিচার ছাড়িয়া।

১৪

তুমি আছ সদা মোরে ঘিরিয়া—
আমি দূরে তোমা মরি খুঁজিয়া।
হৃদয়ের ধন হৃদয়ে রহিতে
দূরে দূরে যাই ছুটিয়া।
হৃদয় আসন 'পরে
প্রেম ভকতি-ভরে
পূজিব তোমায় তুমি আর আমি
প্রীতিডোরে রব মিলিয়া।
তোমাতে আমাতে দূরতা যা' কিছু
দূরে যাবে সব সরিয়া।

১৫

মরমের কথা যত কি আর বলিব আমি!
জানত সকল তুমি হে আমার অন্তর্য্যামি!
হিয়াটির দুঃখ ব্যথা আশা ভাষা আকুলতা
সকলি তোমার জানা বলিব না কিছু আমি।
হাসিমুখে যাহা দিবে আদরে লইব স্বামি!

১৬

অশ্রুদিয়ে গড়া এ জীবন।
দিবানিশি শুধু দীর্ঘশ্বাস
হা হুতাশ প্রাণের ক্রন্দন।
ব্যাধি-খিন্ন জরা জীর্ণ
স্বপ্ন-সাধ সব চূর্ণ
অভাব-তাড়না-ক্ষুণ্ণ
শান্তিহীন নিশিদিন মন।
সুখহাসি যার দান
অশ্রুও তাহারি দান
আয় অশ্রু আয় আয়
হাসিমুখে করিব বরণ।
অশ্রুময় এ জীবন
তার পায় দিব বিসর্জ্জন।

১৭

ক্ষীণ নিঝর-ধারা
পারাবার পানে ধায়।
অবিরাম গীতি গাহি
সাগরে মিলিয়া যায়।
হিয়ার গোপন তলে
ছুটে যে প্রেমের ধারা
ব্যকত হইয়া গীতে
হ'বে না অসীমে হারা?

হে অসীম হে বিপুল
তব লাগি ভোর হিয়া।
বিপুল তোমার বুকে
লও তারে আলিঙ্গিয়া॥
হিয়ার অসীম তৃষা
তোমা ছাড়া মিটিবে না।
পরশ তোমার বিনা
মনসাধ পূরিবে না॥

১৮

কি আর যাচিব তোমার চরণে জীবন দেবতা মোর।
তব প্রেমজ্যোতি ধ্যানে যেন হয় ক্ষুদ্র জীবন ভোর॥
ধ্রুবজ্যোতি তুমি আঁধারের মাঝে দুর্ব্বলের তুমি বল,
দীনদাসে তব কৃপা যবে ভাবি আঁখি ভরি' আসে জল।
পড়িবার মত হই যবে আমি পিছু হ'তে তুমি ধর,
নয়ন-আসারে ভাসি যবে আমি আঁখি-নীর দূর কর।
পিতা মাতা সখা গুরু তুমি মোর আপন সবার চেয়ে,
এই কর তব জ্যোতি ধরি আমি যুগ যুগ যাই ধেয়ে।

১৯

সকল কাজের পাই গো সময়
তোমার কাজের পাই না
আপনার মোর নহে যাহা চাই
যাহা আপনার চাই না।

বিত্ত আমার পুত্র আমার
আমার দুহিতা আমার সাংসার
এই শুধু সদা ভাবি প্রিয়তম
তব কথা কভু ভাবি না।
কাঞ্চন ফেলি' কাচ আমি খুঁজি
বুঝে নিজ ভ্রম বুঝি না

এত হাহাকার জীবন ভরিয়া
তবু নাহি হয় চেতনা,
শান্তি-উৎস আছ তুমি তবু
তোমা পিছে চিন ধায়না।
মোহজাল মোর কর নিরসন
কাছে টেনে লও তাপিত এ মন
দিব্য শান্তি কর বরিষণ
যাউক ক্ষুদ্র কামনা।
প্রীতি-ডোরে বাঁধা রহি দিবাযামী
তুমি আমি প্রিয় দুজনা।

বৈতরণী

বৈতরণী

অশ্রু-বৈতরণী পার গোলক তোমার
জানি আমি জানি তাহা হে প্রিয় আমার।
নয়নের যত অশ্রু সকল ঢালিয়া
প্রাণের বেদন যত দিব ভাসাইয়া।
ভাবের গোলকে যেথা তোমার আসন,
পঁহুছিবে সেথা যেয়ে প্রাণের কাঁদন।
রাজরাজেশ্বর তুমি আসিবে নামিয়া,
প্রেমের গোলকে র'ব পুলকে মাতিয়া

তারার গান

লক্ষ তারায় কি সুর বাজে শুন্‌রে পেতে কাণ
"খণ্ড খণ্ড নয়রে মোরা এক এ বিশ্বখান।
একের মাঝে সবাই মোরা একের গান গাই।
তোরাও সেই একের অঙ্গ এক ছাড়া যে নাই।
তোদের সনে মোদের যোগ রয়েছে প্রাণে প্রাণে—
তাকাই মোরা তোদের দিকে তোরা মোদের পানে।
মোদের আলো ভূলোক-বুকে পড়ে মধুর হাসি'—
ভূলোক হ'তে পরাণ-পাখী উড়ে হেথায় আসি"।

সুন্দর

তুমি সুন্দর হে।
তাই দিশি দিশি গন্ধ-বরণ
গীতি-হিল্লোল হে।
গগনের গায় মধুরিমা তব
বসুধার বুকে সুষমা-বিভব
মলয়ে তোমার অঙ্গ-সৌরভ
নিঝর-কণ্ঠে বারতা হে।
সুমহান্ তুমি লেখা গিরি গায়,
সীমাহীন তুমি জলধি জানায়,
প্রেমময় তুমি বিহগ রটায়,
তুমি অনুপম অতুল হে।
নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া তোমার
রূপের আলোক ঝলকে হে।

চোর

ওগো সুন্দর চোর!
নিতি নিতি তুমি হিয়া চুরি কর
অভিলাষ এই মোর!
রহি যবে আমি বিষয়ে মাতিয়া
নীরব তোমার রবটী আসিয়া
হিয়াখানি মোর লহে গো কাড়িয়া
তব ভাবে হই ভোর

ওগো প্রিয়তম তাই আমি চাই
বিষয়ের দাস হ'তে সাধ নাই
জীবনের কাজ যাহা ক'রে যাই
ভাবি তোমা নিজ মোর।
তোমায় আমায় রাখুক বাঁধিয়া
সদাই মিলন-ডোর।

নির্জ্জনতা

জনতার কোলাহল ভাল লাগে কত!
নির্জ্জনতা! বুকে তব উন্মাদের মত
ছু'টে ছু'টে তাই আসি—বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
অথবা তটিনী-তীরে বিমুগ্ধ অন্তরে
শোভা হেরি প্রকৃতির, নদী কলতান
বিহগের গীতি শুনি' নেচে উঠে প্রাণ।
সাঁঝের আঁধার যবে ধরাখানি ছায়
একে একে কোটি তারা ফুটে নভোগা'য়
তারকা-খচিত নভ পানে রহি চেয়ে
ক্ষুদ্র এই হিয়া পড়ে অসীমেতে ছেয়ে।
সঙ্গীহীন কোলে তব লভি যবে স্থান।
নীরব শান্তির মাঝে এ ক্ষুদ্র পরাণ
আভাস কাহার পায়—কোন্ স্পর্শমণি
পরশে নাচিয়া উঠে পুলকে অমনি?

গর্ব্ব

হিয়া 'পরে আসন তব
গরব তাই মোর।
নহি ক্ষুদ্র ধূলিকণা
তব দীপ্ত উন্মাদনা
ঘিরি' মোরে ভাবিতেও
হরষে হই ভোর।
তুমি আমি বেঁধে সদাই
একটি মিলন-ডোর

ক্ষুদ্র যাহা ভাবি মোরা
ক্ষুদ্র তাহা নয়।
সসীম অসীমে খেলা
জীবেতে শিবেতে মেলা
তুমি আমি পাশাপাশি
বিচ্ছেদ না হয়।
এ মিলন-বোধটী যেন
সদাই নাথ রয়।

প্রভাতে

সুন্দর কি শোভাতে
দেখা দিলে এ প্রভাতে!
অরুণ আলোকে দীপ্ত আনন
বক্ষ অসীম, সুনীল গগন
চরণ শিশির—সিক্ত ভুবন
দিশি দিশি ভাত আভাতে

বন্দনা-গীতি বিহগেরা গায়
অর্ঘ্য সঁপিয়া নদী বহে যায়
কুসুমের দল চরণে লোটায়
নর-নারী প্রীতি হিয়াতে
দেয় সবে এই প্রভাতে।

উদয়াস্ত

প্রভাতে উঠিয়া
বিস্তীর্ণ প্রান্তর বুকে হেরিনু চাহিয়া
অরুণ-উদয়-শোভা, মধুর মোহন
হাসি বিলাইয়া ধীরে উঠিছে তপন।
ক্রমে রাঙ্গা হাসি গেল প্রখর মূরতি
ধরিয়া সারাটি দিন দেব দিনপতি
শোভিল গগন গায়, আলোকি' ভুবন
সাঁঝে ম্লান আভা পুন করিল ধারণ।
রঞ্জিয়া রক্তিম রাগে জলদ ধরণী
ধীরে ধীরে অস্তাচলে গেল দিনমণি।
নীরব প্রান্তর বুকে বসিয়া একেলা
ভাবিনু নিবিষ্ট চিতে উদয়াস্ত খেলা।
বালকের মত নর জগতে আসিয়া
বয়সের সনে যত কর্ত্তব্য সাধিয়া
জীবন-সায়াহ্নে আসে—তেজ হারাইয়া
ধীরে ধীরে যায় চলি' অনন্তে মিশিয়া।
এমতি এসেছি ভবে—স্বকাজ সাধন
করি' জীবনের পথে করি'ছি গমন।

জীবন সায়াহ্ন হেন হ'বে না উজল ?
শান্তি ও গৌরব মাঝে জীবন-কমল
হ'বে না স্তিমিত ধীরে ? অসীমের পানে
চলেছি একটি আশা লয়ে সদা প্রাণে।

ডুব

ডুব দিয়েছি অতল-তলে
মাণিক রতন পাব ব'লে।
না পাই যদি ক্ষতিই বা কি ?
খেদ কিছু নাই তায় ম'লে
চিরটাকাল নিঃস্ব হ'য়ে
জগৎ মাঝে কেই বা রহে ?
অরূপ-রতন আশা ক'রে
দিনুরে ডুব রূপসাগরে।

দরদী

ওগো দরদি !
বক্ষে আমার বাজে যবে ব্যথা
বাজে তব কি ?
বিপদের মাঝে পড়ি আমি যবে
ভাবি আপনার কেহ নাই ভবে
ডাক কার পিছে শুনি "আমি আছি,
ভয় তোর কি ?"

ক্ষুধায় আমার খেতে কেবা দেয় ?
বুকভরা ব্যথা কেড়ে সব নেয় ?
দীনজননাথ সে যে তুমি মোর
মোর দরদি

গৌরাঙ্গের ভাব

ঈশ্বরপুরীর সাথে হ'ল আলাপন,
বিকল তাহার পর গৌরাঙ্গের মন।
কোথা কৃষ্ণ কোথা তুমি জগতের পতি !
বিফল জনম যার নাহি তোমা মতি।
মায়ার সংসার এই হোক্ ছারখার।
পরশ তোমার চাই পরাণ মাঝার।
ভাবিয়া কৃষ্ণের কথা গৌরাঙ্গ পাগল,
ফেলে শুধু দীর্ঘশ্বাস নয়নের জল।

নামোন্মত্ত

"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" নাম করিয়া শ্রবণ
গৌরাঙ্গের অঙ্গে হয় মহাশিহরণ।
ব্রজের অঙ্গনা এই ডাকটি শুনিয়া,
ভাবের আবেগভরে উঠিত মাতিয়া।
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ডাক পশে এসে কানে,
অতুল আবেগ জাগে গৌরাঙ্গের প্রাণে।
"কোথা কৃষ্ণ কোথা তুমি ?" ডাকে গোরা রায়,
পাগলের মত ইতি উতি ছুটে যায়।

গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ

হরিগুণগান গাহিয়া গাহিয়া,
প্রেমের ঠাকুর চলেছে ছুটিয়া।

"হরি হরি হরি" গায় গোরা রায়,
হরিধ্বনি হয় গগনের গায়।

বিহগেরা ছিল কুলায় ঘুমিয়া,
হরিধ্বনি শুনি উঠে চমকিয়া।

পুরবাসী সব ছুটে ছুটে আসে,
গোরা রায়ে হেরি পুলকেতে ভাসে।

দেবতা কি নিজে মূরতি ধরিয়া,
ধরণীর পর এসেছে নামিয়া!

মধুর মূরতি মধুর ভাষণ,
কণ্ঠ হ'তে হয় অমিয়-বর্ষণ।

বিস্ময়ে সবে গোরাপানে চায়,
গোরা সনে মিলে হরি গুণ গায়।

কালার বাঁশরী-রব ব্রজাঙ্গনা
শুনি' ছুটেছিল যেমতি উন্মনা।

প্রিয়তম-ডাক শুনিয়া হিয়ায়
গৌরাঙ্গ তেমতি ছু'টে ছু'টে যায়।

জননীর স্নেহ জায়ার বাঁধন
নারিল রাখিতে গৌরাঙ্গ মোহন।

"হরি হরি হরি" গাহিয়া গাহিয়া
ছুটিয়াছে গোরা প্রেমেতে মাতিয়া।

আপনি মেতেছে মাতাবে সবায়,
ভাসাইবে দেশ ভাবের বন্যায়।
যে মন্ত্র এনেছে সে মন্ত্রের বলে
পাপী তাপী সব যাবে ত'রে চ'লে

গৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধান

সুনীল বিস্তৃত সিন্ধু করি' দরশন
গৌরাঙ্গ ভাবিল বুঝি এই কৃষ্ণধন।
ভাবের আবেগভরে পড়িল ঝাঁপিয়া
সিন্ধু তারে বুকে নিল যতনে টানিয়া।
মহানিধি প্রেমনিধি পেয়ে হর্ষে হারা,
কোথা তারে নিয়ে গেল খুঁজে সবে সারা।

শ্যাম

পরাণ-রাধিকা মোর কেঁদে কেঁদে হারা,
কোথা তুমি শ্যামচাঁদ মোর মন-চোরা।
অঙ্গ কি তোমার এই সুনীল গগন?
শ্যামল বসুধাখানি রাজীব চরণ?
সুরভি মলয় বায় নিঃশ্বাস তোমার?
তারকার মালা তব কণ্ঠের হার?
হেরি তোমা দিশি দিশি চাই যেই খানে,
আভাস তোমার পাই ক্ষুদ্র এ পরাণে।

বিচার

শুষ্ক দর্শনের পত্রে প্রভু মোর নাই,
আচার বিচার মাঝে নাই তাঁর ঠাঁই।
সত্যপ্রেম প্রীতিরূপে রয়েছেন তিনি,
তাঁহার লীলার স্থল বিপুলা মেদিনী।
অব্যক্ত রূপেতে ব্যক্ত তিনি এ সংসারে,
বুকে যার প্রেম আছে পায় সেই তারে।
শুধুই বিচার-পথে যে জন চলেছে,
বিচার তাহার সার, তারে না পেয়েছে।

সহজ আবেগ

সহজ আবেগভরে পাখী গায় গান,
সহজ আবেগে নদী ঢালে কলতান।
সহজ আবেগে উঠে গোলাপ ফুটিয়া,
সহজ আবেগে তুই ওঠ্‌রে মাতিয়া।
প্রাণের সহজ গাথা সহজ সুরেতে,
সব কর সমর্পণ প্রিয়ের পদেতে।

আকর্ষণ

ধেয়ান রাধার শ্যাম, শ্যাম সে রাধার,
দোঁহার লাগিয়া হিয়া আকুল দোঁহার।
শ্যামের বাঁশীতে সুর "রাধা, রাধা, রাধা"-
রাধা-হৃদে "শ্যাম" ধ্বনি নাহি কোন বাধা

ভকত আকুল সদা ভগবান তরে,
ভগবান ভকতের সঙ্গ সাধ করে।
ভক্ত কহে "তোমা বিনে বিফল জীবন,"
ভগবান কহে, "তোর তরে এই মন।"

মন্দির

দেহখানি হ'বে মোর মন্দির মতন,
হইবে তাহার মাঝে বেদী এই মন।
বসিবে সেথায় মোর রাজরাজেশ্বর,
হইবে আরতি সেথা নিত্য নিরন্তর।
সঞ্চিত কুসুম যত রয়েছে হিয়ার,
স্বামীর চরণে সব দিব উপহার।
মনের বাসনা যত সকল জ্বলিয়া
ধূপধূনা মত সব যাইবে পুড়িয়া।

ইতিহাস

প্রথমে আছিনু চিৎ-আনন্দ সাগরে
সেথা হ'তে প্রবেশিনু জনক-অন্তরে।
পশিনু ত্যজিয়া তাহা জননী-জঠরে,
শিশুরূপে পড়িলাম ভূমির উপরে।
জনক-জননী-কোল উজল করিয়া
বালরূপে সাথী সাথে চলিনু ছুটিয়া।
মধুর কৈশোর আর প্রথম যৌবন
গেল মোর বিদ্যালয়ে করি অধ্যয়ন

লইনু সঙ্গিনী পরে করিয়া বরণ,
হইল দুলাল এক নয়ন-নন্দন।
পুলকে বিষাদে দিন চলেছে বহিয়া,
হেরি প্রকৃতির শোভা নয়ন ভরিয়া।
সময় হইবে যবে সকল ত্যজিয়া
চিদানন্দ-নীরে পুনঃ যাইব মিশিয়া।

হৃদিবীণা

রয়েছে বীণার তারে সুরটি লুকায়ে,
অঙ্গুলি-পরশে কবি তোলে তা' ফুটায়ে
যে সুর লুকায়ে এই হৃদয়-বীণায়
বাজাইয়া বিশ্বকবি ফুটাও তাহায়।
হৃদয়ের সুখ দুখ সঙ্গীত হইয়া
তোমার চরণতলে পড়ুক লুটিয়া।

মরু-তৃষা

ঝর ঝর ঝরে ধারা ভরা ভাদরে,
মরুর হিয়ার তৃষা তবু না মরে।
অসীম প্রেমের ধারা পড়িছে ঝরি,
তবু এ হিয়ার তৃষা যায়না মরি'।
আরো প্রেম আরো প্রেম চাই প্রিয়হে,
হিয়ার এ নীরসতা যেন না রহে।

প্রতিদান

ফুল ভাবে "রূপ মোর কাহার লাগিয়া ?
তাহার চরণে মোরে দিব সমর্পিয়া।"
পাখী ভাবে "কেবা মোরে দেছে হেন স্বর ?
তাহার মহিমা আমি গাব নিরন্তর।"
নদী ভাবে "কার বলে চলেছি বহিয়া ?
ছুটিব তাহার গীতি গাহিয়া গাহিয়া।"
সুজন জগতে ভাবে "দান কার প্রাণ ?
তাহার চরণে ইহা দিব প্রতিদান।"

অন্বেষণ

মন্দিরে কোথা মূরতির মাঝে আছ তুমি জগদীশ
দিশি দিশি যত নর নারী মরে খুঁজিয়া অহর্নিশ।
নিখিল বিশ্ব তোমার আবাস দেখে না ভাবিয়া খণে,
মানস মন্দিরে না খুঁজি বাহিরে রহে শুধু অন্বেষণে।
সরল বিশ্বাস ভকতিতে তোমা মিলে জগতের পতি,
সে পথ ছাড়িয়া খুঁজে তোমা নর কূটতর্কেতে অতি।
ছাগ ও মহিষ বলি দেয় কত তোমার তৃপ্তি তরে,
রিপু-বলিদানে তোমার তৃপ্তি নাহি বুঝে অন্তরে।

আঁধার

দিনের আলো নিব্‌ছে ধীরে
আঁধার নেমে আসে।
সারা সকাল দুপুর বেলা
কাট্‌ল আমার ক'রে খেলা
যাবার এখন হ'ল বেলা
পারের তরী আসে,
কাজের হিসাব দিব কিবা
জীবন-স্বামি পাশে!

কাব্যগুচ্ছ

দ্বিতীয় খণ্ড

শেফালি

মালতী

কহ্লার

সহধর্ম্মিণী

শ্রীমতী শান্তিবালা দেবীর

করকমলে

শেফালি

কবি

কেমন ক্ষ্যাপা সে এক রুখু রুখু কেশ,
নাই কোন সাজসজ্জা বিশৃঙ্খল বেশ।
কিবা ভাবে কিবা বকে কি তার লেখন
সেই জানে, নাহি জানে কেহ তার মন।
অরুণ-উদয়-শোভা হেরে সে প্রান্তরে,
নিশীথে তারার হার বিলোকন করে।
তটিনীর কলতান বিহগের গান
পুলক আবেশে মেতে তোলে তার প্রাণ।
বসুধার শোভা আঁকা হিয়াপটে তার,
ব'লে সেই পারে দিতে মনে ভাব যার।
ক্ষ্যাপা তারে কহে সবে, প্রভাবে তাহার
হয় সৃষ্ট অপরূপ জগৎ মায়ার।
জগৎ ছাড়া সে যেন ভাব উদাসীন,
তবু জগতের হিত চিন্তা নিশিদিন।

বিকাশ

বীজ ছিল মাটিতলে 'বাহিরিয়া আয়'
কহিল তাহার কাণে রোদ বৃষ্টি বায়;
মেলিল ধীরে সে বাহু মুখানি মোহন,
ছাইল শ্যামল শোভা বসুধা-অঙ্গন।

ইচ্ছারূপে ছিল শিশু গোপন হিয়ায়,
কহিল জগতে সবে 'বের হ'য়ে আয়' ;
মেলিল শিশুটি তার মুখানি মোহন,
মধুর পুলকাবেশে ভরিল ভুবন।

নববর্ষ

অনন্ত কালের গর্ভে একটি বরষ
ডুবে গেল, সাথে কত বিষাদ হরষ
হাসি অশ্রু চিরতরে হইল বিলীন,
কারো ভাগ্য সুপ্রসন্ন কেহ ভাগ্যহীন।
সরিৎ-স্রোতের ন্যায় কাল বেগে ধায়,
কোন কূল গড়ে কোন কূল ভেঙ্গে হায়।
কাহারো হিয়াটি গেছে ভেঙ্গে চিরতরে,
নবীন পুলকে কারো হিয়াখানি ভরে।
ভাঙ্গা-গড়া-উঠা-পড়া নীতি তন,
বিচলিত নয় তায় সুধীজন-মন।
যা' গেছে তা' গেছে চ'লে আসিবে না ফিরে,
কি হবে বিগত কথা ভাবি' আঁখিনীরে ?
নবীন বরষ আসে নবীন জীবন
নবীন হরষে লহ করিয়া বরণ।

তুলনা

গরীব মজুর কুটীরে বসিয়া ভাবে "দুই বেলা খাটি,
গায়ের রক্ত জল হয় তবু অভাব যায়না কাটি'।

বিরাট প্রাসাদে ব'সে আছে রাজা খাটনি তাহার নাই,
সুখ তার কত বিধির বিচার একি যে বুঝিনা তাই।"
আপনি প্রাসাদে বসি ভাবে রাজা "মজুর খাটিয়া খায়,
দেহে মনে তার সুখ যাহা আছে মন না প্রাসাদে পায়।
কৃত্রিম জীবন রাজ্য-ভাবনা লাগিয়া সর্ব্বদাই,
বোঝা ঘাড় হ'তে নামিলে পুলকে চলিতে ফিরিতে পাই।"

স্নেহলতা

স্নেহের তনয়া পিতামাতা তাই রাখে নাম 'স্নেহলতা,'
দর্শনে তার জুড়াত জনক-জননী-হিয়ার ব্যথা।
শৈশব হ'তে পেলেছিল তারে সমাদরে সযতনে
ভাল বর সনে দিবে বিয়ে সাধ ছিল সদা চাপা মনে।
বিয়ের বয়স হইল যখন খুঁজিল কতই বর,
ভাল বর মিলে কিন্তু সবে চায় পণ অতি গুরুতর।
বিত্ত জোটেনা ভেবে ভেবে পিতা আকুল পাগল প্রায়;
কন্যার গতি হবে কি যে তাই ভাবিয়া কূল না পায়।
বরের জনক প্রায় অমানুষ হৃদয় বলিতে নাই;
ছেলে বিয়ে দিয়ে কত লাভ হ'বে ভাবনা সর্ব্বদাই।
বিত্ত-চিন্তা বঙ্গ-যুবক-অন্তরে সঞ্চরে,
ভাবে কি সে পাবে উদ্বাহ-রূপ বিরাট-বিজয় ক'রে।
চিন্তাশীর্ণ জনকের দশা হেরিয়া আঁখির 'পরে
স্নেহলতা ভাবে "আমার লাগিয়া জনক যায় যে ম'রে।
খা'য়া দা'য়া গেছে চোখে নিদ্ নাই না পেয়ে অর্থ কোথা,
নারীর জনম বৃথাই তাহার লাগিয়া জনক-ব্যথা।

এ পরাণ আর রেখে কি করিব পিতার স্কন্ধে ভার
হ'য়ার চাইতে যমের ভবনে যা'য়া ভাল শতবার।"
কেরোসিন তেলে তারপর বালা তিতিয়া বসনখান
কি যে করেছিল সুবিদিত তাহা স্মরিতে শিহরে প্রাণ।

* * * * *

হৃদয়বিহীন পিশাচের মত যেথায় মানুষ সবে
বিচিত্র নহে নিদারুণ হেন ঘটনা সেথায় হবে।
অবলা পাইয়া নারীরে আমরা রেখেছি চরণে দলি',
নারী-প্রতি সহ-অনুভূতি-কথা শুধুই মুখেতে বলি!

গুপ্তদান

বিদ্যাসাগর কাছারীতে কাজে গিয়াছিল একদিন,
সেথা যেয়ে শুনে সকলেই ভণে বিপ্র অতীব দীন
জমিজমা বাড়ী হারাবে সকলি সেইদিন মামলায়,
মহাজন এক লইবে তাহার সকলি ঋণের দায়।
জমিজমা বাড়ী গেলে পরিবার ল'য়ে সে কেমনে র'বে?
দীন ব্রাহ্মণ দিন চলা তার দুরূহ অতীব হ'বে।
শুনিয়া সে কথা পরাণেতে ব্যথা পাইল দীনের সখা,
কত ঋণ শুনি' বিপ্র-উকীল সকাশে করিল দেখা॥
"বামুনের এই ঋণের টাকাটি কাছারীতে জমা কর।"
"নাম আপনার জানিতে কি পারি?" সাগর নিরুত্তর॥
বামুনের ঋণ পরিশোধ করি' সাগর চলিয়া যায়,
মহাজন কোন্ উদ্ধারিল তায় বামুন ভাবি' না পায়।

শ্রমের মর্য্যাদা

লৌহ-শকটে তৃতীয় শ্রেণীতে বিদ্যাসাগর যায়,
সৌখীন যুবা ছিল একজন বসি' সেই কামরায়।
যেথায় সাগর নামিবে সেথায় নামিল সে যুবজন।
ব্যাগ ছিল সাথে "কুলি" "কুলি" ডাক করিল সে উচ্চারণ।
সামান্য এক ব্যাগ অনায়াসে হাতে সে লইতে পারে।
অপমান-বোধে "কুলি" "কুলি" বলি' হাঁকিল সে বারে বারে॥
সাগর কহিল "কি তব জিনিষ দাও আমি বহি' নিব"।
যুবক কহিল "ব্যাগ লয়ে এস বক্‌শিস্ ঠিক্ দিব"॥
ষ্টেশন সমীপে নিবাস তাহার পঁহুছিল দু'হু গিয়ে।
যুবা ঘরে গেল সাগর ফিরিল বক্‌শিস্ নাহি নিয়ে॥
ঘরের বাহিরে যুবা আসি' পুনঃ করিল সন্ধান তার,
পাইল না তারে খুঁজিয়া জানিল সেই বিদ্যা-পারাবার।
লজ্জায় তার মাথা হ'ল হেঁট করিল শপথ আর,
করিবে না সেই দ্বিধা করিবারে কাজ কভু আপনার।

সৎসাহস

বাংলার সেরা কলেজে একদা সাগর গেছিল কাজে,
হেরিল শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ বসিয়া একটি ঘরের মাঝে।
চরণ দু'খানি টেবিলে ছড়ান না বলি বসিতে তায়,
কথায় তাহার উত্তর দিল বুকভরা গরিমায়।
"পরাধীন বলি' হেন আচরণ করিল সে মোর সনে।"
ভাবিয়া সাগর আপন কলেজে আসিল ক্ষুব্ধ মনে॥
কিছুদিন পরে কলেজে তাহার শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ যায়,
পা' মেলে বাক্য কহিল সাগর না বলি' বসিতে তায়।

রাগে গর্ গর্ করি গোরা যেয়ে উপরে নালিশ করে,
বিদ্যাসাগর দু'দিন ঘটনা জানায় বিবৃত ক'রে।
"ব্যাভার তাহার হেরে ভেবেছিনু এই ভদ্র আচরণ ;
যেমন দেখেছি তেমন শিখেছি দোষ মোর নাই কোন" ;
অভিযোগে কোন হইল না ফল অচল অটল ধীর,
সাগর পরাণ সঁপিতে পারিত নারিত নোয়াতে শির।

অসামঞ্জস্য

বৃদ্ধ অধ্যাপক নবীনা বালিকা বধূরে আনিল ব'রে।
প্রিয়তম তার শিষ্যে দেখাতে আহ্বানিল ঈশ্বরে ॥
থুরথুর বুড়ো কখন মরিবে ঠিকানা তাহার নাই।
নবীনা বালার তার সনে বিয়ে কি বালাই হায় ছাই !
বালিকার পানে চাহিতে সাগর-চক্ষে আসিল জল।
"ওকি কর হায় !" কহে অধ্যাপক "হবে যে অমঙ্গল ॥"
নয়নের জল ফেলিতে ফেলিতে সাগর আসিল চ'লে।
"বালা-বধ হেন করিতে কি আছে ?" শুধু মনে মনে বলে ॥

হাহাকার

মরত ছাড়িয়া অমর আলয়ে চলিল দেবতা নরে,
অনাথ আতুর যে যেথায় ছিল হাহাকার করি মরে।
যাহা যে যখন সদনে তাহার চেয়েছে পেয়েছে তাই,
ধনী মানী কত রয়েছে এমন বিপদে বন্ধু নাই।
দীন দুঃস্থ সব ফেলে অশ্রুজল অনাথা অবলা কাঁদে,
অনাথা দুর্দ্দশা দূরিতে কে হেন বরি' নিবে পরমাদে ?

দীন বালকের শিক্ষার তরে কে আর করিবে দান ?
অন্নহীনেরে অন্ন বিতরি আর কে রাখিবে প্রাণ ?
কন্যাদায় হ'তে পিতায় অর্থে রক্ষিবে কে মহাজন ?
ইতর ভদ্র অভাবে পড়িলে তরিবে কে মহাত্মন্ ?
পুত্রকন্যা যত কাঁদে তার বাড়া কাঁদে দুঃখী দীন,
পরম বন্ধু ছিল তাহাদের হ'ল তারা বন্ধুহীন।
যুগযুগান্তে মহাপ্রাণ হেন আসে এ অবনী 'পরে।
ধন্য বঙ্গ বিদ্যা-করুণা-সাগরে বক্ষে ধরে॥

ভৃত্য

মুঙ্গের জেলায় ঘর স্বদেশ ছাড়িয়া
জীবিকা অর্জ্জন করে এদেশে আসিয়া।
গৃহকর্ম্ম যত করে করিয়া যতন,
ভালবাসে তায় অতি গেহে শিশুগণ।
বেতন ছয়টি টাকা মাসের শেষেতে
ডাকযোগে সব টাকা পাঠায় দেশেতে।
রয়েছে গৃহিণী তার দেশের কুটীরে
লইয়া দুহিতাটিরে, আঁখি ভরে নীরে
যখনি দুহিতা-মুখ জাগে হিয়া-কোণে,
গৃহিনীর কথা ভাবে বসিয়া বিজনে।
মাঝে মাঝে স্বপনে সে করে নিরীখণ,
ভুট্টা-ক্ষেত লতা-পাতা-ঢাকা নিকেতন,
বাঁশের মাচান দূরে চরে গাভীগণ,
টুটিলে স্বপন তার নুয়ে পড়ে মন।

রামধনু

হয়েছে পশলা বৃষ্টি, প্রান্তরে ভ্রমিতে
হেরিনু গগন পানে চাহিয়া চকিতে
রামধনু মেঘগাত্রে দিগন্ত জুড়িয়া
শ্বেত রক্ত সপ্ত রঙে গঠিত মিশিয়া।
কি মোহিনী মায়া রঙে রঙেতে মিলিয়া!
কবিতার সৃষ্টি ভাবে ভাবেতে মিশিয়া
যেমতি তেমতি ইহা—বধূ দিগঙ্গনা
শোভে যেন পরি' এক রঙের ওড়না

ক্ষুদ্র

বসুধার বক্ষ ভেদি' মস্তক তুলিয়া
বৃক্ষরূপে বীজ দেয় ছায়া বিলাইয়া।
শাখে শাখে শোভে ফুল ফল বিমোহন,
ছায়াতলে বসে আসি পথিক সুজন।
ক্ষুদ্র হ'য়ে জন্ম তথা লভি' কত নর
দেহমনে পরিশ্রম করি' নিরন্তর
মাথা তোলে, সাধে কত পরের কল্যাণ,
ছায়াতল লভি' তার ধন্য কত প্রাণ।

বাংলামার রূপ

লৌহের শকটে চলি—বর্ত্ম দুই পাশে
সবুজ শস্যের ক্ষেত্ররাজি রৌদ্রে হাসে
কৃষকেরা কাজ করে রাখালেরা গায়,
বিহগ বিহগী উড়ে' উড়ে' চ'রে খায়।

কোনখানে গাছে ঢাকা পল্লী মনোহর,
লতা-ছা'য়া কৃষকের কুটীরনিকর।
করিছে সিনান কোথা পল্লীবধূগণ,
হয় কত সুখ দুখ-কথা আলাপন।
কুটীরের বাতায়ন হ'তে কোথা বালা
মু'খানি বাড়ায়—রূপে তার দিক্ আলা।
কোথাও বা ক্ষুদ্র নালা তটিনী কোথায়,
মাঝিগণ গান গেয়ে তরী বেয়ে যায়।
কোথাও দিগন্তে গেছে প্রান্তর মিশিয়া,
বাংলামার রূপ হেরি নয়ন ভরিয়া।

হার্ডিঞ্জ ব্রীজ হইতে পদ্মা

প্রভাতে নিশীথে হেথা বিকাল সন্ধ্যায়
কত দিন হেরিয়াছি হে পদ্মা তোমায়।
তরলিত তনুলতা দিগন্তে ছড়ায়ে
পড়িয়াছে, আভা গেছে আকাশে মিলায়ে
কুলু কুলু কুলু গাথা গাহি' নিরন্তর
বিদরি' পাষাণ হিয়া বনানী প্রান্তর
ছুটিয়া চলেছ তুমি, চাঁদিমা তপন
মায়াজাল বুকে তব করে বিসৃজন।
আলোছায়া চিকিমিকি বুকেতে কোথায়,
জেলে ডিঙ্গি তরী কোথা ভাসিয়া বেড়ায়।
গাছপালা খোলা মাঠ শোভে কোথা তীরে,
কূল কোথা ভেঙ্গে গেছে বেগবাহী নীরে
মানস প্রতিমা তুমি অয়ি কল্লোলিনি!
বাসনা তোমার মত অনন্ত-শায়িনী

আশা

অধরে অমিয় হাস
বদনে মধুর ভাষ
ব্যথিতে তাপিতে ঢালে সুধা-সঞ্জীবনী,
মোহিনী মায়ার বলে
নিখিল জগৎ চলে
আছে সেই বাসযোগ্যা তাই এ ধরণী।
জ্যোতিঃকণা নিরীখণ
করিয়া পথিক জন
যেমতি আঁধারে ঘন যায় পথ ধরি'।
সে মোহিনী-মুখে হাসি
হেরিয়া জগৎবাসী
তেমতি সংসার-পথে যায় আগুসরি'॥
মহাসুখ পারাবারে
কুহকিনী ফেলে কারে
কাহারে ডুবায় পুনঃ অতলের তলে।
সুধামাখা তার হাসি
উঠে যবে পরকাশি'
না পারি রহিতে স্থির ধেয়ে সবে চলে॥

চাষা

সব চেয়ে খাঁটি কাজ যে জগতে করে
সর্ব্বমুখে অন্ন দেয় নিজ শ্রম ভরে
সেই হেয়, ঘৃণামাখা অভিধান তার,
আসন তাহার নীচে জগতে সবার!

কথা বেচে খায় যেই করে অনুখণ
সত্যতে মিথ্যাতে যোগ-বিযোগ-সাধন,
বরণীয় সেই ভবে সেবে সবে তারে,
সত্য শ্রদ্ধাপাত্র যেই ঘৃণিত সংসারে।

গুরুম'শায়

কাদার দেওয়াল উচ্চ উপরেতে টিন,
সেথা শিক্ষা দেন গুরুম'শায় প্রবীণ।
চেহারা বিশীর্ণ অর্দ্ধ পাকা চুলগুলি,
তামাকের ঘ্রাণে হর্ষে হিয়া উঠে দুলি'
হস্তলিপি শিক্ষা দেন শিখান বানান,
ইতিহাস সাহিত্য ও ভূগোল পড়ান।
গণিত শেখান মাঝে মাঝে নিদ্রা যান,
ভুল যদি করে ছাত্র পাঁচনি বসান।
হেরিলে তাঁহারে ডরে বালক শিহরে,
কথা তাঁর সনে কয় অতি শ্রদ্ধাভরে।
সামান্য বেতন তাঁর—ফসল সময়,
বালকের পিতা দেয় শস্য যাহা হয়।
কোন মতে দিন চলে, ছাত্রের কল্যাণ,
নিয়তই একমাত্র তাঁর জপ ধ্যান।

শিক্ষক

যে মহান্ ব্রত তুমি করেছ গ্রহণ,
হে সাধক করি' যাও নীরবে সাধন।
অজ্ঞতায় সমাবৃত সোনার ভারত,
নিরক্ষর নারীনর কোটী কোটী কত!
নব নব জ্ঞান দেশে কর বিতরণ,
মৃত দেহে হোক্ পুনঃ প্রাণ সঞ্চরণ।
সাহিত্য বিজ্ঞান-চর্চ্চা করি যুবগণ,
ললিত কলায় করি জ্ঞান আহরণ
জন্মভূমি মুখ সবে করুক উজল,
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তব দেশের মঙ্গল।
দারিদ্র্য তোমায় জানি চির সহচর
অভাব তাড়না আছে লেগে নিরন্তর।
প্রতিকার পার কর, কিন্তু রেখ মনে
তব পুরস্কার দেশ-উন্নতি-সাধনে।

সান্ত্বনা

গেছে চলি' প্রিয়জন! করো না ক্রন্দন,
জন্ম মৃত্যু জগতের নীতি চিরন্তন।
ফুটিলে গোলাপ পুনঃ পড়িবে ঝরিয়া,
বসন্তের রূপলাস্য যাইবে মুছিয়া।
হাসিহাসি মুখ যার অনিন্দ্য সুন্দর,
প্রজ্ঞাবলে বরণীয় অবনী ভিতর,

প্রতাপে যাহার কাঁপে নিখিল ধরণী,
কাল পূর্ণ হ'লে যাবে সে জন এমনি।
দম্ভ প্রতিপত্তি যায় ধূলিতে মিশিয়া,
প্রেম যারে চায় বুকে রাখিতে ধরিয়া
ফাঁকি দিয়ে যায় চ'লে—বিফল ক্রন্দন,
বিফল দীরঘ শ্বাস অশ্রু-বরিষণ।
গেছে যে সে গেছে চির কাঁদিওনা আর,
ক্ষুব্ধ হিয়া শান্ত কর মুছ অশ্রুধার

সর্ব্বনাশ

ভাই ভাই মাঝে মহাগণ্ডগোল তুই কাঠা জমি নিয়ে,
বড় ভাই বলে "কিনেছি আমি তা' আপনার টাকা দিয়ে।"
ছোট ভাই বলে, "পিতার অর্থে কেনা ওই জমিখান,
একা তুমি ভোগ করিবে কেন তা' অর্দ্ধ না করি' দান ?"
তুই জন রোখা, পাড়াপড়শীরা নিকট আত্মীয় যত
গোলমাল সেই নারিল মিটাতে আয়াস করিয়া কত !
মুনসেফ জজ বড় জজ কাছে তুমুল মামলা হ'ল,
সলিলের মত তুইটি ভায়ের অর্থ ভাসিয়া গেল।
উকীল মুহুরী কেরাণীর দল লুটি' নিল তুই জনে ;
সমভাবে ভাগ হাইকোর্ট হ'তে করে দিল শেষক্ষণে।
জেদের বশেতে তুইটী ভায়ের হয়েছে সর্ব্বনাশ,
মামলার ঋণে যা' আছে দোঁহার সকলি করিবে গ্রাস।
ক্ষুদ্র কারণে সহোদর তুই কলহ করিয়া মরে,
তপ্ত তাদের হৃদয়-শোণিত অপরে পুষ্ট করে।

অতিথি-সেবা

দূর পথে যেতে ক্লিষ্টক্লান্ত প্রখর রৌদ্রকরে,
দীনের কুটীরে বিশ্রাম তরে উঠিনু দ্বিপ্রহরে।
গৃহীর পুত্র শয্যা বিছায়ে যতনে বাতাস করে,
সুস্থির হ'লে পাদ্য আনিল চরণ ধোয়ার তরে।
গৃহী এসে কয় বিনীত কণ্ঠে "দীন আমরা তাই,
দীনের অতিথি হইতে কহিতে মনে না সাহস পাই।
মহোদয়ে হেন সেবিতে পারিলে ধন্য গণিব মোরে,
অশুভ হইবে অভুক্ত অতিথি গেলে এ দ্বিপ্রহরে।"
আদর যতন হেরিয়া তাহার শুনিয়া কাতর বাণী
অতিথি হইনু ভাল যাহা কিছু মিলে সে গ্রামে তা' আনি',
আহারের মোর আয়োজন তারা করিল যতন সনে,
আহারে বসিলে পাখা দিয়ে দেয় বাতাস পুত্রগণে।
যে অবধি আমি অভুক্ত ছিনু গেহের সকল জন,
অভুক্ত রহিয়া সেবার আমার করেছিল আয়োজন।
আহারাদি মোর সমাপন হ'লে শয়নের আয়োজন
করি' দিল তারা বিশ্রাম করি' চলিনু পথেতে পুন।
আসিবার কালে দুইটি মুদ্রা গৃহীর পুত্রগণে
মিষ্টান্ন-ভোজনে দিতে গেনু গৃহী বাধা দিয়ে মোরে ভণে,
"অতীব ধন্য গণি আজ মোরে সুজন এমন পেয়ে
যোগ্য আদর করিতে পারিনি ক্ষোভ তাই এ হৃদয়ে।"
ধনীর অতিথি হয়েছি সেথায় নাহি হেন সমাদর,
কতদিন সেই ঘটনা ঘটেছে স্মৃতি জাগে হিয়া'পর।

ব্যভিচার

বাণীর পূজায় ভট্টাচার্য্য-নিকেতনে
সমবেত ছেলেমেয়ে মন্দির-অঙ্গনে।
বাণীর মূরতি শোভে মন্দির-ভিতরে
ছেলে মেয়ে কাছে যেয়ে নিরীক্ষণ করে।
নমঃশূদ্র পুত্র অন্য বালকের সনে
ঢুকিল বাণীর মূর্ত্তি দর্শন কারণে।
না ছিল খেয়াল তার পুলক আবেশে
নাহি তার অধিকার মন্দির প্রবেশে।
মন্দিরে হেরিয়া তারে পুরুত'মশায়
হাঁকিল "মন্দিরে নমঃশূদ্র ধর্ম্ম যায়।"
সামান্য বালকমাত্র, ওই পরিবারে
ছিল যারা উপস্থিত প্রহারিল তারে।
পিতায় তাহার ডাকি' গৃহস্বামী কয়,
"পুত্রের তোমার কম স্পর্দ্ধা ত' নয়।
হেন আচরণ যদি হেরি আর-বার,
ঘর-বাড়ী সব তব হবে ছারখার।"
নমঃশূদ্র পুত্র লয়ে গৃহপানে যায়
মরিতে পারিলে বুঝি পরাশান্তি পায়।
কহে "কচি ছেলে প্রতি হেন অত্যাচার,
ধর্ম্ম এরে নাহি কহে এযে ব্যভিচার।
হিন্দুকুলে রহিয়াছি দোষ তাই এত,
ধর্ম্মান্তর নিলে হেন আচার না হ'ত।"

বসুন্ধরা

আলো-শোভা-গীতি-ভরা
শোভাময়ী বসুন্ধরা
প্রেম প্রীতি দিয়ে ভরা মানব-হৃদয়।
এত শোভা এত হাসি
এত ভালবাসাবাসি
ছাড়িতে কাহারো মনে সাধ নাহি হয়॥
দুখ আছে ধরণীতে
ব্যথা কত হিয়াটিতে
তবু স্নেহমাখা এই ধরণীর ক্রোড়
কেহ না ছাড়িতে চায়
ফিরে ফিরে পিছে চায়
মরণের আগে দুটি আঁখি লয়ে লোর।

মালতী

পল্লীবধূ

অলক দোলে মৃদুল বায়,
সিন্দুর-টীপ্ ললাটে ভায়—
হরিণী-নয়ন দুটি জ্বলে,
বকুল-হারটি শোভে গলে—
মুখানি-মাখা অমিয়-হাসি
পরাণভরা পুলক-রাশি—
কুন্দ মালতী কর্ণে দোলে,
পিক কুহর যেন গো বোলে·
চরণে নুপুর রিনি ধ্বনি,
মধুর-লাজ-ভরা চাহনি—
বিরাম নাহি গৃহকাজে,
বেড়ায় ছুটি' সকাল সাঁঝে—
রূপেতে আলো গৃহখানি,
গুণে মুগধ সকল প্রাণী—
সরলা বালা পল্লীবধূ,
হৃদয় ভরা কতই মধু!
চাঁদের হাসি ধরণী'পরে,
যেন গো লুটে পুলকভরে।

কলসী-কাঁখে

কলসী কাঁখে সলিল-তরে
চলেছে বালা পুলক ভরে,
অলক দোলে মলয় বায়
বিহগ যত দুধারে গায়।
রূপেতে তার পথটি আলো,
পড়িছে ঝ'রে কুসুম-কুল।
চরণে মৃদু রিণিকি-ধ্বনি,
কাঁকন বাজিছে কনকনি।
জড়াতে পদ মাধবী-লতা
দেখায় কতই আকুলতা।
মরাল-গামিনী বাপী-তীরে,
পঁহুছি' রূপ নেহারে নীরে।
দীঘির জল নিথর কালো,
মুখানি বড় লাগিল ভালো।
থির নয়নে চাহি অধরে
কাহার কথা স্মরণ করে?
পিকের রবে লভি চেতন
কলসী করি' নীরে পূরণ—
ত্বরিত পদে গেহেতে যায়,
পুলকে সবে দুধারে চায়!

নাগরিকা

অধরে শ্বেত পাউডার
অঙ্গে আতর লেভেণ্ডার
চশমা চোখে পাদুকা-পায়
গমকে গরবে ধেয়ে যায়।
সুস্মিতা ভূষিতা দেহক্ষীণা
বাক্‌চতুরা সরমহীনা
নাগরিকা কিংশুকফুল,
পল্লীবধূর নহেক তুল

ফুলরাণী

১

ক্ষুদ্র একটী বালা।
কুসুম চয়ন করে নিতি নিতি
দিক্‌টি করিয়া আলা।

শিশির-সিক্ত শষ্প দলিয়া
হস্তে ফুলের সাজিটি বহিয়া
গেহ হতে গেহ ছুটিয়া ছুটিয়া
তুলে ফুল রাশি রাশি।

জবা শেফালিকা মল্লিকা মালতী
কুন্দ গোলাপ বিমোহন অতি
তুলে সাজি ভরি' নাহিক বিরতি
অধরে অমিয় হাসি॥

দুয়ারের মোর পাশ দিয়ে যায়
সহাস বদনে ফিরে ফিরে চায়
সাজিটি হইতে কুসুম ছড়ায়
আমার মেজের 'পরে।

আমি বলি "বালা না চাহিতে কেন
ফুল প্রতিদিন দিস্ তুই হেন ?"
"ফুল ভালবাস তুমি তাই জেন
দিই প্রীত অন্তরে॥"

২

প্রতিবেশিনীর মেয়ে।
কুসুম-চয়ন করি' নিতি নিতি
বেছে মোরে যায় দিয়ে।

একদিন আমি বালারে ডাকিয়া
ভাল ভাল ছবি যা' দিনু বাছিয়া
বালা গেল চলি' হৃষ্ট হইয়া
হাসিয়া ফুলের হাসি।

দু'দিন প্রভাতে নাহি আসে বালা
দিক্‌টি করিয়া রূপে তার আলা
না গাহে বিহগী হইয়া উতলা
হেরিয়া সে রূপরাশি॥

পরদিন প্রতিবেশিনীর দ্বারে
যেয়ে শুনি বালা মরণ-দুয়ারে,
নিদারুণ ব্যাধি ! বকিছে বিকারে
কি তার অর্থ নাই।

আমি বলিলাম "কি বলিস্ ফুলি" ?
ধীরে ধীরে বালা চাহে মুখ তুলি'
কহে "দাদা রহ আনি ফুল তুলি' "
আবার সংজ্ঞা নাই ॥

৩

শ্রেষ্ঠ ভিষক্ যত
পরাণ তাহার বাঁচাতে প্রয়াস
করিল সাধ্যমত।

কে পারে খণ্ডিতে বিধির লিখন
চিরতরে বালা মুদিল নয়ন
প্রতি গৃহ হতে হৃদয়-রতন
কুসুম হরণ করি'।

শবাধার তার দিনু সাজাইয়া
ফুলরাণী ফুলে আবৃত করিয়া
লয়ে গেল সবে শ্মশানে বহিয়া
হুতাশন দিল ধরি' ॥

নবম বরষ মাত্র বয়স
হিয়াখানি ছিল সদাই সরস
কুসুম-চয়নে কত যে হরষ
না হয় তুলন তার।

কুসুমের মত সুধাহাসি হেসে
ফুল আর বালা নাহি দেয় এসে
গেছে চলি সেই কুসুমের দেশে
এ হিয়া অন্ধকার ॥

অনন্ত মিলন

আকাশ ধরণী মধুর মিলন,
প্রেমিকা প্রেমিকে যেন আলিঙ্গন।
ধরণীরে আছে আকাশ ঘিরিয়া
আকাশেরে আছে ধরণী ধরিয়া।
আকাশের শোভা হেরিছে ধরণী
আকাশ হেরিছে ধরার লাবণি।
যুগ যুগ ধরি' এ মধু মিলন,
অনন্ত প্রণয়—অনন্ত চুম্বন।

হৃদয়েশ্বর

কে আছে দাসীর আর তুমি সরবস্ব তার
তুমি তার হিয়ার রতন।
সোহাগে গরবে তব সোহাগ গরব তার
তোমা ছাড়া আঁধার ভুবন॥
নন্দন নরক তার তোমার বিহনে নাথ
তোমা সনে নরক নন্দন।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি পরাগতি তার
তোমা বিনে বিফল জীবন॥
ছায়া সম সাথে সাথে জনমে জনমে দাসী
রহে হিয়া অভিলাষ তার।
হৃদয়ে হৃদয়েশ্বর পিরীতি কুসুমাঞ্জলি
নিতি দাসী দিবে উপহার॥

প্রিয়ার বেদন

এমন মধুর রাতি
বিমল জ্যোছনা-ভাতি
কোকিল পঞ্চমে গায়।
নদী বয় কুল্ কুল্
শাখে শাখে শোভে ফুল
সৌরভ মাখি' বয় বায়॥
প্রাণপ্রিয় তুমি কোথা
এমন যামিনী বৃথা
বৃথা এ জীবন যৌবন।
হিয়া-নিধি এ হিয়ায়
নাহি যদি দাসী পায়
তবে তার শ্রেয় মরণ॥

আয়

আসিবি কি হৃদি-রাণি?
আয় আয় আয়।
দু'জনে মিলিব আজ
চারু চাঁদিমায়।
আসিবি কি আদরিণি?
আয় আয় আয়।
পুলকে প্রাণের কথা
কব দুজনায়॥
আসিবি কি সুহাসিনি?
আয় আয় আয়।

হাসি ভরা মুখ তোর
ভরাব চুমায় ॥
গাহিছে পাপিয়া রাণী
নদী কুলু গায় ।
র'ব একা কোন মতে
আয় রাণি ! আয় ॥
মধুর মাধবী রাতে
হিয়ায় হিয়ায়
মিলিব ছ্'জনে রাণি !
আয় আয় আয় ।

গৃহলক্ষ্মী

নাই সেই কলহাসি সেই চপলতা
সে চোরা-চাহনি সেই হিয়া-আকুলতা.
সেই ছু'টে ছু'টে আসা মধু আলাপন
হিয়ায় হিয়ায় সেই মধুর মিলন ।
যুবতী হয়েছে এবে শিশুর জননী,
গেহকাজে রত সদা ঘরের ঘরণী ।
যতন শিশুর প্রতি গৃহকাজে মন,
চালায় সে গেহ কাজ করি' সমাপন ।
যে প্রেমের মাঝে ছিল বাসন্তী মাধুরী
শরতের স্নিগ্ধ শান্তি এবে তাহা পূরি' ।
চপলতা-হীন প্রেম এবে গাঢ়তর
অনন্ত কল্যাণ কাজে ব্যক্ত নিরন্তর ।

শিশুসনে

কচিমুখে সুধাহাসি মধুর মোহন,
ছুটাছুটি করে সদা পুলক-মগন,
ক্ষুদ্র এক শিশু লয়ে কত রসিকতা !
দম্পতির শিশু লাগি' কত আকুলতা !
খণে পতি লয় কোলে জায়া লয় খণে,—
চুমে তার হাসিমাখা মধুর বদনে।
চোখের আড়াল যদি শিশু ক্ষণে হয়,
বিষাদকালিমা ছায় দুইটী হৃদয়।
কাছে সদা রাখে শিশু, হিয়ার মাঝার
অঙ্কিত সতত তার বয়ান সোনার।
হাসে ভাষে ঝরে তার অমিয়-নিঝর,
পুলক নিয়েছে যেন মূরতি সুন্দর।
বাৎসল্য মধুর রস—দম্পতির হিয়া
গাঢ়তর প্রেমে সদা উঠে উছলিয়া।

কবির স্বর্গ

চঞ্চল বায় অঞ্চল দোলে
অমিয়হাসিটি অধরে উছলে
সঙ্গীত ফুটে চরণের তলে
কণ্ঠে অমিয়বাণী।
হাসিতে তাহার দিক্ আলোকিত
মধুর ভাষণে গেহ মুখরিত
কবি চেয়ে রহে ভাবে উলসিত
হেরে সে আননখানি॥

আলো শতদল গেহ-সরোবরে ?
পিকরাণী-গীতি-সুধা ধারা ঝরে ?
কবি মাঝে মাঝে ভাবে বিস্ময়ে
হেরিয়া পরাণ-প্রিয়া।
মনে মনে কয় "স্বরগ কি ঠাঁই,
নাহি জানি নাহি জানিবারে চাই
দেবী হেন ভালবাসিবারে পাই
যদি এ হিয়াটি দিয়া" ॥
দীনের কুটীরে ফুটে যেই ফুল
নন্দন কুসুম নহে তার তুল
দীন গেহে কবি রতন অতুল
পাইয়া ধন্য গণে।
স্বরগের সুধা মাখান বয়ান
এক দৃষ্টে হেরে মেলিয়া নয়ান
মরত ছাড়িয়া স্বরগে প্রয়াণ
করে সে আপন মনে।

বিদায়

বিদায়ের ক্ষণ

অশ্রুভরা গৃহিনীর যুগল নয়ন।
বহুদিন পরে দেখা পরাণের কথা
বলাবলি নাহি হ'তে যা'য়ার ব্যস্ততা।
কতদিন পরে শিশু জনকেরে তার
পাইয়াছে স্নেহভরা হিয়ার মাঝার।

বলিয়াছে কত কথা শুনিয়াছে কত,
তবু যেন কত কথা আছে অব্যকত।
শিশু যাবে পিতৃসাথে, নিষেধ করিলে
সোনার মুখানি তিতে নয়ন-সলিলে।
বিদায়ের খণে ব্যথা-অভিভূত চিত,
বিদায় লইতে তবু হ'বে সুনিশ্চিত।
শিশুটির স্নেহপাশ এড়ায়ে কৌশলে,
গৃহিনীরে বিদায়ের বাণীটুকু ব'লে
আসে কবি—স্নেহমাখা দুইটি বয়ান
হিয়াপটে জাগি' করে বিয়াকুল প্রাণ।
নদী বহে পাখী গাহে শস্যক্ষেত্র হাসে,
তার মাঝে মরমেতে দুটি মূর্ত্তি ভাসে।

স্বপন

স্বপনে হেরিতে চাই আকাশের তারা,
অনন্ত বিক্ষুব্ধ সিন্ধু কূল সীমা-হারা,
সুনীল-গগন-চুম্বী গিরির শিখর
কলতানে বহে বুকে যাহার নির্ঝর,
সবুজ বনের বুকে আলো-ছায়া-খেলা
ফুল ফুটে পাখী গাহে যেথা দুই বেলা,
শ্যামল প্রান্তর-বুকে রজতের ধারা
কুলুস্বরে হয় যাহা অসীমেতে হারা,
পল্লীগ্রাম উষা-সন্ধ্যা-সুষমা মোহন
নানান্ দেশের শোভা নয়ন-হরণ,

জনক-জননী-মুখ স্নেহ-সুকোমল,
ছোট ছোট প্রিয়মুখ মধুর উজল,
পরাণের সখা যত হৃদয়ের রাণী
হেরিবারে চাই তার সুধাহাসিখানি।

যাত্রী

গহন বনপথ আঁধার-ঢাকা,
পথিক চলে এক পথটি বাঁকা ;
অধরে কালো ছায়া ব্যথা হিয়ায়,
একা আনমনে পথ সে বাহি' যায়।
দেবী-মূরতি তুমি পাশেতে তার
দাঁড়ালে কে ও লয়ে আলোক-ধার,
অধরে হাসিকণা পিরীতি বুকে
জীবন-সঙ্গিনী সুখে ও দুখে ?
আঁধার যত ছিল সকলি টুটে
মধুর আলোকণা উঠিল ফুটে,
বিষাদ-কালো-ছায়া সরিয়া যায়
মধুর ভাবাবেশ হিয়াটি ছায়।
দিঠিতে আলাপনে উছলে প্রীতি,
পরাণ মাঝে বাজে কতই গীতি।

* * * *

সোনার শিশু এক দুইটি প্রাণ,
স্বরগ-জ্যোতি ধরে শিশুবয়ান।
অজানা পথপানে দু'জনে চলে,
সুদূর দিগন্তে আলোক জ্বলে।
অসীম পথে যাত্রী চলিছে ধেয়ে,
পুলকে অসীমের গানটি গেয়ে।

কহ্লার

কবি

চরণের তলে এই বসুধা শ্যামল,
মাথার উপরে তারা কোমল উজল,
ঊষার সন্ধ্যার হাসি মধুর মোহন,
বিহগ-তটিনী-তান ভ্রমর-গুঞ্জন,
প্রেম প্রীতি দিয়ে ভরা মানব-হৃদয়
রচিয়াছে কবি তরে অমর-আলয়।
বাহিরে তাহার এই সুন্দর ভুবন,
ভিতরে কল্পনা-লোক অব্যক্ত মোহন।

ধরাতল ত্যজি' পাখী গগনে উঠিয়া
মধুর সঙ্গীতে দেয় দিক্ ভাসাইয়া।
সংসারে ধূলিজাল হ'তে কবি উঠি'
সঙ্গীতের ধারা ঢালে সুধা পড়ে লুটি'।

প্রাণ ভরি' কবি গায় স্বাধীনতা গান,
দাসত্ব-শৃঙ্খল-জাল হয় খান্ খান্।

কবিতা সুন্দরী যেন অপ্সরীর কায়া,
ভাবের আকাশতলে ইন্দ্রধনু-মায়া।

একে একে তারা যথা নভে ফুটে,
কবি-হিয়া মাঝে তথা ভাব ফুটে উঠে,—
তেমনি উজল কান্ত তেমনি কোমল,
স্বরগ-উদ্যানে যেন শত শতদল।

কবিতাসুন্দরী

অন্তরবাসিনি অয়ি শৈশব সঙ্গিনী
মায়াময়ী ছায়াময়ী মাধুরী-রূপিনী
ধরার সৌন্দর্য্যরাশি তিল তিল হরি'
গঠিত মূরতি তব অপূর্ব্ব সুন্দরি!
নদীতটে ফুলবনে উষায় সন্ধ্যায়
জ্যোছনা-হাসিত রাতে তোমায় আমায়
কত মধু আলাপন মধুর মিলন
হিয়াতে হিয়াতে যোগ পিরীতি-চুম্বন।
অন্তরের অন্তঃপুরে অমিয় হাসিতে
যদি রহ আলোকিয়া বিশাল মহীতে
চাহিনা কিছুই আর—ধন রাজ্য মান
সহবাস তব পেলে না চাহে পরাণ।
অনন্ত-যৌবনা দেবি! তুমি আর আমি
অনন্ত মিলন-ডোরে রহি দিবাযামী।

চপলার রেখা যথা জলদের গায়,
কবিতাসুন্দরী তথা কবির হিয়ায়।

———

তারকার মালা যেই ফেলে অশ্রুজল,
ধরণীর বুক করে উজল কোমল।
মরমের দুখে কবি ফেলে অশ্রুধার,
মানবের হিয়া হয় মহান্ উদার।

ধরার বুকের রস গোলাপ হইয়া
ধরার বুকটি রহে রূপে আলোকিয়া
কবির হিয়ার ভাব কবিতা হইয়া
হিয়াটি তাহার রহে হরষে ভরিয়া।

সহজ প্রেরণা হ'তে পাখী গান গায়,
সেইমত কবি তার সঙ্গীত ছড়ায়।

সমালোচক

উদ্যানে কাহারো দৃষ্টি রহে ফুল 'পরে,
কেহ বা আগাছা কোথা শুধু লক্ষ্য করে।
কোকিল প্রকৃতিশোভা হেরি' করে গান,
মরা পচা হেরি' নাচে শকুনির প্রাণ।
গুণ হেরি' ভাবাবেগে কেহ মেতে যায় ;
কাহারো কেবল খুঁত-ধরা ব্যবসায়।
দোষগুণ সমভাবে করে যে বিচার,
সমলোচনার কাজ শোভে ঠিক তার।

দর্শন কবিতা ছিল সুদূরে সরিয়া,
সময় ডাকিয়া দোঁহে দিল মিলাইয়া।
দর্শন পাইল রূপ অপূর্ব্ব সুন্দর,
কবিতা লভিল নব অর্থ গূঢ়তর।

খণ্ডে খণ্ডে রামধনু যদি ছিন্ন হয়,
নয়ন-হরণ তার শোভা নাহি রয়

ভাল লাগে কেন লাগে বলিতে না পারি
রসজ্ঞ পাঠক যেই মত এই তারি ॥

শিশু

আকাশে তারার হাসি মধুর কোমল,
মরতে শিশুর হাসি আরো সুবিমল।

স্বরগের জ্যোতিখানি পড়ে ম্লান হ'য়ে
শিশু মুখজ্যোতি যবে পড়ে এ হৃদয়ে

শিশু সম পূতচিত্ত নর যদি হয়,
স্বরগ-দেবতা তবে তার কাছে নয়

শৈশব স্বরগ হ'তে যতই পতন,
ধরার কালিমা তত ছায় নর-মন।

প্রথম ভূমিতে প'ড়ে শিশু কেঁদে উঠে,
কারণ তাহার কি যে দিন দিন ফুটে।

খোকার চিঠি

কচি হাতের আঁকা বাকা কাঁচা কাঁচা লেখা,
উঁচু নীচু বড় ছোট নাইক ঠিক রেখা—
গুটি কয় কথা মাত্র, "বাবা আছ কেমন,
ভাল আছি, তোমা ছাড়া লাগেনা ভাল মন।"
সোনা হাতে কচি আখর পানে ফিরে চাই,
বারে বারে চেয়ে তবু মনে তৃপ্তি নাই।
কচি মুখে হাসে ভাষে কচি হাতে লেখায়,
যে মাধুরী ব্যক্ত তা' যায়না করা ভাষায়।

আমি

সৃজন রহস্য মোর ভাবি যবে আমি,
সৃষ্টির আদিম যুগে পড়ি যেয়ে থামি'
কাহার বিধানে এক জীবনের ধারা
যুগে যুগে ধেয়ে হয় অসীমেতে হারা ?

হিমালয় হ'তে সুরধুনী ধারা বয়,
পথে কত জলধারা পায় তায় লয়।
আমার জীবন পিছে যে ধারাটি আছে,
যুগে যুগে কত ধারা তাহে মিলিয়াছে।

প্রতীক এ ক্ষুদ্র আমি মানব জাতির,
জাতি-ইতিহাস পাবে মোর মাঝে ধীর।
শঙ্কর ও কালিদাস রয়েছে আমাতে,
হিরণ্যকশিপু সেও সুপ্ত এ হিয়াতে।

আমারে খুঁজিলে আমি তোমারেও পাই,
এক আমি সকলের মাঝে পায় ঠাই।

পিতা তার ভাব যায় সন্তানে রাখিয়া,
সন্তান তাহার ভাব যায় সুতে দিয়া।
এই মত ভাবধারা চলেছে বহিয়া,
প্রথমের ভাব শেষে পাইবে খুঁজিয়া।

আমার যে ছায়া তাহা সাথে সাথে ঘুরে,
স্বভাব আমার কিছু নাহি যায় দূরে।

ধূলি জল ব্যোম বায় অনলে মিশিয়া
ছিনু আমি যুগ পর যুগটি ধরিয়া,
হঠাৎ বাহির হ'য়ে কি চিত্র বিধানে
পড়িয়াছি যুক্ত হয়ে দেহে মনে প্রাণে

ধরণী

বর্ণ গন্ধ গীতে ভরা
নীলাকাশ শ্যাম ধরা
ভুলালরে ভুলাল এ মন।

ধরণীরে বাসি ভালো
রবি চাঁদিমার আলো
তরুলতা ফুল সুশোভন॥

যুগে যুগে তৃণে জলে
ছিনু ধরণীর কোলে
এ যে কত যুগের ভবন।

ছাড়িতে এ স্নেহ-ক্রোড়
না চায় হিয়াটি মোর
হেথা চির ঠাঁই চায় মন॥

আলো ছায়া শোভা গান
উতল করুক প্রাণ
কভু যদি হই তরু ফুল,

ধরার বুকের তলে
যে রসের ধারা চলে
তখনও দেয় যেন তুল্।

সমীরণ

সুদূর সাগর হইতে ছুটিয়া
গিরিবন পথ উপর বাহিয়া
দোলায়ে সবুজ তরু কিশলয়
পুলকে চুমিয়া কুসুমনিচয়
গোপন সুবাস করিয়া হরণ
তটিনীর বুকে আনিয়া কাঁপন
আমি আসি সমীরণ
করি প্রীতি বিকিরণ

২

তাপেতে ছিন্ন রূপসী বালিকা
দোলাই তাহার অলক-মালিকা
নবীন প্রণয়ী পেয়ে মোরে হারা
বিরহীর মুছে দিই আঁখিধারা
ক্লিষ্ট ক্লান্ত যত নারী নর
হরষেতে ভরি সবার অন্তর
আমি ধীর সমীরণ
করি প্রীতি বিকিরণ।

মেঘ

গগন ব্যাপিয়া কাল মেঘ ওই
　　　　ময়ূর আজিকে হরষে হারা।
তৃষিত চাতক করে ছুটাছুটি
　　　　পাবে আজি সেই বারির ধারা॥

গোলাপ চম্পক মল্লিকা মালতী
　　　　আধফুট হয়ে আছিল যারা,
হৃষ্ট ফুল্ল সলিল ঝরিবে
　　　　রূপ সৌরভ ছড়াবে তারা॥

তৃণভূমি ওই পবনেতে কাঁপে
　　　　নবীন স্পন্দন নদীর বুকে,
নরনারী যত তাপেতে খিন্ন
　　　　পুলক আজিকে সবার মুখে।

লক্ষ বুকের কামনার ধন
　　　　ওগো বারিধর ঝরিয়া পড়!
তৃষিত তাপিত ধরণীর বুক
　　　　সলিল ঢালিয়া শীতল কর॥

দিক্ দিক্ হ'তে ডাকে তোমা ওই
　　　　পবনের রথে ছুটিয়া যাও,
সার্থক তব জীবন বারিদ
　　　　পরতরে নিজে বিলায়ে দাও।

বরষা

১

আকাশে সারাটি বেলা
নিবিড় মেঘের খেলা
বারিদ-নিনাদ হয়
উতল পবন বয়
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্
ঝরে ধারা নিরন্তর
গ্রীষ্ম ঋতু অবসান
শীতল ধরার প্রাণ।

কল্ কল্ ছল্ ছল্
বহে বরষার জল
তীরে নীরে একাকার
বহে বেগে জলধার
তৃণ তরু ভেসে যায়
মরাল পুলকে গায়
প্রান্তর তিমিরে ভাসে
শস্যের সারি হাসে।

৩

দিকে দিকে অনুখণ
চলে তরী অগণন
দাঁড় টেনে মাঝি কোথা
গাহে সবে সারি-গাথা

পাল তুলে' তরী যায়
ফিরে ফিরে সবে চায়
কোন্ সে অজানা দেশে
চলে সবে হেসে হেসে ?

পাইয়া বারির ধারা
দাদুরী পুলকে হারা
সঘন নিনাদ করে
কপোত কাঁদিয়া মরে
নরনারী বালগণ
পুলকেতে নিমগন
বারিধারা-ফাঁক পেয়ে
চলে সবে ধেয়ে ধেয়ে

৫

বালক বালিকাগণ
করে নীরে সন্তরণ
মরা গাঙে হেরি' বান
নাচে নববধূ প্রাণ—
ছুটে ছুটে ছুটে আসে
বেগবাহী নীরপাশে
এসেছে বরষারাণী
প্রফুল্ল সকল প্রাণী।

৬

বসিয়া ঘরের কোণে
কবি কিবা ভাব মনে ?

ওই যে প্রকৃতিরাণী
সবুজ আঁচল খানি
বিছায়ে মধুর হাসে
প্রীতিধারা পরকাশে
দিশি দিশি প্রীতিধারা
এ প্রীতিতে হও হারা।

তরাতে

১

বীরপুর বহুদূর
পাল তুলে হেলে দুলে
তরী ধায় সবে চায়
কল কল বাজে জল।

২

উঁচু পাড় ঝোপ ঝাড়
লতা-ঢাকা পাখী-ডাকা
ছোট গ্রাম কিবা নাম ?
গ্রামবাসী মুখে হাসি।

৩

গ্রামপর মনোহর
খোলামাঠ পরে হাট
কেহ দেয় কেহ নেয়
কোলাহল অবিরল।

৪

বাঁক হেথা খেয়া সেথা
জেলে জলে কুতূহলে
মাছ ধরে খগকরে
উড়ে যায় গান গায় !

৫

রূপে আলা পল্লীবালা
কোথা ধীরে নামে নীরে
বধূগণ আলাপন
কত করে প্রীতিভরে।

৬

গ্রাম মাঠ হাট বাট
রাজবাড়ী গাছ-সারি
পিছে রহে তরী বহে
কিবা শোভা মনোলোভা।

৭

তরী কত অবিরত
আসে যায় সারি গায়
দাঁড় টেনে মাঝিগণে
অস্তাচলে রবি জ্বলে।

৮

বীরপুর নহে দূর
তরুছায় দেখা যায়
মোর গেহ কত স্নেহ
ঘিরি' তাহা নাচে হিয়া।

শরৎ

১

আগত শরৎ-রাণী।
দিক্ হ'তে দিকে পড়েছে ছড়িয়া
মহাশান্তির বাণী।
চরাচর আজি শান্তি-মগন
শান্তি-বারতা বহিছে পবন
তটিনী বহিছে নীরব-চরণ
আকাশে শান্তি ছায়।
মাঠ পরে মাঠে নীবার শ্যামল
সুধীর সমীরে নিয়ত চপল
ডাহুক ডাহুকী বলাকার দল
পুলকে সেথায় গায়।

২

গৃহের অঙ্গনে বনানীর বুকে
শেফালি ফুলের রাশ।
চম্পক মালতী করবী ফুটেছে
প্রকৃতি-অধরে হাস।
নবীন শুভ্র মেঘ নভোগায়
নিশীথে উজল তারারাজি ভায়
চাঁদিমার হাসি হিয়াটি জুড়ায়
কোমল রবির কর।
মরাল মরালী পুলকেতে গায়
দূর হ'তে বাঁশীরব শোনা যায়
কি যেন অর্থ লুকান তাহায়
চঞ্চল অন্তর।

৩

প্রবাসী যাহারা গেহপানে আজ
চলে সবে দলে দল।
দিক্ হ'তে দিকে ছুটিছে তরণী
কি এক কৌতূহল॥
কর্ম্মক্লান্তি আজ অবসান
নবীন পুলক ছেয়ে সব প্রাণ—
গেহে গেহে আজ সদা হাসি গান
মহা উৎসব-ধ্বনি।
শরৎ সুন্দরী আগত দুয়ারে
নর-নারী যত বরিছে তাহারে
ভেসে যায় সব প্রীতি-পারাবারে
শান্তিময়ী এ ধরণী।

বনানী

সুদূর বনানী ছায়া
নয়নে রচেছে মায়া,
সেথায় শ্যামল ছায়
বুল্‌বুল্ সুখে গায়,
পিক্ ও পাপিয়া-বধূ
ঢালে বুকভরা মধু,
ভ্রমর গুঞ্জন করে
হরিণ হরিণী চরে,
কোথায় আঁধার ছায়
শার্দ্দূল তন্দ্রায়,

কোথায় তমাল শাল
তরু নানা সুবিশাল,
ফুল কোথা পড়ে ঝ'রে
ধরণীর বুক 'পরে,
আলো ও ছায়াতে খেলা
বরণে বরণে মেলা,
মিলে বনদেবিগণ
খেলারত অনুখণ ?
ওই সে শ্যামল ছায়
এ হিয়া ছুটিতে চায়।

ঝরণা

পাহাড়ের দেশে বরফের বেশে
আছিনু নিভৃতে শুয়ে।
প্রভাত-অরুণ তুলিল জাগায়ে
কোমল করেতে ছুঁয়ে।
পাষাণের বুক টুটিয়া টুটিয়া
আঁকিয়া বাঁকিয়া শিলা ছড়াইয়া
পথে শতধারা সহিত মিশিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,
বনানীর হিয়া করিয়া শ্যামল
শাখেতে ফুটায়ে কুসুমের দল
দু'পাশে ছড়ায়ে সুধা-পরিমল
চলিনু বিলায়ে প্রাণ।

২

পাহাড়ের দেশ হ'তে সমতল
নামিনু ভূমির 'পরে
দুই পাশে কাশ তৃণভূমি যত
দুলিল আবেগ ভরে।
বিহগের দল উঠিল গাহিয়া
নরনারী যত আসিল ছুটিয়া
ধন্য সবাই নীরেতে নাহিয়া
শুনিয়া আমার গান।
ক্ষুদ্র কৃষক-কুটীর কোথায়
বিরাট প্রাসাদ কোথা শোভা পায়
বাতায়ন হ'তে বধূ কোথা চায়
বহে যায় এই প্রাণ।

৩

পাহাড়ের দেশে আছিনু ক্ষুদ্র
ছুটেছি বৃহৎ হ'য়ে।
সীমার মাঝারে আছিনু বদ্ধ
চলেছি অসীমে ধেয়ে।
দেশ দেশান্তর সলিলে প্লাবিয়া
ধরণীর বুক শীতল করিয়া
দু'ধারে শান্তি সুখ বিলাইয়া
চলেছি আপন মনে।
মাথার উপরে দীপ্ত তপন
তারকার মালা চাঁদিমা মোহন
বুকে মোর ছবি হৃদয় হরণ
ছুটেছি বেগের সনে।

৪

বিরাট বিপুল অসীম সাগর
করে মহা কলরোল।
ছন্দে ছন্দে হিয়া তার নাচে
নিশিদিন হিল্লোল।
সে কি সুর গান পুলক-স্ফুরণ
আকাশ সাগরে মধুর-মিলন
অসীম আবেগে পরাণ-স্পন্দন
বারতা সেথা কি বাজে ?
আমায় সে ডাকে 'আয় আয় আয়'
শুনি' ধেয়ে যাই পাগলের প্রায়
সাধ হারাইব সসীম আমায়
অসীম সে হিয়া মাঝে।

অস্পৃশ্যতা

বেদান্তের বার্ত্তা যেথা বুদ্ধের উদয়,
অস্পৃশ্যতা—মহাপাপ-প্রথা সেথা রয়!
প্রেমের ঠাকুর কোল যেথা চণ্ডালেরে
দেছে, সেথা পশু-সম নর নরে হেরে!

ভগবান সৃজিয়াছে কেবল মানব,
জাতি উপজাতি যত সৃজে নর সব।

———

যতই জাতির ভাগ যে সমাজ মাঝে,
ততই ঐক্যের ভাব সেথা না বিরাজে।

মুষ্টিমেয় জন যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়,
বিচ্ছিন্ন জনতা তবে তার কাছে নয়।

পরিবর্ত্তন

হিমগিরি হ'তে যেই ধারা বয়ে আসে,
ফিরে নিতে পারে কেবা তাহা গিরিপাশে
সভ্যতার ধারা যেই যুগ যুগ ধ'রে
এসেছে কে নিতে পারে সে আদিম স্তরে ?
যেমন গিয়াছে আর না আসে তেমন,
স্বর্ণ-যুগ আনয়ন—শুধুই স্বপন।
অতীত অতীত চির নূতন নূতন,
চলেছে চলিবে হেন পরিবরতন।

পরপারে

জীবন-নদীর কূলে দাঁড়ায়ে আমরা
ভাবি বুঝি পরপারে সব সুখভরা।
ও পারে যাহারা আছে কি ভাবে কে জানে,
দূরতা মোহের ভাব সব মনে আনে।
একমাত্র অন্তর্যামী জানেন সকল,
কল্পনা ও অনুমান পরের কেবল।

পুনর্ম্মিলন

জীবনের পথে চলিতে চলিতে
কত প্রিয়জন পড়েছে ধূলিতে
আঁখিজল কত মিশেছে ভূমিতে
সীমানা নাই।

ধূলি মিশে গেছে ধূলি জাল সনে ?
জীবনের শেষ হয় না মরণে,
এক হ'তে আসি' পুনঃ এক সনে
মিলিয়া যাই॥

গেছে যারা আছে একেতে মিশিয়া
অসীম রয়েছে সসীমে ঘিরিয়া
শূন্যে যায় না কিছুই মিলিয়া
বিনাশ নাই।

গেছে যারা পুনঃ তাহাদের সনে
মিলিব অনন্তে পুলকিত মনে
একে রহিয়াছে সবাই গোপনে
ভেবনা ভাই॥

মুছ আঁখিজল ঝরিতেছে কার
দূর কর সবে বিষাদ-আঁধার
ত্বদিন বিরহ মিলন আবার
অসীমে হ'বে।

পরাণে পরাণে দিব্য আলোকে
মিলিব আবার মধুর পুলকে
গেছে যারা আছে আনন্দ-লোকে
ভেব না সবে॥

চেয়ে দেখ ওই সুনীল গগন
শোভে থরে থরে তারা অগণন
শুন তাহাদের নীরব ভাষণ
কহিছে তারা,
"যায়নি যায়নি কিছুই চলিয়া
গেছে যারা আছে হেথায় মিশিয়া
লোক হ'তে লোকে চলেছে ছুটিয়া
হয়নি হারা।"

মণিমালা

সুদূর স্বরগে আছেন ঈশ্বর ভাব তুমি মনে মনে,
তোমার ভিতরে রয়েছেন তিনি হের না ভাবিয়া খণে।

মাণিক রতন বাহিরে শুধুই মানব খুঁজিয়া মরে,
আপনার মাঝে কত যে রতন ভু'লে না সন্ধান করে।

অনুতাপে পাপী যেই ফেলে অশ্রুধার,
পূত সুরধুনী-নীর নহে কাছে তার।

স্বরগ শিশির অতি কোমল উজল,
পরতরে অশ্রু আরো মধুর বিমল।

সুবাস যখন সুপ্ত ফুলের হিয়ায়,
বিফল জনম ভাবি করে হায় হায় !
আপনারে যেই সেই দেয় বিলাইয়া
সফল জীবন ভাবি' উঠে উচ্ছ্ সিয়া ।

নর ভাবে সব কাজ নিজে সেই করে
অন্তরালে একজন হাসেন অন্তরে ।

নিশীথ আকাশ হ'তে মিলে যায় তারা,
ভাবে নর চিরতরে হ'ল বুঝি হারা ।
আবার নিশীথে যবে তারা উঠে হেসে,
ভাবে নর চিরতরে কিছু নাহি মেশে ।

ক্ষুদ্রতম পুষ্প আনে সেই ভাব মোর,
প্রকাশ করিতে নারে যাহা আঁখিলোর ।
(ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ)

সুন্দর জগতে যাহা চির মনোহর,
নবীন পুলকে পূরে মানব-অন্তর ।
(কীট্‌স্‌)

সৌন্দর্য্যই সত্য শুধু সত্য যা' সুন্দর
জ্ঞাতব্য নরের এই অবনী ভিতর ।
(কীট্‌স্‌)

রূপ হেরি নাহি মিটে আঁখির পিয়াসা,
ভালবাসি' নাহি মিটে হিয়ার তিয়াসা।

নারী শুধু নহে নর-হৃদয়-সঙ্গিনী,
গৃহিনী সচিব সখী সে যে অর্দ্ধাঙ্গিনী।

আলো যদি নিভে যায় ঘর অন্ধকার,
বীণাটিতে নাহি বাজে ছিঁড়ে গেলে তার।
হয় যদি তিরোহিত প্রণয়ের ধন,
শুধু দীর্ঘশ্বাস আর আকুল ক্রন্দন।

তুই দেহে এক প্রাণ বন্ধু তারে কয়,
সম্পদের সাথী শুধু বন্ধু কভু নয়।

পূর্ব্ব-আভিজাত্য-গর্ব্বে কেহ বা মগন,
নব আভিজাত্য কেহ করিছে সৃজন।
দ্বিতীয় প্রথম জন হ'তে শ্রেয়তর,
গুণহীনে আভিজাত্য লজ্জার আকর।

বিলাসের তরে কভু রাজপদ নয়,
প্রজার সেবক যেই রাজা তারে কয়।

বহেন ধরিত্রী সব নীরবেতে ভার,
নিন্দুকের ভার শুধু তুর্ব্বহ তাঁহার।

খেটে খুঁটে খায় নাহি ধারে কারো ধার,
নৃপতির সম সদা মাথা উঁচু তার।

যেথায় বিলাস সেথা নিশ্চিত পতন,
হুতাশনে দগ্ধ যথা হয় নিকেতন।

তারার ইঙ্গিতে কারো ভাগ্য নাহি চলে,
নিজ ভাগ্য গড়ে সবে নিজ কর্ম্মফলে।

অরি মোর কে কে ভবে ভেবে ভেবে মরি,
শেষে দেখি আমি মোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অরি।

রবি শুধু ভালবাসে এক চাঁদিমায়,
সুজন মরতে এক প্রেমধন চায়।

পতঙ্গ পুড়িয়া মরে আগুন-শিখায়,
কত নর মরে ভবে রূপের আভায়।

জননীর কোলে শিশু মধুর এমন,
বিশাল জগৎ দৃশ্য না করে ধারণ।

সুনীল গগন-গায় চাঁদিমা মোহন
হেরি' নিধিবুকে হয় বিপুল স্পন্দন
নন্দনের সুধামুখ তেমতি হেরিয়া
জননীর হিয়াখানি উঠে উচ্ছ্বসিয়া।

চপলার মত সুখ নিমেষে পলায়,
দুখের রজনী যেন পোহাতে না চায়

একরূপ ভাবে নর ঘটে অন্যতর,
স্বপ্নসৌধ কত তার লুটে ভূমি 'পর।

না চিরিলে না তিতিলে ভূমি দেয় ফল ?
কে কবে মহান্ বিনা ব্যথা আঁখিজল ?

কাপুরুষ যেই মরে শত শত বার,
বীর যেই একবার মরণ তাহার।
(সেক্ষপীয়র)

ঘৃণ্য পাপ পাপী কভু ঘৃণা-পাত্র নয়,
মহতের স্পর্শে পাপী পুণ্যবান হয়।

নবীন আকাঙ্ক্ষা নিতি কারো বুকে জ্বলে,
কেহ ভাবে এ জগতে কি না হ'লে চলে।

অর্দ্ধ নারী অর্দ্ধ নর, পবিত্র মিলন
সম্পূর্ণ সুন্দর করে দুইটি জীবন।

সমুখে পিছনে ফিরে মোরা চাই,
নাই যাহা তার তরে ব্যথা পাই

অকপট হাসি বেদনা পূরিত
সুমধুর গীতি ব্যথা-বিজড়িত।

(শেলি)

অভাব আপদ সনে করে যেই রণ,
হেরে তায় দেবতারা বিস্ময়-মগন।
মহাপ্রাণ যেই জন ব্যথিত হইয়া
তরিতে তাহারে যায় আপনি ছুটিয়া।

(গোল্ডস্‌মিথ্‌)

বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, কাপুরুষগণ
কুকুরের মত লেহে বীরের চরণ।

হীন পশুমত কলহ সংগ্রাম মানুষ করিয়া মরে
সভ্য বলিয়া উচ্চ গলায় তবুও বড়াই করে !

সংগ্রামে হয়েছে ব্যয় যে অর্থ জগতে
থাকিলে উঠিত গ'ড়ে ধরা নব মতে।
গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় তড়াগ-খনন
অনাথ-আলয় হ'ত স্বাস্থ্যের ভবন।

কোটি কোটি কোটি 'তারা মিলে আছে বেশ,
মানবে মানবে নাই বিরোধের শেষ।

Statesman জুয়াচোর খল সে তস্কর
নরে নরে গোলযোগ সৃজে নিরন্তর।
সরল মানব হাতে ক্রীড়নক তার
তাই নিয়ে বিনাশে সে শান্তি বসুধার।

জাননা কি স্বাধীনতা কাম্যধন যার,
আঘাত করিতে হ'বে নিজ হাতে তার ?
(বাইরণ)

প্রকৃত মানুষ যেই দেশ আপনার
নহে শুধু সীমাবদ্ধ জন্মভূমি তার।
যে যেথায় আছে নর সব তার ভাই,
যেথা অবিচার সেথা তার কাজ-ঠাঁই।
("Fatherland" নামীয় কবিতার ভাবাবলম্বনে)

চত্বারিংশ জন্মদিবসে

চত্বারিংশ বর্ষ আগে জ্যোছনা-নিশীথে
শ্যামল প্রান্তরে ঘেরা নিভৃত পল্লীতে
জন্মেছিল শিশু এক—আকাশ ধরণী
তরুলতা তৃণ ফুল শশী দিনমণি
রচেছিল মায়াজাল শৈশবে তাহার,
ঊষা-সন্ধ্যা দিয়াছিল পুলক সম্ভার।
কৈশোরে হারায়ে মাতা জনক যৌবনে
ফেলিয়াছে অশ্রু সেই কতই গোপনে

মাতৃপিতৃহারা হ'য়ে হয়নি সে হারা—
পাইয়াছে সীমাহীন এক প্রেমধারা
অনন্ত ভাবেতে ব্যক্ত—প্রকৃতির প্রীতি
সম্বর্দ্ধিত হইতেছে তার নিতি নিতি।
এক শিশু অর্দ্ধাঙ্গিনী, প্রেয়সী কল্পনা,
ব্রত তার জনসেবা সৌন্দর্য্য-সাধনা।

কাব্যগুচ্ছ

[illegible]তীয় [illegible]

যমুনা

কল্লোল

জন্মভূমি

শ্রীমান্‌ জগদিন্দ্রের পদ্মহস্তে

যমুনা

ভিখারিণী

অর্দ্ধ নগ্ন দুটি শিশু
লয়ে এক ভিখারিণী যায়,
ভাল ক'রে চলিতে না পারে
বল তার নাহি বুঝি গায়
অনশনে অর্দ্ধ অশনে
দিন পর যায় তার দিন।
রোগ-শোক-জ্বালাতনে ক্রমে
দেহ তার হইতেছে ক্ষীণ ॥
প্রভাত হইলে মনে হয়
কিবা দুটি যাদু-মুখে দিবে
নিজে নাহি থাক্ অনশনে
শিশু দুটি কেমনে রহিবে ?
ভিক্ষাপাত্র তাই হাতে লয়ে
দ্বারে দ্বারে মরে সে ঘুরিয়া।
গায়ে তার বল কিছু নাই
তবু চলে উঠিয়া বসিয়া ॥
মাঝে মাঝে বিধাতারে ডেকে
কহে "ওগো দীন দয়াময় !
সদা এত দুঃখ জ্বালাতন
এ পরাণে আর নাহি সয়।
নিজ দুখ সহিবারে পারি
শিশুদের দুখ নাহি সহে।

শিশুদের কথা মনে হ'লে
হিয়াখানি নিদারুণ দহে ॥
মরিবারে সাধ প্রাণে যায়
কিন্তু ভাবি আমি গেলে ম'রে
যাদু দুটি দাঁড়াবে কোথায়
তারাও ত যাবে যম-ঘরে।
তাহাদের সোনামুখ পানে
চেয়ে আর মরিতে না পারি।
কিন্তু আর ব্যথা তাহাদের
পরাণে যে সহিবারে নারি ॥
গেহে যার অন্ন নাহি জোটে
শিশু হায় কেন তার তরে ?
পতি গেছে দুটি যাদু রেখে
অন্ন বিনা এবে তারা মরে।"
মরণের পথে ভিখারিণী
পথ চাহি' কোন মতে চলে।
ভাবি তার দুরবস্থা-কথা
আঁখি দুটি ভাসে অশ্রুজলে ॥
এ জগতে নাই কিরে কেউ
কৃপানেত্রে তার পানে চায় ?
অযতনে অনশনে সেই
মরিবে কি তিলে তিলে হায় ?
দয়া যদি নাহি থাকে প্রাণে
মানুষ আমরা নহি তবে।
সুখে রব মোরা শিশু সহ
অনাথার গতি কিবা হ'বে ?

অনাথার ব্যথা

দীন বিধবার ছেলে দেছে মাতা করি' সাবধান।
অপর বালক সনে দ্বন্দ্বে নাহি করে যোগদান।
বালক বালক তবু প্রতিবেশী বালকের সাথে
দ্বন্দ্ব লাগে মাঝে মাঝে মত্ত যবে খেলাতে ধূলাতে।
ধনীর পুত্রের সনে হ'য়েছে বচসা মারামারি,
দোষ ধনী বালকের, কিছু মাত্র দোষ নয় তারি।
শুনিয়া ধনী সে কথা অনাথার পুত্রেরে ডাকিয়া
বিষম প্রহার দেয় "এতই আস্পর্দ্ধা" কহিয়া।
"গরীব বিধবাপুত্র মোর স্থত-দেহে দিস্ হাত!"
বিবরণ শুনি' মাতা নীরবেতে করে অশ্রুপাত।
"অনাথার পুত্র তুই করিস্ না কারো সনে গোল,
এত কহি শুনিস্‌না ছাখ্ তার পেলি আজ ফল।
সিঁথির সিন্দুর গেছে আপন বলিতে কেহ নাই
তোর যদি ব্যথা লাগে এ পরাণে কত ব্যথা পাই।"
বালকে করিয়া কোলে মাতা ধীরে ফেলে অশ্রুজল;
বালক সে সাথে কাঁদে, দরিদ্রের ক্রন্দন সম্বল।

মাতার সমাধিপাশে

[একটা সত্য ঘটনা অবলম্বনে]

জননী সমাধি-সুপ্ত—সমাধির পাশে
ক্ষুদ্র এক কন্যা তার আঁখিনীরে ভাসে
কাতরে কতই ডাকে, ওরে মূঢ় মেয়ে
যাহারে ডাকিস্ তুই যে ঘুমে সে শুয়ে

ভাঙ্গে না সে ঘুম কভু, ঘরে ফিরি চল্
কেঁদে কেঁদে ফেলিস্‌না হেন আঁখিজল।
ক্ষুদ্র শিশু কি প্রভেদ জীবনে মরণে
বুঝে না কিছুই, আসি' একাকী গোপনে
মাতায় কাতরে কত করে সম্ভাষণ,
মরমের কথা তার করে নিবেদন।
উত্তর পায়না কভু তবু ছুটে আসে,
হেরিয়া তাহারে দুটি আঁখি নীরে ভাসে।
ক্ষুদ্র শিশু মাতা ছাড়া কিছু নাহি জানে!
মাতারে না হেরি নাই সোয়াস্তি পরাণে!

কালো

কাদম্বিনী রূপে কালো
বুকে তার ধরে আলো
কোকিল দেখিতে কালো
মুগ্ধ সবে স্বরে
কত কালো বুক তলে
স্বর্গ-মন্দাকিনী চলে
নরকাগ্নি জ্বলে কত
রূপসী-অন্তরে

তুলসীতলায়

নামিছে সাঁঝের ছায়া ধরণীর গায়,
প্রদীপ লইয়া হাতে বালা ধীরে যায়
তুলসীর তলে-ধীরে দীপটি রাখিয়া
বিভুপায় করে নতি ভূমিতে লুটিয়া।
পতি পুত্র আছে যারা গেহেতে সকল
পূত শুদ্ধ মনে মাগে সবার কুশল।
হয়েছিল এক শিশু হেথায় শয়ান
স্মৃতি তার বিদরিয়া দেয় তার প্রাণ।
একপুত্র অসুখেতে তাহার কারণ
প্রাণের কাকুতি বালা করে নিবেদন।
নিশিদিন গৃহকাজ নাহি অবসর
হেথা এলে শান্ত হয় তাহার অন্তর।
দিন পর দিন যবে আসে সন্ধ্যারাণী
শান্ত পদে আসে বালা লয়ে দীপখানি

দুলালী

বিবাহের পর কন্যা দুলালী প্রথম শ্বশুর-গেহে
যাইবে জনক-জননী নেত্রে অশ্রু-নিঝর বহে।
একটী মাত্র আদরের মেয়ে কতই যতন করি',
জনক জননী করেছে পালন বরষ বরষ ধরি'।
নিমেষে চোখের বাহির হইলে শূন্য লাগিত গেহ,
মধুমাখা ডাক না শুনিলে প্রাণহীন যেন হ'ত দেহ

শৈশব হ'তে দ্বাদশ বরষ চোখে চোখে বুকে বুকে,
রেখেছেন আজ ছেড়ে চ'লে যাবে শ্বশুর-গেহের মুখে।
গেহেতে তাহারা রহিবে কেমনে নয়ন-নন্দিনী গেলে,
বিবাহ না দিয়ে ঘরে মেয়ে রাখা তাইবা কেমনে চলে।
দুলালীর চোখে ঝরে অশ্রুনীর পিতামাতা কেঁদে হারা
সমবেত যারা সকলেই ফেলে নেত্র-সলিল-ধারা।
কন্যা-বিদায়-দৃশ্য করুণ কত যে সে জন জানে,
বিদায়ের হেন দৃশ্য দেখেছে যেই জন দু'নয়ানে।

কৃষক-কুটীর

চারি পাশে লতা-ঢাকা ছোট কুঁড়ে ঘর,
মাঝখানে ধবধবে অঙ্গন সুন্দর,
আলো বায়ু সারাদিন করে সদা খেলা,
গৃহলক্ষ্মী ছেলেপুলে ঘুরে দুই বেলা,
একটী কুটীর পাশে সরিষার ফুল,
আম জাম নারিকেল কলা ডাব কুল
সারি সারি গাছ আর কুটীরের পাশে,
একদিকে পুকুরের জলে চরে হাঁসে,
আর দিক শুধু খালি নাহি গাছপালা
প্রতিবেশিগণ সাথে হয় সন্ধ্যাবেলা
কৃষকের আলাপন, ক্ষুদ্র গেহখানি
ভালবাসে চাষী তায় স্বর্গতুল্য মানি'।
প্রকৃতির সনে নিতি প্রাণের মিলন,
রাজপুরে নাই হেন মধুর জীবন।

রাখাল ছেলে

রাখাল ছেলে সারাটাদিন মাঠে চরায় ধেনু,
কতই করে ছুটাছুটি বাজায় মোহন বেণু।
চৌদিকেতে শস্যশ্যামল মাঠ মাঠের পর
যব ও আখ ধান সরিষা মটর অরহর
কত রকম শস্যের ক্ষেত কোথাও শুধু ঘাস,
ধেনুর পাল বেড়ায় চ'রে সেথায় বারো মাস।
রাখাল ছেলে সকালে আসে ধেনুর পাল ল'য়ে,
ধেনুরা চরে আপন মনে দেখে সে তা' চেয়ে।
'নুন্ পান্থা' দুপুরে আসে উদর ভ'রে খায়,
মাঠের শোভা নেহারে আর পুলকভরে গায়।
গাছের পাতা সেলাই ক'রে মাথায় টুপি পরে,
আর রাখাল ছেলের সাথে খেলে হরষ ভরে।
বাঁধের জল ছেঁচে কখন ছোট্ট মাছ ধ'রে ;
কোকিল যদি কুহরি' উঠে সে সাথে রব করে।
ক্ষেতের মটরশুটি আখ কখনও বা খায়,
ধেনুর পাল লয়ে ফেরে নাম্‌লে সাঁঝের ছায়।
মুক্ত হাওয়ায় আলো ছায়ায় যে আনন্দরাশ
সুস্থ সবল রাখাল ছেলে ভুঞ্জে বারো মাস।
রাজপুত্তুরের কি যে সুখ জানিনা তা' ভাই,
রাখাল ছেলের যে আনন্দ তুলনা তার নাই।

ছায়া

ললাটে সিন্দুর নাই, নাই চারু বেশ,
নাই রত্ন অলঙ্কার রুখু রুখু কেশ,
নাই সেই কলহাসি মধু আলাপন,
অশ্রুভরা নেত্রদুটি বিষণ্ণ বদন,
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপা গেহ আলো করি',
ছিল আগে কি অলক্ষ্মী বেশ এবে পরি'।
সুরম্য উদ্যান যেন হয়েছে শ্মশান.
বসন্তের রূপলাস্য চির-অবসান।
শারদ চন্দ্রমা যেন পড়েছে লুকায়ে,
ফেলেছে তমসাজাল গগন ছড়ায়ে।
চাহিলে বালার পানে চোখে আসে জল,
বিগত তাহার সাধ বিভব সকল !
জীবনের সুখ তার গেছে চিরতরে,
কায়া যেন গেছে রেখে ছায়া ধরা' পরে

মায়ের অশ্রু

ছয়টি সন্তান ছিল আলোকিয়া ঘর,
পাঁচটি চলিয়া গেছে এক এক পর।
তিনটি গিয়াছে চলি' ব্যাধিতে ভুগিয়া,
একটি গিয়াছে ডু'বে, অপর পুড়িয়া।
তাহাদের সোণামুখ মধুর ভাষণ
স্মরণে ব্যাকুল করে জননীর মন।

হিয়ার মাধুরীরাশি মূরতি লইয়া
এসেছিল—হায় কোথা গিয়াছে চলিয়া ?
'মা' 'মা' বলি বক্ষ মাঝে আসিত ছুটিয়া,
চলনে ভাষণে সুধা পড়িত লুটিয়া ।
বড় দু'টি উপযুক্ত হ'ত আজ র'লে,
পড়িতনা ভর্ত্তৃহীনা অভাব-কবলে ।
বংশের সলিতা এক রয়েছে কেবল,
নীরবে নিশীথে বালা ফেলে অশ্রুজল ।

পতিতা

শৈশবে গিয়াছে ভর্ত্তা সংসার ছাড়িয়া,
শ্বশ্রূগৃহে রহে বালা যাতনা সহিয়া ;
পিতৃকুলে কেহ নাই—কত নির্য্যাতন
দেবর শাশুড়ী করে না হয় বর্ণন ।
অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন তার যায়
মরিতে পারিলে বালা পরামুক্তি পায়
গ্রামের ধনাঢ্য যুবা রূপ তার হেরি,'
গোপনেতে প্রলোভন দিয়ে নিল হরি'
কোমল বালিকা-মন নিতি নির্য্যাতন
না পারি সহিতে ধর্ম্ম দিল বিসর্জ্জন ।
যুবা তারে নিয়ে গেল—কুলের ললনা
মহানগরীতে আজ হীনা বারাঙ্গনা ।
এ অনাথা বালিকার পতন কারণ
দোষ কার বেশী সবে কর নির্দ্ধারণ ।

বিদায়

নিতি নিতি আসে কাণে বিদায়ের ধ্বনি
তরু হ'তে পড়ে ঝরে পল্লব যেমনি
তেমনি জীবন-পথে চলিতে চলিতে
পড়িতেছে কত নর লুটিয়া ধূলিতে।
ছাড়িয়া পরাণ-প্রিয়া প্রিয় চ'লে যায়,
প্রিয়ার বিয়োগ-ব্যথা প্রিয়ের হিয়ায়।
হারায়ে প্রাণের সখা কাঁদে কোন জন,
জনক-জননী কাঁদে হারায়ে নন্দন।
প্রিয়জন যত ছিল গেছে কারো চ'লে,
রাবণের চিতা সদা হিয়াটিতে জ্বলে।
প্রেম চাহে বুকে সবে রাখিতে ধরিয়া,
ভবিতব্য এসে বলে নিতেছে হরিয়া।
চারিদিক হ'তে ডাক 'বিদায়! বিদায়'!
কত হিয়া চিরতরে ভেঙ্গে চূরে যায়

শ্মশান

একদিকে কুঁড়ে ঘর যেথায় প্রথম
ভূমিকোল লভে নর লভিয়া জনম।
শ্মশান অপরদিকে যেই খানে তার
দেহখানি হ'য়ে যায় ভস্মের আকার
উষার অরুণোদয় একেরে ঘিরিয়া,
সাঁঝের নিবিড় ছায়া অপরে ছাইয়া

একেতে উল্লাস কত প্রতি হিয়া ভরে,
সুগভীর ব্যথা আনে অপর অন্তরে।
শ্মশান পবিত্র-ভূমি—মহাসাম্য বাণী
প্রচার করহ তুমি সমভূমে আনি',
ধনী দীন রাজা প্রজা সুধী ও অধীরে
বীর কাপুরুষ আর কবি অকবিরে।
বসুধার যত গর্ব্ব খর্ব্ব হেথা সব,
ক্ষণ স্থায়ী সব তব বারতা নীরব।

বিহগ-দম্পতি

বিহগ-বিহগী দুই উড়িয়া বেড়ায়,
সবুজ প্রান্তরে খুঁটে যাহা পায় খায় ;
পাশে পাশে ডালে বসি' গাহে কত গীতি,
জীবনে তাদের কত সুমধুর প্রীতি।
মুখোমুখি পাশাপাশি রহে নিশিদিন,
এক প্রেমডোরে যেন দুটি হিয়া লীন।
বিহগীরে একদিন ব্যাধ নিদারুণ
বাণে বিনাশিল, তায় বিহগ করুণ
বুকভরা দুখে গেয়ে শোকাকুল গান
ভেঙ্গে যেন দিল সারা প্রান্তর বিমান।
বুক যদি ভেঙ্গে যায় থাকে তবে প্রাণ ?
বিহগ বিহগী যেথা করিল প্রয়াণ।

মধুর

মধুর ফুলের হাস মধুর জ্যোছনা-রাশ
মধুর শিশির-নীর শষ্পের উপর।
মধুর বিহগ-গান তটিনীর কলতান
ভ্রমর গুঞ্জন তরু-পল্লব-মর্ম্মর॥
জনক-জননী-স্নেহ শৈশবের খেলাগেহ
ভাই ভগিনীর প্রীতি মধুর সকল।
সখাদের সুধাভাষ প্রেয়সী-অধরে-হাস
শিশুর অধরপুট মধুর উজল॥
মধুর মায়ার ডোর ঘেরি' বসুধার ক্রোড়
এ মধু-মাধুরী হিয়া ছাড়িতে না চায়।
নাই যেথা দুখশোক কোথা সে অলকা-লোক
নাহি জানি স্বর্গসুখ হেথা হিয়া পায়।

কল্লোল

বঙ্গবাণী

গরবিনী হৃদয়রাণী
আমাদের এ বঙ্গবাণী।
যেই বাণীতে বিরচিত বৌদ্ধাচার্য্যের দোঁহা গান,
যাহার মাঝে অভিব্যক্ত গৌরাঙ্গের হৃদয়খান,
চণ্ডী কাশী কৃত্তিবাস করেছে যায় সুধাবৃষ্টি,
কঙ্কণ ভারত প্রসাদ যায় করে নব 'শক্তি'-সৃষ্টি,
মধু্ বঙ্কিম হেম নবীনের বাজে নব নব সুর,
রবি এনেছে জয়মাল্য যার হ'তে অতি সুদূর,
পূজারী যার দেশে দেশে, জিনি যা' সব হৃদয়খানি,
সকল বাণীর সেরা যে সে আমাদের এ বঙ্গবাণী।
দৈন্য মোদের সকল দিকে গরব শুধু্ তুমি বাণী,
তোমার সেবায় দিনু ঢেলে ক্ষুদ্র এই হৃদয়খানি।
প্রাণের প্রীতি অর্ঘ্য যত ওই চরণে দিব আনি';
কর্‌ব তোমায় অতুলিতা গরবিণী বিশ্ববাণী।

রামায়ণ

কোন্ সে বিস্মৃত যুগে দস্যু রত্নাকর
ব্রহ্মবর লভি' হ'য়ে কবি-কুলেশ্বর
রামায়ণ মহাগাথা গিয়াছে রচিয়া,
রেশ তার রহিয়াছে ভারত ভরিয়া।
ভারত-সংসার আর সমাজ-জীবন,
রামায়ণ-ভিত্তি 'পরে লভেছে স্থাপন।

আদর্শ তনয় রাজা রাম রঘুমণি,
লক্ষ্মণ অনুজ আর না হেরি এমনি।
ভারতের ভ্রাতৃভক্তি সু-উচ্চ মহান্,
সতীলক্ষ্মী সীতা দুখে কাঁদে যার প্রাণ,
প্রভুভক্ত হনুমান পবননন্দন,
কত সুমধুর চিত্র হৃদয়-হরণ!
রামায়ণ-গাথা-উপগাথা কত কবি
লয়ে রচিয়াছে যুগে যুগে শত ছবি।

মহাভারত

ভারত মহান্ ছিল প্রকৃষ্ট প্রমাণ
অতুলন ক্ষত্রবৃন্দ বীর্য্যে মহীয়ান্।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণার্জ্জুন ভীম জয়দ্রথ
অভিমন্যু বধে যায় বীরেন্দ্র সপত,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, নর-নারায়ণ
উদ্দেশ্য যাহার ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন,
দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন ছিল যার পণ,
সূচ্যগ্র ভূমি না দিবে না করিয়া রণ,
ধর্ম্মের বিজয় শেষে, ক্ষত্র-কুল-নাশ
করেছ অমরবর্ণে বর্ণনা হে ব্যাস
ঋষিকুলমণি কবি—কাহিনী তোমার
গেহে গেহে হর্ষ ক্ষোভ আনে অশ্রুধার।
কুরুক্ষেত্র ভারতের গৌরব-শ্মশান,
গাহিয়াছ মহাকবি তুমি তার গান।

শকুন্তলা

মালিনীর তটে সেই শান্ত তপোবন,
সখিগণ সহ সেথা মধু আলাপন,
আলবালে জল সেচা, বিহগের ধ্বনি
শুনি' উলসিত সদা, মধুর লাবনি
অঙ্গ হতে বিস্ফুরিত, কুসুম-ভূষণ—
প্রকৃতির বুকে সেই অপূর্ব্ব জীবন।
দুষ্মন্তের সনে সেথা মধুর মিলন,
ভাবাবেগ, দুর্ব্বাসার শাপ বিভীষণ,
পিতার আশ্রম হ'তে করুণ বিদায়,
নৃপতির বিস্মরণ, গতি অমরায়,
সেথায় নৃপতি সহ পবিত্র মিলন,
চোখের সমুখে ভাসে চিত্র বিমোহন।
পড়েছে প্রণয় ধরা সংযম বাঁধনে,
গিয়াছে মবত মিশি' স্বরগের সনে।

কালিদাস

"নৃপতিষু রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবিষু কালিদাসঃ
কাব্যকুঞ্জে পিক তুমি যে স্বরলহরী
ঢেলে গেছ হিয়া দেয় হরষেতে ভরি'।
যদিও ধরণী হ'তে গেছ কতদিন,
প্রকৃতির মত তব কবিতা নবীন।
রঘুবংশ কুমারের সেই মহাগান,
মেঘদূত ব্যক্ত যাহে বিরহীর প্রাণ,

ঋতুসংহারের সেই প্রকৃতি-বারতা,
শকুন্তলা-মালবিকা-উর্ব্বশীর কথা
নব রূপরাজ্য আনে মানস-নয়নে,
অপরূপ-গীতি-সুধা ঢালে এ শ্রবণে।
রূপ রস সঙ্গীতের করি' সংমিশ্রণ
করিয়াছ কবি তুমি কাব্য বিরচন।
বাণী-বরপুত্র তুমি চলিত বচন,
মধুকণ্ঠ হেন আর শুনেনি ভুবন।

হোমর

"The world is born, Homer sings : he is the bird of this dawn."

উরুপার আদি কবি—উষার মাধুরী
তোমার কাব্যেতে মিশে'—সরল মহান্
বীরত্বকাহিনীপূর্ণ গেয়েছ যে গান
যুগে যুগে হিয়া দিবে পুলকেতে পূরি'।
অতীত কালের গর্ভে গিয়াছে মিলায়ে,
কিন্তু তার চিত্র যেই মধুর মোহন
কাব্যে তব মহাকবি করেছ অঙ্কন
জীবন্ত রহিবে চির যাবে না মিশায়ে।
রূপের অনলে ধ্বংস হয় পরিবার,
রূপের অনলে রাজ্য ছারখার হয়
যেথায় অধর্ম্ম সেথা ধ্রুব পরাজয়
ধরম যাহার দিকে বিজয় তাহার—
দেখায়েছ ইলিয়াডে, রমন্যাস সম
ওডিসির গাথা তব হৃদ্য মনোরম।

দান্তে

"A mystic unfathomable song".

নিম্নে ঊর্দ্ধে যেথা নাই প্রবেশাধিকার
জীবন্ত নরের ধরি' মূরতি মায়ার
সেথা তুমি মনসাধে করেছ ভ্রমণ,
হেরেছ যা' নরচোখে হেরেনি কখন।
নব-কবিকুল-পিতা—প্রেমিক মহান্
অন্বেষণে যার করেছিলে অভিযান
দেখা তার পেয়েছিলে শেষ সুরলোকে,
হেরি' তারে ভরেছিল হিয়াটি পুলকে।
তব মহাকাব্য এক বিরাট স্বপন,
মহান্ ভাবের এক মধুর স্ফুরণ।
পাপপথে এ জগতে ধায় যার মতি,
অনন্ত নিরয়ে তার হয় শেষ গতি।
পুণ্যবান্ তরে স্বর্গ, অনুতপ্ত জন
পুণ্যলোকে যায়—কাব্যে করেছ বর্ণন।

সক্রেটিস্

"Whom well-inspired the oracle pronounced
wisest of men".

বিচারের নামে কত হয় অবিচার,
সাক্ষাৎ প্রমাণ মহাপ্রাণ তুমি তার।
সত্য অতি রূঢ় তাহা প্রচারিতে গিয়া
হেলায় পরাণখানি গেছ সমর্পিয়া।

মরণ মহত্ত্ব তব দিয়াছে বাড়ায়ে,
তোমার অমর কীর্ত্তি ফেলেছে ছড়ায়ে।
হে সত্যপথের পান্থ সুধীকুলমণি,
পুণ্যস্মৃতি তব চির পূজিবে অবনী।

ওয়ার্ড্সওয়ার্থ

"And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety"

প্রকৃতির বুকে যেই সুষমা ছড়ান,
তটিনীর কলতানে মাধুরী মাখান,
বিহগের গীতে যেই অমিয়-নির্ঝর,
দিয়েছ হে কবি তায় ভাষা মনোহর।
নগরের কোলাহল হ'তে অতি দূরে
শ্যামল প্রকৃতিবুকে যে পুলক স্ফুরে,
মাধুরী মাখান যেই সরল জীবনে,
এঁকেছ তা' কবি তুমি উজল বরণে।
প্রাণের তরঙ্গলীলা প্রকৃতি-পিছনে,
স্রষ্টার আভাস তুমি নিখিল ভুবনে
পেয়েছিলে, গেয়ে গেছ স্বাধীনতা-গান,
নিপীড়িত তরে তব কাঁদিত পরাণ।
বাসিতে শিশুরে ভালো, সে সুধা-লহরী
ঢেলে গেছ হরষেতে হিয়া দেয় ভরি'।

শেলী

"And singing still dost soar, and soaring ever singest"

স্বপন-রাজ্যের কবি সৌন্দর্য্য সঙ্গীত
প্রেম দিয়ে ছিল তব পূরিত অন্তর,
ভাবাকাশে উ'ড়ে যেই গীতির নিঝর
ঢেলে গেছ জগবাসী শুনি' চমকিত।

পতিত আর্ত্তের প্রতি সমবেদনায়
ভরা তব ছিল হিয়া—বিরাট মহান্
পারাবার মত—পারাবার মত গান
গেয়ে তুমি মিশে গেছ তাহার হিয়ায়।

কীট্‌স্

'Beauty is truth, truth beauty".

সৌন্দর্য্যের উপাসক হে মরমী কবি,
রূপবিলাসের যেই বিমোহন ছবি
এঁকে গেছ গীতি দিয়ে যুগ যুগ ধরি'
রসিকের হিয়া দিবে রূপরসে ভরি'।
রূপ হেরি মিটিত না তোমার তিয়াসা,
ভালবাসি' মিটিত না পরাণ-পিয়াসা।
অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রেম্ তোমার সঙ্গীতে,
অনন্ত মাধুরী তব লেখনী-ভঙ্গীতে।

চন্দ্রশেখর

শৈশবের স্মৃতিখানি মুছে ফেলা যায় !
যেই দাগ থাকে আঁকা নবতরু-গায়
বেড়ে উঠে কাল সাথে—প্রতাপের সনে
শৈশব-পিরীতি জাগে শৈবলিনী-মনে
নিঠুর নিয়তি-চক্র তুইটি জীবন
একত্র না করি' দূরে করিল ক্ষেপন।
শৈবলিনী-সনে চন্দ্রশেখর-মিলন,
প্রতাপে হইল যুক্ত রূপসী-জীবন।
বাহিরে বাহিরে মিল—পতির ভবন
ত্যজি' শৈবলিনী করে প্রতাপান্বেষণ।
গঙ্গায় জ্যোছনা-রাতে তু'জনে সাঁতার,
তারপর শৈবলিনী-মানসে বিকার,
প্রতাপের আত্মত্যাগ—পতিগত প্রাণ
শৈবলিনী—ভাবে কাব্য অতুল মহান্

কৃষ্ণকান্তের উইল

ভ্রমর গোবিন্দলাল—নয়নে নয়ন
মিলিত হইলে হ'ত পুলক-স্ফুরণ।
কত প্রীতি কত হাসি কত আলাপন,
তুয়ে মিলে যেন এক মধুর জীবন।
সহসা রোহিণী-মেঘ ছাইল আকাশ,
করিল দম্পতি-প্রেম-চাঁদিমায় গ্রাস।
রূপের অনলে ধ্বংস হয় পরিবার,
রূপের অনলে রাজ্য হয় ছারখার।

ভ্রমর দেখিতে কালো স্বর্গ-মন্দাকিনী,
যদিও বুকের তলে তাহার বাহিনী।
রূপসী রোহিণী পাশে গোবিন্দ ছুটিল,
পাপ-মিলনেতে কিন্তু সুখ না হইল।
এ দিকে ভ্রমর ধীরে ত্যজিল জীবন,
গোবিন্দ রহিল বৃথা করিতে ক্রন্দন।

আনন্দমঠ

মোগল রাজত্ব শেষ ইংরাজ আগত,
অরাজক ভাব এক দেশেতে ব্যকত!
করাল দুর্ভিক্ষ-ছায়া দেশের উপর,
নাহি নিরূপণ কত মৃত নারী নর।
এ সময়ে বনছায় স্বাতন্ত্র্য-স্বপন
করেছিল সন্ন্যাসীর দল নিরীখণ।
গেহ পরিজন তারা সকল ত্যজিয়া
পড়েছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামে মাতিয়া।
সত্যানন্দ ভবানন্দ জীবানন্দ আর
মহেন্দ্র কল্যানী শান্তি রুধির হিয়ার
দিয়ে সে সংগ্রাম-গাথা গিয়াছে লিখিয়া,
জ্বলন্ত স্বদেশপ্রীতি দেশে ছড়াইয়া।
তাহাদের সে দিনের বিফল স্বপন,
কিন্তু তাহা আনিয়াছে নব জাগরণ।

———

বিষবৃক্ষ

গৃহে গৃহে বিষবৃক্ষ আছে আরোপিত,
রিপুর প্রাবল্যে তার বীজ অঙ্কুরিত।
বাহিরের শোভা তার অতি বিমোহন,
ফল যে তাহার খায় নিশ্চিত মরণ।
নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী ছিল প্রীতি-ডোরে,
কুন্দ-রূপ নগেন্দ্রের মন নিল হ'রে।
পতির মনের ভাব করি বিলোকন,
পতি-হস্তে কুন্দে সূর্য্য করিল অর্পণ।
পরের হইলে পতি থাকা সেথা যায় ?
পতিগৃহ ত্যজি' বালা সুদূরে পলায়।
নগেন্দ্রের সেই হ'তে হইল চেতন,
কুন্দের রূপের ফাঁদে না ভুলিল মন।
বৃথা খোঁজ, কুন্দ বিষে ত্যজিল জীবন,
সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রে হইল মিলন।

কপালকুণ্ডলা

চপলা উদিয়া যথা জলদের গায়
ক্ষণেক নয়ন ধাঁধি' আবার মিলায়,
ধূলির ধরণী'পরে তেমতি আসিয়া
ক্ষণেক থাকিয়া তুমি গিয়াছ চলিয়া।
অশরীরী-শরীরিণি ! স্বপন-সঙ্গিণি !
মায়াময়ি ! ছায়াময়ি ! মানস-রঙ্গিণি !

সাগর-সৈকতে তোমা কাপালিক-ঘরে
প্রথম নেহারি পরে সমাজ-ভিতরে।
প্রকৃতির বুকে ছিল হরিণী-মতন,
সরল স্বাধীন অতি উলসিত মন ;
পদে পদে সমাজের কৃত্রিম বাঁধন,
হ'ল না তাহার সনে তোমার মিলন ;
প্রকৃতি বুকেতে তোমা লইল টানিয়া,
অলকা-আলোক যেন গেল মিলাইয়া।

আয়েষা

পাঠানের অন্তঃপুরে মধুর গোলাপ,
বীণার কোমল তারে প্রেমের আলাপ,
কাব্য-সরোবরে এক মধুর নলিনী,
রূপ-রস-গন্ধময়ী সুচারু-হাসিনী,
জগৎসিংহ যে রূপ গুণে অতুলন,
করেছিলে তুমি তায় হিয়াটি অর্পণ।
এক জনে হিয়া দিলে অন্যে দে'য়া যায় ?
বৃথা প্রেমশিখা পুষে পাঠান হিয়ায়।
তিলোত্তমে সাজাইয়া মানিক রতনে
বিদায় যখন লহ ব্যথা জাগে মনে ;
হৃদয়-দেবতা তব রহিবে সে দূরে,
ফেলিবে নীরবে অশ্রু তুমি অন্তঃপুরে।
মূর্ত্তিমতী কোমলতা শরীরিণী প্রীতি,
নিষ্কাম প্রেমের তুমি সকরুণ গীতি।

রজনী

অন্ধ যে মানুষ সেও, তাহার নয়ন
যদিও ধরার শোভা না করে দর্শন ;
কোমল পরশ তার প্রাণে দেয় দোল,
মধুর নিক্বণ আনে পুলক-হিল্লোল।
শচীন্দ্র কেমন রূপে হেরেনি রজনী,
তবুও ভাষণ তার শ্রবণে যেমনি
পশে হিয়াখানি তার উঠে উলসিয়া
কর-স্পর্শ প্রাণে দেয় স্পন্দন আনিয়া।
শচীন্দ্রে সে সঁপিয়াছে হৃদি-প্রাণ-মন,
শশধরে সঁপে যথা কুমুদী যৌবন।
আকাশকুসুম সম তাহার স্বপন
পূর্ণ হয়, শচীন্দ্রের লভিয়া মিলন।
বিধির বিচিত্র লীলা বুঝে সাধ্য কার ?
অন্ধ বালিকার খুলে নয়নের দ্বার।

রাধারাণী

মেলায় বালিকা যায় লয়ে ফুলহার
বিকাইতে, নাহি কেহ লয় হার তার,
ফিরে আসে ভগ্নমন—যুবক মহান্
মালা লয়ে দুটি টাকা করে তায় দান ;
জননী দুখিনী তার রহিয়াছে ঘরে,
পরিচয় লয় যুবা তাহা ভাল ক'রে।

একখানি নোট পরে পাঠায় তাহায়,
'রুক্মিণী কুমার রায়' লেখা যার গায়,
এ দিকে সম্পত্তি মাতা পায় মামলায়
কিন্তু তার মৃত্যু হয় কিবা ভাগ্য হায়!
রাধার সম্পত্তি হেরি'—কত যুবজন
যাচে তারে, বালিকার অতি দৃঢ়পণ
সেই সে যুবক ছাড়া বরিবে না কারে,
বিধাতা হিয়া যা' চায় দেয় তাহা তারে

স্বর্ণলতা

বঙ্গের সাহিত্যকুঞ্জে কনকের লতা
তাই নাম স্বর্ণলতা? প্রাণে হয় ব্যথা
সরলার অশ্রুভরা দুইটি নয়ন,
শ্যামা-ঝির বুকভরা গভীর বেদন
অসহায় গোপালের তরে হ'লে মনে,
মা-হারারও মা আছে জাগে হিয়া-কোণে।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই এ যুগের রীতি,
বধূতে বধূতে গেহে নাহি আর প্রীতি—
জ্বলন্ত তাহার চিত্র দেখায়েছ কবি,
সকলি উজলবর্ণ প্রাণপূর্ণ সবি।
গদাধরে রসিকতা ফুটীয়াছে বেশ;
উপযুক্ত হইয়াছে প্রমদার শেষ।
গুরুদেব না পিশাচ! মধুর মিলন
স্বর্ণলতা গোপালেতে প্রীত করে মন।

"সংসার" ও "সমাজ"

নবীন প্রবীণে এক চলিয়াছে রণ,
তাহারি একটি ছবি মধুর মোহন
আঁকিয়াছ কবি তুমি 'সংসার' 'সমাজে',
জীবনে ছবির তব প্রতিকৃতি রাজে।
রাজপুরে ধনীগৃহে কৃত্রিম জীবন,
পল্লীপুরে সুখশান্তি বিরাজে কেমন,
'সুধা' বালবিধবার 'শরতে'র সনে
সংযোগ পবিত্রপূত উদ্বাহ-বন্ধনে,
ধর্ম্মধ্বজী পাণ্ডাদের উচ্চ চীৎকার,
নবীন দলের ব্যক্ত সম্মতি হিয়ার,
'বিন্দু' ও 'হেমে'র ভাব প্রশান্ত উজল—
অঙ্কিত জীবন্ত ছবি যেন অবিকল।
একদিকে 'কুন্দ', 'সুধা' অন্য দিকে আর,
তারি মাঝে চলিয়াছে সমাজ-সংস্কার।

দ্বিজেন্দ্রলাল

ব্যঙ্গে যাহার তীক্ষ্ণ ছুরিকা "আমার দেশের" অমর কবি,
নাট্যকুঞ্জে পিক-কুল-পতি, সাহিত্য-গগনে দীপ্তরবি ;
"মেবারপতন" "প্রতাপসিংহ" "দুর্গাদাস" কাহিনী যার
"নূরজাহান" "সাজাহান", "সিংহল বিজয়" সে সাথে আর,
"বঙ্গনারী" যে গিয়াছে আঁকিয়া, আবার মানুষ হইতে সবে
কয়ে গেছে তার উদ্দেশে কবি নমে স্মৃতি তার লীন না হ'বে।

"উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের" কবি

হারায়ে পরাণ-প্রিয়া হে মরমী কবি
উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের যেই সকরুণ ছবি
আঁকিয়াছ হিয়া দেয় করিয়া বিকল,
নয়নের কোনে আনে তপ্ত আঁখিজল।
"সেই মুখখানি" কথা ভাবিয়া ভাবিয়া,
শ্মশানে শয়নাগারে ছুটিয়া ছুটিয়া,
মধুর মাধবী রাতে প্রভাত সন্ধ্যায়,
খুঁজেছিলে যারে তুমি ব্যথিত হিয়ায়,
জীবন নদীর পারে তোমার লাগিয়া
ছিল সে দাঁড়ায়ে কবি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া।
গিয়াছে ফুরায়ে তব ধরার জীবন,
দুটি প্রাণে সেথা এবে মধুর মিলন।
মিলনে বিরহ যেথা নাই সেইখানে
হে প্রেমিক কবি রহ তিরপিত প্রাণে।

শরৎচন্দ্র

শরতের চন্দ্র সে যে অতি বিমোহন,
সুধাহাসে মায়াজাল করে বিসৃজন।
হে শরৎচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্য-গগনে
সৃজেছ কি রূপলোক মধুর লিখনে!
ঘৃণিত পেষিত যারা সমাজ পীড়নে,
কাতর হ'য়েছ তুমি তাঁদের বেদনে;
তাদের হিয়ায় ব্যথা দিয়াছ কহিয়া,

পড়েছে সমাজ-ব্যাধি ব্যকত হইয়া।
খুঁত ধরা সোজা, এই সমাজ ভাঙ্গিয়া,
গড়িবারে শিল্পি! কিবা চায় তব হিয়া?
ভালমন্দ হেরি সর্ব্বযুগে সর্ব্বস্থানে,
সমাজ যায়না হের স্বৈরাচার পানে।
ধর্ম্মের সংযোগ পূত সংযম-বন্ধন
ছিঁড়ে যদি যায় হ'বে দশা বিভীষণ।

রোমিও জুলিয়েট

প্রণয় অনল-শিখা—পতঙ্গ যেমন
অনল শিখায় সঁপে আপন জীবন
ভালমন্দ নাহি কিছু করিয়া বিচার,
তাহাতেই পায় পরা তৃপতি হিয়ার,
তেমতি দুইটি প্রাণ মাধুরী ঊষার,
গোলাপ ফুলের হাসি, গীতি-পাপিয়ার,
স্বর্গীয় আবেগে গড়া—প্রণয় শিখায়
দিয়াছিল সঁপি' নিজে গূঢ় নিরাশায়।
যেই যারে প্রাণ সঁপে বিধিলিপি হায়!
কেন সেই নাহি পায় তাহারে হিয়ায়?
বংশগত বৈরীভাব না করি মনন
রোমিও সে জুলিয়েটে সঁপিয়াছে মন;
জুলিয়েট সে রোমিও বিহনে না জানে,
মরণের পথে বিধি শেষে দোঁহে টানে।

দেসডেমোনা

পরের কল্যাণ সাধি' কেহ সুখ পায়,
পরের অহিতে সুখ কাহারো হিয়ায়।
ইয়াগো সে সয়তান হ'তে বিভীষণ
সংশয় সতীত্বে তব করিয়া সৃজন
তোমার পতির তব আনিল মরণ,
কি ভীষণ প্রতিশোধ অলীক কারণ!
পতি পত্নী-অনুরাগ পবিত্র সুন্দর,
যদ্যপি সন্দেহ পশে তাহার ভিতর
পরিণাম এইরূপ হয় গুরুতর,
পতি তব করে যাহা করে অন্য নর।
ওথোলা, তোমার তরে জাতি কুলধন,
যে বালিকা হেলাভরে দিল বিসর্জ্জন,—
নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা—ত্রিদিবের জ্যোতি
কিবা তার পরিণাম, কিবা তব গতি!

বুভুক্ষা ("Great Hunger")

শাশ্বত বুভুক্ষা জাগে হিয়ার ভিতর,
কোথা শান্তি পরা তৃপ্তি খুঁজে সদা নর।
ধনমান যশোলাভে নাহি তৃপ্তি তার,
ভোগ শুধু বৃদ্ধি করে বুভুক্ষা হিয়ার।
ত্যাগের উজ্জ্বল পথে—পরের কল্যাণে
আপনারে সঁপে যেই দেয় মন প্রাণে

শাশ্বত শান্তির দ্বার মুক্ত তার তরে,
নর-সেবা করে যেই পায় সে ঈশ্বরে।
বহুরূপ ধ'রি এক ঈশ্বর ঘুরিছে,
নর-সেবা করে যেই ঈশ্বরে সেবিছে।
আলোক পথের যাত্রি! হে হোম পিটার
দারুণ বুভুক্ষা ছিল হিয়ায় তোমার।
পূরিল না তাহা পেয়ে যশ ধন জন,
ত্যাগেই হেরিলে শেষে সার্থক জীবন।

পাহাড়পুরের স্তূপ

মৃত্তিকা সমাধি হ'তে কিবা অপরূপ
নানা চিত্রে বিভূষিত অট্টালিকা স্তুপ
আবিষ্কৃত, ফল ফুল প্রাণী বিহঙ্গম
কত রকমের কত চিত্র মনোরম
শোভে বহু-কক্ষশালী অট্টালিকা-গায়,
হেরিলে নয়ন দু'টি জুড়াইয়া যায়।
সহস্র বরষ আগে ভারতভিতর
ছিল কত সুনিপুণ শিল্পী কারিকর
প্রকৃষ্ট প্রমাণ তার, যে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান
রেখে গেছে ভরে এবে বিস্ময়েতে প্রাণ
বরেন্দ্র সভ্যতা-কেন্দ্র ছিল এককালে,
প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডে সে বারতা জ্বলে।
ভারতের অতীতের গৌরব-কেতন,
দরশক দলে দলে করিবে দর্শন।

ত্রিস্রোতা

বিদরি' পাষাণ-হিয়া বনানী প্রান্তর
মুখরি' অম্বর-ভেদী নাদে নিরন্তর
বিরাট বিহগী মত অয়ি কল্লোলিনি !
ছুটেছ অসীমে ধেয়ে দিবস-যামিনী।
ক্ষুদ্র বীচি বুদ্‌বুদ্‌ বুকেতে কোথায়,
বিপুল তরঙ্গভঙ্গ কোথা দেখা যায়।
কোথাও কূলটি ভাঙ্গি', কোথাও গড়িয়া
সুদূর সাগরপানে চলেছ ছুটিয়া।

মানস-প্রতিমা তুমি অয়ি স্রোতস্বিনি !
ছুটেছ যাহার পানে হ'য়ে উন্মাদিনী,
পেয়েছ সন্ধান তার—যারে আমি চাই
কতই সন্ধান করি' খুঁজিয়া না পাই।
অপূর্ণ রহিবে চির বাসনা আমার ?
কহলো পাইব কিনা মোর পারাবার ?

কলিকাতা

যেন এক মহানাগ—নিঃশ্বাসের ধ্বনি
নিয়ত উঠিছে ঊর্দ্ধে ত্যজিয়া অবনী।
অহরহ কলরব, কৃষ্ণধূমরাশি
গগনের গায় বায় যায় সদা ভাসি'।
বিহগ-কাকলি নাই, নাই আলো ছায়া,
শ্যামল হরিতে নাই অপরূপ মায়া

ধন-গর্ব্ব প্রতিপত্তি মূরতি লইয়া
স্তূপাকার ইষ্টকেতে পড়েছে ছড়িয়া।
আছে হেথা কর্ম্মশক্তি প্রাণের স্পন্দন,
কিন্তু কৃত্রিমতা-ভরা সকল জীবন।
মনে মুখে মিল নাই--বিজ্ঞ মহাপ্রাণ
আছে কিন্তু পাপে ইহা নরক-সমান।
বঙ্গগর্ব্ব, এশিয়ার মুকুট-ভূষণ,
দোষে গুণে এ বিরাট পুরী অতুলন।

বেলুড়মঠে

যেখানে নিঃস্বার্থ ত্যাগ সম্ভ্রমের সনে
মাথা সেথা হয় নত—যাহার পিছনে
মহান্ আদর্শ এক জ্বলন্ত রয়েছে,
বিভুসেবা নরসেবা মিলিত হয়েছে,
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি যথা জ্বলে পাশাপাশি,
রামকৃষ্ণ-বিবেকের পুণ্যস্মৃতিরাশি,
সেথা এলে ভক্তিভরে শির হয় নত,
দূরে যায় হিয়াটির হীন ভাব যত।
এই মত মঠ চাই পল্লীতে নগরে,
ত্যাগ-সেবা আদর্শেতে যাক্ দেশ ভ'রে
তরুণ যুবকগণ! আদর্শ মহান্
যুগগুরু আসি' যেই ক'রে গেছে দান
সে আদর্শ ধ'রে চল—নবীন তপন
উজল করুক্ পুনঃ ভারত-গগন।

শান্তিনিকেতন

দিশি দিশি নিতি নিতি অশান্তির বাণী,
তার মাঝে কবি তুমি শান্তিকুঞ্জখানি
রচিয়াছ পল্লীবুকে, রাজপুরী হ'তে
আশ্রম গড়েছ দূরে নিরালা নিভৃতে।
নাই হেথা জনগণ-কলকোলাহল,
আলো ছায়া খোলা মাঠ মধুর শ্যামল,
বিহগ-বিহগী-তান পল্লব-কম্পন
তার মাঝে রাজে তব শিক্ষায়তন।
প্রকৃতির সনে সদা প্রাণের মিলন,
অন্তরাত্মা সনে এক সংযোগ-সাধন।
পিতা তব বসি' হেথা করিতেন ধ্যান,
মহান্ আদর্শ তার ভরি' এই স্থান।
হেথায় লভেছে যেই শান্তি তব মন,
বারতা তাহার ছায় নিখিল ভুবন

গঙ্গা

হিমগিরিনন্দিনী
কল-কল-নাদিনী
যুগ-যুগ-বাহিনী
গঙ্গা।

পুণ্য-প্রবাহিনী
ত্রিতাপ-নাশিনী
কলুষ-হারিনী
গঙ্গা।

কত গিরি প্রান্তর
জনপদ নগর
বাহি' গেলে সাগর
গঙ্গা।
পরমা শান্তি কোলে
দিব্য সুষমা বোলে
পুণ্য সিনানে জলে
গঙ্গা

হরিদাসের সমাধি

মাথার উপরে অসীম আকাশ অসীম সাগর পাশে,
মহা কলরোল উঠে দিবানিশি যেথায় অসীম-আশে,
মহা শান্তিতে সুপ্ত সেথায় ভকত-কুলের মণি,
লক্ষ অধিক হরিনাম নিতি নিতি যেই গণি' গণি'।
অসীমে আপনা সঁপেছিল যেই যোগ্য ঠাঁই এ তার,
অসীম বাজায় বাঁশরী নিতিই কাণে তার অনিবার।
কত বৈষ্ণব ভকতগণের সঞ্চিত আঁখি নীরে,
তীর্থ এ ঠাঁই যে আসে হেথায় পূতভাব হিয়া ঘিরে।

পুরীতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধিস্থলে

এইখানে দেবশিশু পড়িয়াছে ঘুমিয়া।
কত তার প্রেমভক্তি
ভগবদনুরক্তি
সত্য-অনুরাগ কত হিয়া ছিল ভরিয়া!

নিঝর সাগরটানে
ধায় যথা বিভুপানে
নিশিদিন ভাবভরে যেত সেই ছুটিয়া।
দেবতা-চরণতলে
দেবশিশু গেছে চ'লে
স্মৃতি তার মিশে আছে তপোবন ভরিয়া ॥
প্রতি তরু প্রতি লতা
কহে তার স্মৃতিকথা
সমাধি-মন্দির তার রহিয়াছে পড়িয়া।
এ যে পুণ্যভূমি অতি
ভকত-উদ্দেশে নতি
করিয়া আশীস্ তার নেরে মন মাগিয়া ॥

দিল্লী

"Stop! for thy tread is on an Empire's dust."

হিন্দু ও মোগলের গৌরব-শ্মশান,
কত স্মৃতি হেথা এলে ভরে হিয়াখান!
কোথা সেই ইন্দ্রপ্রস্থ কৌরব পাণ্ডব,
কোথা সেই অতুলন বীরত্ব-বিভব?
সিংহ-সম সেই যুগে ছিল প্রতিজন,
পদভরে তাহাদের কাঁপিত ভুবন।
সে তেজ বীরত্ব আর না হেরি জগতে,
মেষপাল চরে এবে সোনার ভারতে।

হেথা এলে মনে পড়ে পৃথ্বীরাজ-কথা।
পাপী জয়চন্দ্রের ক্রূড়তা নীচতা॥
মোগল-পাঠান-সূর্য্য হেথা অস্তমিত,
ভস্মস্তূপ হেথা হোথা এখনো সঞ্চিত।
শ্মশান উপরে গড়া নব রাজধানী,
কত ভাব হেথা এলে ছায় হিয়াখানি!

বারানসী

"Sweet city of dreaming spires"

ভারত-হৃদয়াকাশে চাঁদিমা মোহন
প্রাসাদে দেউলে শোভে পুরী অতুলন।
পুণ্যতোয়া সুরধুনী-নীরে করি' স্নান,
বিশ্বনাথ-জয়গাথা করে সবে গান।
বুভুক্ষিত অন্নহীন কেহ কোথা নাই,
মহান্ আনন্দ কাশী ছাইয়া সদাই।
হরিশ্চন্দ্র-বুদ্ধ-স্মৃতি হেথা জেগে উঠে,
তুলসী-অহল্যা-কথা মনে উঠে ফুটে।
সাধুজন পদস্পর্শে ধূলি পবিত্রিত,
সুবিমল ভাবে হেথা পূর্ণ হয় চিত।
হিন্দু মহামিলনের এই পুণ্যস্থান,
হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় গৌরব মহান্।
দিবস নিশীথে হেথা হয় ধর্ম্মগাথা,
'জয় বিশ্বেশ্বর জয় জগতের পাতা'।

জন্মভূমি

জন্মভূমি

ওগো আমার জন্মভূমি
নমি তোমার দুটি চরণ।
কোথা হেন সুনীল আকাশ
সুবাসিত মধুর বাতাস
কোথায় এমন সুশোভিত
গিরি নদী প্রান্তর বন ?
কোথায় হেন বিহগ-গীতি
মরম মাঝে প্রেম প্রীতি
মরতধামে কোন্ দেশ সে
স্বরগ-মতন বিমোহন ?
সে তুমি মোর জন্মভূমি,
নমি তোমার দুটি চরণ।

অর্ঘ্য

চরণতলে সিন্ধু দোলে ভালে শোভে হিমগিরি,
সুশ্যামল বক্ষখানি পঞ্চসিন্ধু গঙ্গা ঘিরি' ;
যেথা প্রতিভাত প্রথম জ্ঞানারুণ আলো উজল,
যেথায় ছিল রাজা রাম ভীষ্মার্জ্জুন-বীরেন্দ্রদল,
মোদের পিতা পিতামহের চরণধূলি সনে যার,
গরীয়সী জন্মভূমি নমি চরণতলে তার।

বুদ্ধ-শঙ্কর-রামানন্দ-নানক-গৌরাঙ্গ-ধাত্রী,
মোহন-রামকৃষ্ণ-বিবেক-গান্ধীর জনমদাত্রী,
সুর-তিলক-অর-চিত্ত-মতি-লজপত-ভূমি,
লক্ষ লক্ষ যুবা যার ধন্য পদধূলি চুমি',
পুণ্যভূমি ভারতভূমি জ্ঞানদাত্রী এসিয়ার,
বিশ্বালোক-কেন্দ্রলোক লও প্রীতি এ হিয়ার।

প্রেম-করুণা-অবতার
দেশে দেশে প্রচারিত মহিমা যাহার,
ভুলিয়া তোমার বাণী তাপদগ্ধ ধরাখানি
নিখিল জীবের শুধু অশ্রু হাহাকার।
তোমার সে মন্ত্র চাই সাম্য মৈত্রী প্রীতি চাই
আত্মজয় বিনা নাই মুকতি কাহার,
পড়ুক অবনী ছেয়ে আলোক তোমার॥

গোরা

হরিপ্রেমে মাতোয়ারা
আকুল পাগল পারা
নয়নে ভাবের অশ্রু অঙ্গে শিহরণ,
ভাবে করে ছুটাছুটি
ধরা' পরে পড়ে লুটি'
প্রেমের ঠাকুর যার না হয় তুলন ;

অধরে অমিয় হাস
বদনে মধুর ভাষ
পতিত অধমে করে কোল বিতরণ,
শচীর নয়নমণি
অতুল প্রেমের খনি
প্রেমের বারতা তার ভরুক্ ভুবন।

রামকৃষ্ণ

নিশিদিন ভাবভরে আকুল বিভোর,
ব্রহ্মময়ী মায়ে ডাকে আঁখিভরা লোর,
ভাবের নিঝর বুকে অমিয়-ভাষণ মুখে
কথামৃত দূর করে অপ্রত্যয় ঘোর।
ধর্ম্মে মৈত্রী-মন্ত্র তার ছা'ক চরাচর॥

বিবেকানন্দ

বিবেক-বিমল-জ্যোতি মূর্ত্ত হয়ে বিকশিত,
প্রতিভা-প্রভায় যার দশ দিশি আলোকিত,
অতুল জ্ঞানের খনি সাধক কুলের মণি
মানব-সেবায় যার কর্ম্মধারা নিয়োজিত,
ধন্য এ ভারত পেয়ে নেতা হেন অতুলিত।

প্রতাপসিংহ

যে সংগ্রাম করেছিলে স্বাধীনতা তরে
দুঃখ কষ্ট সহি' ঘুরি' কানন ভূধরে
পঞ্চবিংশতি বর্ষ তাহার তুলনা
মিলেনা, হেরিনা হেন তেজ উদ্দীপনা।
গৃহশত্রু বহিঃশত্রু হ'তে বিভীষণ,
গৃহশত্রু তব পরাভোগের কারণ।
স্বজাতীয় নৃপগণ নবাবের সনে
মিলে চেয়েছিল তব স্বাধীনতা-ধনে
হরিবারে, কিন্তু তব আত্মাটি অজয়—
স্বাধীনতা ক্ষণতরে করেনি বিক্রয়।
সাফল্য-মণ্ডিত শেষে সাধনা তোমার
হয়েছিল, পেয়েছিলে রাজত্ব আবার।
প্রতাপেতে সিংহসম, তোমার তুলনা
তুমিই, না হেরি হেন স্বাতন্ত্র্য-সাধনা।

শিবাজী

'শঠে শাঠ্যং সমাচর' এ কূট পদ্ধতি
ধ'রে চলেছিলে তুমি মহান্ নৃপতি।
দমাতে তোমায় যারা করেছিল ছল,
পেয়েছিল তারা তার যোগ্য প্রতিফল।
যেই ভাবে রাজ্য গড়ে জগতে অপরে,
সেই ভাবে রাজ্য তুমি তুলেছিলে গড়ে।
সাধু যারা হাত নাহি দেয় পরধনে,
রাজা হয় পরধনলোভী দস্যুগণে।

ইতিহাস এনে দেয় এই ভাব মনে,
তুলনা ইহার মিলে নিখিল ভুবনে।
হিন্দুর গৌরব নেয় অপরে হরিয়া,
বুদ্ধি-বাহুবলে তাহা আনিলে ফিরিয়া।
হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য, হে রাজা শিবাজী,
কাহিনী তোমার গর্ব্বে ভরে হিয়া আজি।

অরবিন্দ

সৌম্য শান্ত ত্যাগবীর তাপস মহান্,
যুগশ্রেষ্ঠ ভারতের বরেণ্য সন্তান,
তমসা-আবৃত এবে ভারত-গগন,
সমাজে ধরমে রাষ্ট্রে মসী-আবরণ ;
নব জ্যোতি লয়ে এস ত্যজি' যোগাসন,
যুগান্তের তমোজাল হোক্ নিরসন।
স্বাধীন সবল চিন্তা করিতে শিখাও,
ক্লীবতা হৃদয় হ'তে দূর করি' দাও।
ধরমে প্রতিষ্ঠা কর জ্ঞানের উপরে,
সমাজের কুসংস্কার দাও দূর ক'রে।
সঙ্ঘশক্তি সাম্য মৈত্রী আন রাষ্ট্র মাঝে,
যোগ্য স্থান লভি মোরা জাতির সমাজে
ভারত-গৌরব-ভাতি পড়ুক্ ছড়িয়া,
জাতিরে সে গৌরবের পথে যাও নিয়া।

লালা লজপত রায়

পাঞ্জাব-কেশরী লজপত নাই।
জ্ঞানে গরীয়ান্ সাহসী ধীমান্
ভারতের শ্রেষ্ঠ নন্দন নাই।
দেশহিতব্রত করিতে সাধন
ক'রে গেছে সেই জীবন-অর্পণ
ব'রে নিয়েছিল কত নির্য্যাতন
তুলনা তাহার নাই।
পঞ্চনদ বহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
হিমগিরি ওই উঠিছে কাঁপিয়া
সিন্ধু পড়িছে লুটিয়া লুটিয়া
কাঁদ দেশবাসী ভাই।
ভারত মাতার শ্রেষ্ঠ রতন
আর এ ভারতে নাই।

মতিলাল

মাতার তুলাল মতিলাল নাই
ভারত-গগন হ'তে,
উজল নক্ষত্র পড়েছে খসিয়া
অসীম কালের স্রোতে।
প্রজ্ঞায় সে বৃহস্পতি সম
বীরের মতন হিয়া,
দেশহিত-ব্রতে দধীচির মত
গেছে প্রাণ সমর্পিয়া।

যে যেথায় আছ ধরণীর মাঝে
ভারতের নর-নারী,
জাতির জনক গিয়াছে চলিয়া
ফেলহ অশ্রুবারি।
জাতীয় যজ্ঞ-পুরোহিত গেছে
যজ্ঞ মুক্তি তরে
সমাধা হয়নি সমাপন কর
পদরেখা তার ধ'রে।
অমোঘ তাহার ত্যাগের মন্ত্র
সবাই লহগো বরি'।
"মতিলালজীকি জয়" গাহ সবে
গগন কম্পিত করি'।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

কি প্রাণ-তরঙ্গ-লীলা পাদপে প্রস্তরে
লতিকায় অণুপরমাণুর ভিতরে
পেয়েছ হে বৈজ্ঞানিক তাপস মহান্!
সারা বিশ্ব ছেয়ে তুমি হের এক প্রাণ।
পাদপের প্রাণ আছে ঋষিরা সে কথা
কয়েছিল কিন্তু তাহা ছিল উপকথা।
প্রমাণ করিয়া তাহা দেখালে মহীতে,
বেতারের পূর্ব্বাভাস দিয়াছ ইঙ্গিতে।
বিজ্ঞান-মন্দির গড়ি' পূজা-আয়োজন
করেছ যা' সার্থক হোক্ মহাত্মন্!

নব উদ্ভাবন শিখি' যুবকের দল
বিস্মিত করুক্ সবে অবনীমণ্ডল।
মানবের জ্ঞান-সীমা করেছ বর্দ্ধন,
নমি তব কাছে ঋণী নিখিল ভুবন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

আপনভোলা শিশু-সরল উদার মহাপ্রাণ,
দেশের হিতে নিজ যা' কিছু করেছ সব দান।
চিরকুমার নবযুগের ভীষ্ম তুমি ধীর,
যুগের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক জ্ঞানে সুগভীর।
নব নব উদ্ভাবন করেছ তুমি কত!
গড়েছ শিষ্য-সম্প্রদায় উদ্ভাবনা-রত।
উদ্যোগী হ'য়ে শিল্প নব গড়েছ দেশ মাঝে,
অর্থশক্তি নিয়োগিছ খদ্দর-প্রচার-কাজে।
বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মড়ক-কথা শ্রুতিগোচর হ'লে,
সেবার কাজে লেগে যাও তুমি লয়ে যুবকদলে।
দেশের যুবগণের হিত চিন্ত সর্ব্বদাই,
লক্ষপুত্র তোমার আছে পুত্র যদিও নাই।
দীনবন্ধু ছাত্রবৎসল তাপস ত্যাগবীর,
গুণমুগ্ধ ভক্ত তোমায় সম্ভ্রমে নোয়ায় শির।

বাংলা

বাংলা মায়ের স্নেহের কোলে
কতই শান্তি ভালবাসা!
কোথায় এমন উদার আকাশ
বাতাস চিত্ত-আবেগ-নাশা!
কোথা সুনীল আকাশতলে
ক্ষেতে সোনার ফসল ফলে
বিহগ উড়ে রাখাল গায়
তটিনী বয় দুকূলহাসা!

প্রাণে প্রাণে কোথায় এমন
প্রীতির ডোর মধুমিলন
চিত্ত কোথায় ভাব-প্রবণ
হৃদয়হরণ গান ভাষা!
ওমা আমার সোনার বাংলা
লও এ প্রাণের ভালবাসা।

বিলাস

দেশে এত দুঃখ দৈন্য, বিলাসের স্রোত
তবু ঘরে ঘরে আজ বহে ওতপ্রোত।
হেজ্‌লীন্ পমেটম্ শ্বেত পাউডার
এসেন্স বিলাতী 'সোপ' তেল ল্যাভেণ্ডার
বিলাসিনী রমণীর দুই বেলা চাই,
নতুবা অধরে তার হাসিলেশ নাই।

চোখেতে চশমা চাই বাম হাতে ঘড়ি,
বুকে ফাউন্টেন পেন্ ডান হাতে ছড়ি,
পকেটে টর্চ্চটি চাই নৈলে যুবজন
কেমন দেখায় যেন বিষাদ-মগন।
কিবা ধনী কি নির্ধন মজুরের দল
চা কফি না পান হ'লে বিষম বিকল।
সাইকেল মটর ছাড়া বাবুরা চলে না,
কষ্টসাধ্য কাজ কেহ স্বহস্তে করে না।
দেশের সকল অর্থ দেশ ছাড়ি' যায়,
দেখিয়া দেশেতে কেহ নাহি দেখে তায়।
সর্ব্বনাশী কি যে এক মোহ-আবরণ
ছেয়ে গেছে সকলের জ্ঞানের নয়ন।
এমন বিলাস স্রোত বেশী যদি আর
বহে এই দেশখানি হবে ছারখার।

জাতীয় মৃত্যু

দেশের শিল্পীরা সব অন্ন বিনে মরে,
বেকার যুবক কত আত্মহত্যা করে,
ঘরে ঘরে দরিদ্রের করুণ ক্রন্দন,
তবু দেশজাত মোরা করিয়া বর্জ্জন
বিদেশীর দ্রব্য কিনি! মূঢ় হেনতর
না মিলে দ্বিতীয় খুঁজে ভুবন ভিতর।
যে যেথা জার্ম্মান্ আছে ইটালীয় যেথা
স্বদেশের দ্রব্য তারা কিনে তারা সেথা।

বৃটনের দ্রব্য কিনে বৃটন-নন্দন,
বিদেশীর দ্রব্য নাহি ছোঁয় জাপগণ।
প্রধান সমৃদ্ধিশালী তাহারা মহীতে,
আমাদের স্থান কোথা! বুঝিয়া বুঝিতে
নাহি চাই—বিদেশীর ফাঁস মোরা পরি'
মূঢ়ের মতন সবে ধীরে ধীরে মরি।

বিপ্লব

সমাজে ধরমে রাষ্ট্রে আচার বিচারে
নারীর সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান-আগারে
নবীনে প্রবীণে চাষী মজুর সমাজে
চলেছে বিপ্লব-ভাব ভাবনায় কাজে।
বেদবাক্য ব'লে যাহা নিত আগে মেনে,
উড়াইয়া দেয় এবে সন্দেহের সনে।
নবীন মনের ভাব এনেছে বিজ্ঞান,
বিচার করিছে সবে সব অনুষ্ঠান।
যুক্তিহীন যাহা দেয় ফেলে হেলাভরে,
অবিচার অত্যাচার সনে রণ করে।
আপনার স্বার্থ সবে নিয়েছে বুঝিয়া,
ন্যায্য অধিকার সবে নিতেছে যুঝিয়া।
বিচারবিহীন অন্ধপ্রতীতি-সময়
চ'লে গেছে, হইয়াছে নবযুগোদয়।

মুক্তি

মুক্তির আজ এসেছে দিন।
গরীব মজুর কৃষক কুটীরে
পরের পাদুকা ছিল যার শিরে
অস্পৃশ্য যাহারা জাগে সবে ধীরে
মানুষ সবাই নহেক হীন
মুকতির বায় দেশে দেশে বয়
কবি চিন্তাশীল বারতা সে কয়
অন্ধ ভীরুতা ক্রমে পায় লয়
জাগে শৃঙ্খলিত নিঃস্ব দীন
পরাধীন কয় "মানুষ আমরা
মানুষের অধিকার চাই ত্বরা"
শূদ্র কহিছে, "মানিনা আমরা
বিপ্রবিধান হৃদয়হীন।
কৃষক কহিছে, "আমি আর নরে
খেটে খেতে দিই দেহ জল ক'রে
মোরে তবু সবে হেরে হেলাভরে
নাহি যেতে দিব এমতে দিন।'
গৃহকোণ-কূপে বন্দিনী মত
যুগ যুগ ধরি' ছিল নারী যত
মুক্তি-মন্ত্র হ'ল যবে শ্রুত
বাহির হইয়া আসিল তারা।
অতীত যুগের যত অবিচার
পুঞ্জিত যত ছিল কুসংস্কার
যায় মনুষ্যত্ব জাগিছে উদার
গড়িছে জগৎ নূতন ধারা।

খদ্দর

ভারতের মাটী হ'তে যেই তুলা হয়েছে,
তোমারই ভাইবোন চরকায় কেটেছে।
তোমারই তাঁতি ভাই বুনেছে তা' ঘরে ঘরে,
বিদেশীর গন্ধ ভাই নাই কোন খদ্দরে।
ভাই-ভগিনীর প্রতি জননী-স্নেহ-রাশি
খদ্দর সনে কেন ইতর ভদ্র চাষী।
যান্ত্রিক সভ্যতার পাপলেশ এতে নাই,
ধনী ও শ্রমিক মাঝে কলহ নাই ভাই;
শ্রমিকের নাহি হয় নৈতিক অধোগতি,
কুটীরে হয় ইহা বিশুদ্ধ শ্রমে অতি।
ঘর ঘর খদ্দর যে যথায় পর ভাই,
ভারতের ধন যেন নাহি যায় ভিন ঠাঁই।
দীন ভাই ভগিনী মরে দেশে অন্ন বিনে,
অন্ন দাও জনে জনে খদ্দর সবে কিনে।

মহাত্মার প্রায়োপবেশন দিবস

ধরম তোমার নয় আচার বিচার,
হে হিন্দু প্রমাণ আজি দেহ তুমি তার।
যুগে যুগে দলিয়াছ যাহারে চরণে,
আলিঙ্গন কর আজ তারে প্রীতি সনে।
মানবের দেহ যদি ছিন্ন ভিন্ন হয়,
মরণ তাহার ঠিক নাহিক সংশয়।
তোমার সমাজ যদি ছিন্ন হ'য়ে যায়,
মরণ তাহার নাই সন্দেহ তাহায়।

যুগগুরু বসেছেন আজ অনশনে
তোমার সমাজ-ঐক্য-রক্ষণ-কারণে।
পতিত অস্পৃশ্য করি' রেখেছ যাহারে,
ন্যায্য অধিকার সব দাও তুমি তারে।
নতুবা মহাত্মা ধীরে ত্যজিবে জীবন,
ঘোষিবে কলঙ্ক তব নিখিল ভুবন।

মহা আলোড়ন

হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি
গান্ধার হ'তে পূরব জলধি
এক ভাব রব শুধু নিরবধি
'অনশনে মৃত্যু-দুয়ারে গান্ধীজি'।
ভারতের নারী ভারতের নর
যে যেথায় আছে কম্পিত অন্তর
বিভুপায় সবে মাগে এক বর
'রক্ষ জগদীশ মোদের গান্ধীজি'।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু গোদাবরী
বহে বুকভরা ব্যথা ব্যক্ত করি'
মাতা বসুমতী উঠিছে শিহরি'
আশঙ্কা হিয়াতে কেমন গান্ধীজি।
দিশি দিশি এক মহা-আলোড়ন
অস্পৃশ্যেরে করে স্পৃশ্য আলিঙ্গন
মুক্ত সর্ব্বতরে মন্দিরে তোরণ
সার্থক ব্রত, জীবতু গান্ধীজি।

অনশন-ভঙ্গে

(২৬শে সেপ্টেম্বর বেলা ৫টার সময় নেতৃবৃন্দের চুক্তিপত্র বিলাতের প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া আসিলে মহাত্মাজি উপসনান্তে অনশন ভঙ্গ করেন।)

পরিপূর্ণ মনোরথ ভগ্ন অনশন-ব্রত
প্রতি হিয়া হ'তে গুরুভার বিদূরিত,
যুগে যুগে সাধনায় যে ধনে না পা'য়া যায়
রক্ষিত জীবন তার সবে পুলকিত।
ধূলির ধরণী 'পর আসেনি এমন নর
সাক্ষাৎ দধীচি যেন ত্যাগ-মহিমায়।
সত্য বজ্র সম ধ'রে পতিত আর্ত্তের তরে
অমূল্য জীবন পারে ডারিতে হেলায়॥
নমি তোমা ভগবান্ রক্ষিত বাপুর প্রাণ
নেতৃবৃন্দ তোমাদের সফল প্রয়াস।
উজ্জ্বল ত্যাগের জয় ভারতীয় ভবময়
বিভুপায় কৃতজ্ঞতা কর পরকাশ॥

শ্বেতপত্র (White Paper).

১

বিরচিত শ্বেতাঙ্গের সুবিধার তরে,
তাই নাম শ্বেতপত্র ? অক্ষরে অক্ষরে
অভিব্যক্ত অবহেলা জনমত প্রতি,
রাজপ্রতিনিধি হাতে ক্ষমতা যেমতি
ন্যস্ত তাহা স্বদেশেতে নাই নৃপতির,
নাই তাহা হিট্‌লার মুসৌলিনীর।

ভারতীয় নাবালক তোমরা সকল,
তোমাদের শুভ বুঝে শ্বেতাঙ্গ কেবল,
শ্বেতাঙ্গেরে মেনে চল—ভারতে স্বরাজ
ইহাই—ইহাই দিতে প্রস্তুত ইংরাজ।
রুটি চাহি শিলাখণ্ড পায় কোন জন,
পেয়েছে তেমতি চিজ্ ভারত-নন্দন।
হায় মূঢ় নাহি বোধ স্বাতন্ত্র্য-রতন
দানযোগ্য নয়-হয় করিতে অর্জ্জন।

২

উদারনৈতিক দল মেরুদণ্ডহীন,
শিশু তারা বয়সেতে হ'লেও প্রবীণ।
ইংরেজ যা' দেছে তায় তাহারা নাচিবে,
তাই পেয়ে স্বীয় স্বার্থ কৌশলে সাধিবে।
দেশের মানুষ যারা ভালবাসে দেশ,
ইঙ্গ-মনোভাব তারা বুঝে নেবে বেশ।
শ্বেতপত্র ভস্মস্তূপে ফেলে তারা দিবে,
নবীন ভারত এক গড়িতে চেষ্টিবে।

অশ্রুজল

অন্নদার দেশে আজ একি হাহাকার!
'অন্ন চাই' 'অন্ন চাই' রব চারিধার।
অর্দ্ধ নগ্ন অর্দ্ধ ভুক্ত কোটি কোটি নর,
আশা ভাষা নাই যেন পশু হীনতর।
জগতে সভ্যতালোক দিয়াছে যাহারা,
তাদের সন্ততি আজ জ্ঞানালোক-হারা!

শৌর্য্য বীর্য্যে যেই দেশ ছিল গরীয়ান্,
সে দেশে হয়েছে নর মার্জ্জার সমান।
অজ্ঞতায় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারত,
শাসন-তন্ত্র না গণে জনগণমত।
বিদেশী দেশের ধন লুটি' নিয়ে যায়,
নিরুপায় বাক্‌হীন দেশবাসী চায়।
মৃত্যুর করাল ছায়া দেশের উপর,
ভাবিলে নয়নে বহে অশ্রুর নিঝর।

প্রেমের স্বর্গ

মানুষে মানুষে যতই বিভেদ হউক সকল দূর,
বিশ্বপ্রেমে হউক পূর্ণ সকল হৃদয়-পুর।
সাদা ও কালোতে বামুন শূদ্রে ছোট ও বড়তে ভেদ
হউক বিলীন, যাক্ ধরণীর যতই কলহ-ক্লেদ।
মাথার উপরে এক ভগবান্ সকল মানুষ ভাই,
মানুষে মানুষে দ্বন্দ-বিবাদ হউক সকল ছাই।
কামান বন্দুক গোলা ও বারুদ উড়োপোত রণতরী
হউক ধ্বংস মনুর বংশ আর না ধ্বংস করি'।
হিংস্র জন্তু মানুষ নহে গো দেবতা রয়েছে নরে,
ইতর জন্তু মত নর কেন কলহ করিয়া মরে ?
সাম্য-মৈত্রী-মধুর-মন্ত্র ফেলুক্ অবনী ছেয়ে,
মানুষ দেবতা ধরাখানি যাক্‌ প্রেমের স্বর্গ হ'য়ে।

———

সুদূর ভবিষ্যতে

সুদূর ভবিষ্যপানেতে চাহিয়া দেখিনু মানব যত,
মৈত্রীসূত্রে হয়েছে বদ্ধ বিভেদ হয়েছে হত।
সাদা ও কালোতে বৃহৎ ক্ষুদ্রে বিরোধ হয়েছে দূর,
মহাকুরুক্ষেত্র হ'য়ে গেছে যেন মহামিলনের পুর।
বিরোধের সনে শান্তির বাদ বুঝেছে সকল নর,
দেশে দেশে তাই মিলনের লাগি বিয়াকুল অন্তর।
লেখনী নিয়েছে তরবারি স্থান প্রেম বিরোধের ঠাঁই,
মাথার উপরে এক ভগবান্ সকল মানুষ ভাই।

কাব্যগুচ্ছ

তৃতীয় খণ্ড

অরুণরাগ

গোধূলি

জ্যোছনা

মদীয়

পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয়

ত্রৈলোক্যনাথ দাস

ও

পরমশ্রদ্ধেয়া জেঠীমাতা ঠাকুরাণী স্বর্গীয়া

মোক্ষদায়িণী দেবীর

পুণ্য-স্মৃতি

উদ্দেশে

অরুণরাগ

ভাঙ্গাবীণা

কি সুর আমি শোনাব এ
ভাঙ্গা বীণার তারে।
গেয়ে গেছে কতই কবি
তোমাদের এ দ্বারে।
প্রাণে তাদের ছিল সুখ
উৎসাহেতে ভরা বুক
নিতিই প্রীতি দেছে তারা
গীতিসুধার ধারে।
ভগ্ন এই পরাণবীণ্
দুখব্যথায় উদাসীন
ভাঙ্গা সুর শুধুই বাজে
তাহার তারে তারে।
ভাঙ্গা বুকের ভাঙ্গা কথা
তা' শুনাব বা কারে ?

অরুণরাগের প্রতীক্ষা

তমসা-আবৃত এবে ভারত-গগন,
এ অমা-রজনী কবে হ'য়ে নিরসন
অপূর্ব্ব অরুণরাগ উঠিবে ভাতিয়া,
সেই আশা লয়ে বুকে রয়েছি চাহিয়া।
পূরিবেনা আশা এই রহিতে জীবন ?
না পূরে দিওনা টু'টে এ স্বর্ণ-স্বপন।

হিন্দু

বেদোপনিষদ্ রামায়ণ মহাভারতের কথা আর।
যে জাতির লোক করেছে রচনা তুলনা কোথায় তার ?
ভাস কালিদাস ভবভূতি মাঘ ভারবী মধুর সুরে
কাব্যকুঞ্জে যেথা গায় স্থান কোথা হেন মরপুরে ?
ষড়্‌দর্শন করেছে রচনা যে দেশে মনীষিগণ,
হয়েছে যেখানে গূঢ় বিজ্ঞান-তত্ত্বের গবেষণ,
বুদ্ধ শঙ্কর নানক গৌরাঙ্গ যে দেশে বারতা দেছে,
সারা এশিয়ায় নিখিল জগতে সভ্যতা বিলিয়েছে,
মোহন ঠাকুর বিবেক গান্ধী ও কবি রবীন্দ্রের দেশ,
বসু ও রমণ এনেছে যেথায় নবীন ভাবোন্মেষ,
পুণ্যভূমি সে ভারতবর্ষ সে দেশের হিন্দুজাতি
এনেছে আনিবে দূর ভবিষ্যতে নূতন জ্ঞানের ভাতি।
ভাবুক সাধক কবি ঋষিদের পুণ্যস্মৃতিতে ঘেরা
মহান্ হিন্দুজাতি এ জগতে সকল জাতির সেরা।

পতিত ও ছাগ

এসেছে পতিত এক ছাগ বলি দিতে,
সলিলে ডুবায়ে তারে পবিত্র করিতে
কহিল পুরুত তারে—ছাগে ধোয়াইয়া
পূতচিত্তে পুণ্যনীরে আপনি নাহিয়া
আসিল পতিত যবে মন্দির-দুয়ারে,
ভিতরে ছাগটি লয়ে বাহিরে তাহারে
রহিতে পুরুত কহে,—বুঝিল সে নর
হীন ছাগ সেও তার চেয়ে পূততর।

রুদ্ধস্রোত

উন্মুক্ত প্রবাহ যদি বন্ধ হয়ে যায়,
আগাছা শৈবাল-জাল নদীবক্ষ ছায়।
স্বাধীন বিচারবুদ্ধি অবরুদ্ধ হ'লে,
জাতি ক্রমে ধেয়ে চলে মরণকবলে।
প্রাচীনেরা বুঝেছিল যাহা ঠিক তাই ?
মনু পরাশর পর বলিবার নাই ?
স্বাধীন বিচারবুদ্ধি রয়েছে সবার,
শুদ্ধ মনে কর সবে প্রয়োগ তাহার।
অসত্য অহিতকর সমাজের যাহা,
পরিহার সাহসের সনে কর তাহা।
ভাল যাহা বুঝেছিল করেছিল তারা,
ভাল যাহা বুঝ সবে কর সেই ধারা।
সে কাল এ কাল নয় গিয়াছে চলিয়া,
সেজ না পুতুল সবে মানুষ হইয়া।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু শত-বার্ষিকী

বিরাট জ্যোতিষ্ক সম আঁধার ভারত
আলোকিয়া এসেছিলে কে তুমি মহান্ ?
শত বর্ষ গত আজ গেছ মহাপ্রাণ,
প্রভাব তোমার দেশে এবে অব্যাহত।
বিভাকর বিভারাশি সীমাবদ্ধ নয়
ক্ষুদ্র স্থানে, পড়ে ব্যাপি' দিক্ দিগন্তর ;

প্রভাব তেমতি তব হে পুরুষবর
নহে বদ্ধ, র'বে ব্যাপি সকল সময়।
বিবেক-আলোকে অন্ধতমসা ত্যজিয়া
এ পতিত জাতে তুমি বলেছ চলিতে,
আলোকে যেমতি ছায়া পলায় চকিতে,
অসত্য প্রভাবে তব যেতেছে চলিয়া।
পরিপূর্ণ হোক্ তব বিরাট স্বপন,
এ জাতি জগতে স্থান লভুক্ আপন।

গ্যালিলিও

ধরণী অচল রবি ঘুরে তায় নিতি—
এই ছিল সেই যুগে ভাবনার রীতি।
তপন অচল ধরা ঘুরে পিছে তার
কহিলে হইল এক বিপ্লব চিন্তার।
অন্ধ-ধর্ম্মধ্বজগণ উঠিল রুষিয়া,
প্রাণ তব গেল কত যাতনা সহিয়া।
আত্মার শুভ ও তব মরণের পর
মাগিতে না দিল পোপ কুপিত অন্তর।
মেঘজাল তপনেরে ঢাকিতে কি পারে?
সত্য যা' হইল ব্যক্ত নিখিল সংসারে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এই ধরা ক্ষুদ্র কত
তব আবিষ্কার সনে হইল ব্যকত।
সেই হ'তে হইয়াছে নবযুগোদয়
সত্যের মহিমা বাড়ে মোহ পায় লয়।

খাঁটি মানুষ

চাষী মজুর মধ্যবিত্ত সঙ্গ তাদের চাই,
তাদের সাথে মিশে সাধ তাদের গান গাই।
রাজপ্রাসাদে কে বাস করে গরব-মোহে হারা,
শ্রম কাহারে কয় না জানে, জানে বিলাসধারা,
খাঁটি মানুষ তাহারা নয় আগাছা ভুঁইফোড়,
পরের শ্রমে খেয়ে বেড়ায় দস্যু বঞ্চক চোর।
সাধারণের সাথে তাদের প্রাণের যোগ নাই,
ঊর্দ্ধে ঝোলে কুষ্মাণ্ড যথা তারা ও সবে তাই।
দেহের রক্ত জল ক'রে জীবিকা যারা আনে,
রোদ বাদলে লাঙ্গল চষে যারা মধুর গানে,
চরকা কাটে তাঁত বুনে খাটে কারখানায়,
মাথার কাজ করে আর স্বপন নব ছড়ায়,
খাঁটি মানুষ তারাই ভবে তাদের সাথ চাই,
তাদের সুখ দুঃখের কথা সাধ হিয়াতে গাই।

তরুণদের প্রতি

সবুজ যারা তরুণ যারা ভবিষ্যতের আশাস্থল,
জীবন-পথ বহিয়া যাও নিয়ে নবীন বুকের বল
গৌরবের স্বপনজাল ভাসুক্ সদা চোখে সবার,
কর্ম্মপথ বহিয়া যাও লয়ে প্রবল ইচ্ছা হিয়ার।
আসুক ঝঞ্ঝা আসুক ঝড় স্থান দিওনা বুকেতে ভয়,
স্বপন-করম-শক্তিবলেই করে মানব দিগ্বিজয়।
কলম্বসের মতন কেহ অজানা দেশে ছুটে পড়,
ক্লাইভ বিজয়সিংহ মতন কেহ নূতন রাজ্য গড়

বিহগমত উড়োতরীতে কেহ ছুট বিমানগায়,
বহুক্ নব প্রাণহিল্লোল প্রতি শিরায় উপশিরায়।
ওয়াট আইনষ্টিনের মত কেহ তথ্য বাহির কর,
রমণ জগদীশের মতন কর আবিষ্কার সূক্ষ্মতর।
রবির মত উদারস্থরে গাহ কেহ প্রাণের গান,
স্বপন দেখ কেহ হ'বে প্রতাপসিংহ নেপোলিয়ান।
ওয়াসিংটন মত কেহ কর্বে প্রধান আপন দেশ,
বিসমার্ক মত হ'বে কার রাজনীতিতে বুদ্ধি অশেষ।
রকফেলার ফোর্ডের মত কর্বে কেহ মজুত ধন,
শিক্ষাতরে কেহবা দিবে কার্ণানি রাসবিহারী মতন।
আশুতোষের মতন কেহ শিক্ষায় আন্বে জাগরণ,
টাটার মত কর্বে কেহ নবীন শিল্প সঙ্গঠন।
গান্ধীর মত মাতাবে দেশ কেহ দেশপ্রীতিবন্যায়,
আনিবে মহা আলোড়ন কুয়েটা হ'তে কুমেরিকায়।
মানুষ পারে মানুষ যাহা করেছে এই অবনীতলে,
তোমরাও সবে বড় হও ইচ্ছা-করম-শকতি বলে।
ভারতমাতার আস্যখানি উজল কর তোমরা সবে,
কীর্ত্তিগাথা পড়ুক্ ছেয়ে তোমাদের এ বিশাল তবে।

গৃহকোণ-প্রিয়

গৃহের কোণে স্নেহের ডোরে বদ্ধ যারা রয়,
শান্ত শিষ্ট হব্য ভব্য তারাই অতি হয়।
মিষ্টভাষী আরামপ্রিয় দোদুল-কলেবর,
সাহস কারে কয় না জানে তাদের অন্তর।

দেশ-দেশান্তে ছুটে বেড়ায় যারা তেজের সনে,
মরুভূমি বনজঙ্গল পেরোয় দীপ্ত মনে,
অশ্বপিঠে উটের 'পর দিনের পর দিন
কাটায় যারা ফুল্ল মনে বিরামলেশহীন,
তাঁবু খাটায় যেখানে সাধ যা' পায় তাহা খায়,
বীরের মত বিক্রম তেজ তারাই ঠিক পায়।
ঘোরী তৈমুর জেঙ্গিস্ খান্ এমনি সবে ছিল,
শিবাজী রাণা এমনিভাবে স্বদেশ উদ্ধারিল।
বিজয়সিংহ স্বদেশ ছেড়ে কর্‌ল লঙ্কা জয়,
কলম্বসের মার্কিন-যাত্রা এমনি করে হয়।
স্নেহের ডোরে বদ্ধ মোরা বিলাস-মোহে হারা,
সাহস-কথা শুধুই কহি হাসে জগৎ সারা।

ক্রম-বিকাশ

যাযাবর বেশে নর প্রথম ঘুরিত,
তরুতলে পর্ব্বতের গুহায় শুইত ;
কুটীরের শ্রেণী পরে করিল গঠন,
হইল এরূপে গেহ পল্লীর সৃজন ;
হর্ম্ম্যরাজি তুলিল সে গড়ি' তারপর,
হইল গঠিত রম্য নগরী নগর ;
নগর পল্লীতে হ'ল দেশ-বিরচন,
দেশ হ'তে মহাদেশ ক্রম-বিবর্ত্তন।
প্রথম খাইত নর কাঁচা মাংস ফল,
পরে সব খায় দহি' প্রয়োগি' অনল।

প্রথম সে যেত চলি' শুধু হেঁটে পায়,
এবে চক্রযানে পোতে খ-যানে সে যায়।
ইন্দ্র চন্দ্র রবি অগ্নি পূজিত সে আগে,
উপাস্য একক ভাবে এবে তার জাগে।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকের দেবতা

অব্যাহত রয়েছে ক্ষমতা
অবিরাম সুখেতে মগন,
স্বরগ-লোকের যে দেবতা
এইরূপ তাহার জীবন।
আপনার রয়েছে সকল
কাঁদে প্রাণ তবু পর তরে,
মরলোকে সেই সে দেবতা
পূজা তার সব নর করে।

পর্দ্দা

(১)

চাঁদিমা জলদে ঢাকা থাক্ কেবা চায়?
নারী-মুখ শশী ঢাকা থাক্ পরদায়
মূঢ় যে তাহার সাধ—ঢাকিবার তরে
নহে রূপ বিভা যার দিক্ আলো করে।
ছিন্ন করি' অতীতের দাও আবরণ,
কোটি শশী বিতরুক্ বিমল কিরণ।
আঁধার জগতে নারী জ্যোতির আধার,
সে জ্যোতি রহিলে ঢাকা কি শোভা ধরার?

(২)

পদে পদে নারী প্রতি এত অবিশ্বাস ?
কলুষ-কালিমা তারে ছাইবে বাতাস
রৌদ্রকর লাগে যদি ? তাই গৃহকোণ-
পরদার নারীতরে ব্যবস্থা এমন ?
হায় নর কলুষিত তোমার অন্তর,
তাই তুমি সন্দিহান নারীর উপর।
শ্রীরূপা হ্রীরূপা নারী দেবী মূর্ত্তিমতী,
হীনমতি তুমি তাই তাহার দুর্গতি।

অহল্যাবাঈ

স্নান আহ্নিক প্রভাতে সারিয়া
শুনিয়া শাস্ত্রবাণী
অন্ধ খঞ্জ বধির স্থবিরে
বিলায় অহল্যারাণী
অন্ন বস্ত্র, বিপ্রের দল
যাহা চায় তাহা পায়,
উপাসনা আর পুণ্য-কর্ম্মে
দিনগুলি তার যায়।
অর্থী প্রার্থী যেই যাহা মাগে
কেহ না বিমুখ হয়,
পুণ্যশ্লোকা অহল্যারাণী
অযুত কণ্ঠ কয়।
রাজ্যের কাজ বিপুল জটিল
অহল্যা যতনে করে,
না হয় বঞ্চিত যে তাহার পাশে
আসে সুবিচার তরে।

তেজের সহিত করুণা সকলে
ভীতি ও ভকতি করে,
প্রজাহিতে দেয় মন্দির গড়ি'
বাপী কূপ রাজ্য ভরে।

পথ পান্থশালা নিৰ্ম্মিত কত
না হয় ঠিকানা তার,
ভবানী-প্রভাবে বিদূরিত যেন
অন্নের হাহাকার।

যৌবনে গেছে ভৰ্ত্তা চলিয়া
সুত নাহি ধরাতলে,
অহল্যা সঁপে বিভুপায় নিজে
জগতের মঙ্গলে।

বরযের পর বরষ এমতি
একে একে চ'লে যায়,
সময় পূরিলে অহল্যা চলে
করে সবে 'হায়! হায়!'

শত বরযের পর শত গত
যায়নি স্মৃতিটি তার,
ভকতির ভাব আনে মনে কথা
মহীয়সী মহিলার।

বিশ্বেশ্বরের বিষ্ণুপাদের
মন্দির কীৰ্ত্তি তার,
লাখে লাখে নর আসে সেথা লয়ে
ভাব মহাশ্রদ্ধার।

নর আজ আছে কাল চ'লে যায়
কীৰ্ত্তি তাহার রয়;
ভারতের নারী কি মহতী তার
অহল্যা পরিচয়।

নেপোলিয়ান

জনম অখ্যাতগৃহে কোর্শিকার দেশে,
সেথা হ'তে ফরাসীর রাজপদে বৃত।
প্রথম সামান্য এক সৈনিকের বেশে,
তারপর শ্রেষ্ঠবীর আসনে উন্নীত ॥
ঐতিহাসে নাহি হেন বীরত্ব কাহিনী,
তোমার তুলনা তুমি নাহি কোন আর।
কাঁপিত তোমার নামে নিখিল মেদিনী,
ইঙ্গ-শিশু নামোল্লেখে ঘুমাত তোমার ॥
ইচ্ছা-কর্ম্ম-শক্তি-বলে সামান্য যে নর
কি করিতে পারে তার তুমিই প্রমাণ।
কে আছে তরুণ হেন যাহার অন্তর
না হয় স্মরিয়া তোমা ভাবে কম্পমান ?
নিয়তি হইতে কর্ম্মশক্তি শ্রেষ্ঠ নয়,
পরিণাম হেরি তব হয় সে প্রত্যয়।

বীরের প্রত্যাবর্ত্তন*

দেশভক্তের শব ওই আসে
বিপুল বারিধি আছাড়ি লুটে,
ভারত জননী যেন পাগলিনী
বেদনায় তার হিয়াটি টুটে।
কাতারে কাতারে সিকতা উপরে
দাঁড়ায়ে অযুত নর ও নারী,
বীর ফিরে আসে হেরিবে তাঁহারে
আঁখিতে সবার তপ্তবারি।

* মহামতি বিটলভাই পেটেলের শবাগমনোপলক্ষে—

হায়! বীরবর ফিরিবে এ ভাবে
দেশবাসী তব ভাবেনি কেহ,
শ্রান্ত ক্লান্ত এসেছ ঘুমাও
মার বুকে যেথা শুধুই স্নেহ।
পুণ্য তোমার স্মৃতিটি ঘিরিয়া
নব জাতি এক উঠুক্ গড়ি,
দীপ্ত তোমার দেশ-উন্মাদনা
লক্ষ বুকেতে পড়ুক ছড়ি'॥

স্বর্ণযুগ

স্বর্ণযুগ সমুখেতে—সে নয় পিছনে,
অন্ধতা যখন যাবে জ্ঞানার্জ্জন সনে,
দর্শন বিজ্ঞানে হ'বে মধুর মিলন,
বিজ্ঞান মানবহিত করিবে সাধন,
সমাজে ধরমে রাষ্ট্রে ভেদ নাহি র'বে,
প্রীতিডোরে নর নর-সনে বদ্ধ হ'বে,
সমাজেতে নারী তার পাবে যোগ্য স্থান,
কাঁদিবে একের তরে পরের পরাণ,
ভণ্ডামি গোঁড়ামি যত পাবে সব লয়,
অন্ধতা ছুটিয়া হ'বে বিবেকের জয়,
অসত্য ক্রূড়তা ছল দূর সব হ'বে,
উপাস্য ঈশ্বর হ'বে সকলের ভবে,
সেই স্বর্ণযুগ পিছে নহে তা'—সমুখে
আনিবে তা' বৈজ্ঞানিক কবি ও ভাবুকে

গোধূলি

আমার দেবতা

বিরাট বিশ্ব-মন্দিরে মোর পূজা হয় দেবতার,
রূপ তার নাই তবু এ বিশ্ব আলোকিত রূপে তার।
গুপ্ত ব্যকত অরূপ সরূপ সুকোমল সুকঠোর,
অর্ঘ্য চরণে কি দিব তাহার? দিই শুধু আঁখিলোর
খুসী তাহাতেই রাজরাজ সেই, আস্যে তাহার হাসি
হেরি ভুলে যাই বক্ষের তলে সঞ্চিত দুখরাশি।

পরিচয়

নিশার আঁধার ভেদি'
অরুণ-আলোক উঠে,
বিষাদের মাঝে নাথ
তোমার করুণা ফুটে
অষ্টাদশ বর্ষ আগে
হুতাশনে দগ্ধ হ'য়ে,
ত্যজিয়া ধরার মায়া
যেতেছিনু যমালয়ে;
হাত ধ'রে কে আনিল?
তুমিই বুঝিনু নাথ,
হইল তোমার সনে
সে প্রথম সাক্ষাৎ।

তার পর দিন দিন
নানা ভাবে নানা কাজে,
অপার মহিমা তব
ভাতিল জীবনমাঝে।
ভাবিতাম কোন্ লোকে
আছ তুমি দূরে দূরে,
হেরিলাম ব্যক্ত তোমা
নানারূপে মরপুরে।
বজ্র হ'তে সুকঠোর
পুষ্প হ'তে সুকোমল,
কাঁদিলে আপনি এসে
মুছ তুমি আঁখিজল।
এত প্রেম এত ক্ষেম
এ হৃদয় বিমোহিত,
কি দিব জীবন হোক্
পদে তব সমর্পিত।
তোমায় আমায় হোক্
মিলন মধুর-তর,
গাই যেন গাথা তব
নিতি নিতি সুন্দর।

অতৃপ্ত তৃষা

এতই দিতেছ তুমি
তবু ক্ষোভ মিটিল না,
হিয়ার বিপুল তৃষা
পূরিল না পূরিল না।

ছিলাম পথের পাশে
অতি ক্ষুদ্র দীনহীন,
শোকতাপে গিয়াছিল
ভাসিয়া হৃদয়-বীণ্ ;

আশাহীন ভাষাহীন
হয়েছিনু ম্রিয়মান,
স্নেহের পরশে তুমি
কে শান্ত করিলে প্রাণ ?

নবীন আশার বাণী
ধ্বনিয়া তুলিলে কাণে,
মাতায়ে তুলিলে হিয়া
রূপ-রস আলো-গানে ?

আঁধার কুটীরখানি
স্নেহ দিয়ে দিলে ভ'রে,
বিপদের মাঝে কার
করুণা-আলোক ঝরে ?

পিতা হ'তে মাতা হ'তে
সমধিক স্নেহবান্,
অধম সন্তান জেনে
করিছ সকল দান !

যা' দিয়েছ খুব তাহা
তবু হিয়া আরো চায়,
ধন জন মান মিছে
তবু না আকাঙ্ক্ষা যায়।

এ আকাঙ্ক্ষা শেষ কোথা ?
যাক্ তাহা চিরতরে,
পাই যেন সব প্রিয়
পেয়ে তোমা সুন্দরে।

গুপ্ত কবি

তুমি কবি অতুলন,
কবিতা তোমার অসীম আকাশ
গিরি নদী অগণন।
কোটি তারকায় তব ছন্দ দোল,
নিধিবুকে তব সুরের হিল্লোল,
বিহগের তান মধুর কোমল
তোমারি তা' বিরচন।
উদাত্ত সুরে কবি যেই গায়,
সুরের উৎস কোথা হ'তে পায় ?
রূপ রস গান দিশি দিশি ছায়
পিছে কার উন্মাদন ?
তোমারি তোমারি হে কবির কবি
কাব্য তব ত্রিভুবন।

দুর্জ্ঞেয়

ক্ষুদ্র এক মাপ কাঠি দিয়া
সাধ্য মাপে কে নিধি অপার ?
ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া বুঝি মোরা
কিবা সাধ্য মহিমা ধাতার ?
গ্রহে গ্রহে লোক লোকান্তরে
ব্যাপ্ত তাঁর গৌরব মহান্।
অন্তহীন সৃষ্টির রহস্য
বুঝিবার নাহি সাধ্য জ্ঞান॥

জন্ম মৃত্যু কি কারণ হয়
মৃত্যু পর অবস্থা কেমন,
কেন দুঃখ, অবিচ্ছিন্ন সুখ
কেন নাহি পায় নর-মন—
কত মোরা কহি ঠিক নাই
দুখে করি জল্পনা-কল্পনা,
ভাবিনা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
করেছেন সৃজন যে জনা ;
বিপুল শৃঙ্খলা দিশিদিশি
রহিয়াছে ব্যাপত যাঁহার,
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু মাঝে
অর্থ এক রয়েছে তাঁহার ।
বুঝিনা আমরা বলি তাই
অর্থ কোন নাই কি তাহার ?
অর্থ আছে কর্ত্তব্য মোদের
নহে পুছি বিজ্ঞতা ধাতার ।
সংসারের কাজ ক'রে যাই
তার ইচ্ছা সনে যোগ দিয়া,
সুখ দুঃখ জনম মরণ
সুমঙ্গলে যাইবে লইয়া ।

আপন জন

তোমা ছাড়া মোর আপনার জন
কেহ নাই, কেহ নাই।
আর যারা আছে দুদিনের তরে
কেহ যাবে আগে কেহ যাবে পরে
তারা রবে কোথা আমি রব কোথা
ঠিক নাই, ঠিক নাই।
তোমা ছাড়া মোর আপনার জন
কেহ নাই, কেহ নাই।

যে ভাবেই আমি রহিনা কেন
রব আমি তব ঠাঁই।
জীবনের মাঝে আছে তব ঘর
তুমি নিবে টেনে মরণের পর
এক সুরে বাঁধা লোক লোকান্তর
এক ছাড়া দুই নাই।
তোমাতে আমাতে অটুট বাঁধন
আর না কিছুই চাই।

মহিমাবৃদ্ধি

ভক্ত তব গুণ যদি করে সঙ্কীর্ত্তন,
না হয় তোমার প্রভু মহিমা-বর্দ্ধন।
অনুতাপে পাপী যবে গাহে তব জয়,
অমরায় আনন্দের আলোড়ন হয়।

আপন

তোমার ঠিক স্বরূপ যদি
হে প্রিয় আমি জানি,
আপন ব'লে বিশ্বমাঝে
সবায় তবে মানি।
ভাবি আমি যারে পর
তার মাঝে তব ঘর
এ কথাটি বুঝে যদি
আমার হৃদয়খানি,
ভেদভাব নাহি রয়
অরি যেই মিত্র হয়
মোহ-ভাব পায় লয়
মর্ত্ত্য স্বর্গ মানি।
সবায় তবে আপন ব'লে
বক্ষে আমার টানি।

দীপালি

অন্তহীন সুনীল আকাশ
সুবিমল-তারকা-খচিত,
নিম্নে এই বসুধা শ্যামল
অপরূপ-রূপ-তরঙ্গিত।
শষ্পাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ডে এক
ভাবি বসি বিরলে বিজনে,
কি উৎসব হয় ঊর্দ্ধলোকে
কি দীপালি গগনে গগনে,

কোটি কোটি তারকার মালা
জ্বলে দিক্ দিগন্ত জুড়িয়া,
কেহ জ্বলে সারাটি যামিনী
কেহ যায় নিশীথে নিবিয়া।
আলোকপুঞ্জ কি বিরাট!
নেত্রদ্বয় পড়ে এ ধাঁধিয়া,
আলোক-লোকের পানে চাহি
অন্তঃ-নেত্র উঠে উদ্ভাসিয়া।
আমার যে হৃদয়ের রাজা
হয় সেথা দীপালি তাহার,
তারকার অক্ষরে রচিত
কীর্ত্তিগাথা তাহার অপার।

ভিতরে

অজানা এসেছি ভবে
অজানা চলিয়া যাব,
অজানা বঁধুর মোর
প্রাণ ভরি' গান গাব।
ধন জন নাম ধাম
কত নর কত চায়,
হিয়ার বুভুক্ষা মোর
মিটেনা মিটেনা তায়

পরে যদি ভাল বলে
কিবা মোর হয় তায় ?
পরে মন্দ বলিলেও
কিবা আর আসে যায় ?
যেই পরাশান্তি লাগি
বিয়াকুল মোর হিয়া,
বাহিরেতে তাহা নাহি
মিলে কভু অন্বেষিয়া।
ভিতরে শান্তির রাজ্য
ডুব দেয় যে ভিতরে,
অশান্ত যতেক রিপু
সকল সংযত করে,
শান্তিময় পদতলে
যে জন আশ্রয় লয়,
হিয়ার বিক্ষুব্ধ ভাব
তাহার সুদূর হয়।
যুগ যুগ যুগ ব্যাপি'
দেখেছে মানব ঘুরে',
শান্তি নাই বাহিরেতে
শান্তি তার অন্তঃপুরে।
তাই আত্ম-সমাহিত
যত যোগী মুনিজন,
রাজপুত্র গৌতমের
বুদ্ধত্বও এ কারণ।

দীনের কুটীরে

পাপী তাপী দীনহীন আমি
তবু নাথ কুটীরে আমার
আসিয়াছ করুণা করিয়া,
কত তুমি মহান্ উদার !
দীনহীনে চরণে দলিয়া
এ জগতে যায় সবে চ'লে,
দীন হ'তে দীনতম তরে
তব নাথ করুণা উছলে !
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা মোর
প্রকাশের ভাষা নাহি পাই ;
তোমার তুলনা তুমি নিজে
আর কোথা তুলনাটি নাই ।
প্রিয়তম হৃদয়-ঈশ্বর
বস আসি' হৃদয়-আসনে,
নয়নের যত অশ্রু মোর
ঢেলে দিই ও রাঙ্গা চরণে ।
যত মোর পরাণের ব্যথা
তব পদে করি নিবেদন,
তোমায় ও আমায় হউক
এক মহাভাবের মিলন ।
চারিদিকে দীনতা আমার
রিক্ততা নিয়ত ঘিরিয়া,
গরবিত হোক্ হিয়াখানি
তব নাথ পরশ লভিয়া ।

চুপি

চুপি চুপি এসে চুপি চুপি যাও
চুপি চুপি কথা কও,
চুপি চুপি হাস চুপি চুপি থাক
ব্যক্ত কখনো নও।
না কহিতে কার কি বেদনা তুমি
চুপি চুপি টের পাও,
না ডাকিতে তুমি চুপি চুপি এসে
বেদনা কাড়িয়া নাও।
আপনা লুকায়ে কাজ তুমি কর
ইহাই তোমার রীতি,
না জানিতে দিয়ে ভালো সবে বাস
কোথা হেন আর প্রীতি।
চুপি চুপি মোর হৃদয়-দুয়ারে
দাঁড়াও হে প্রিয় মোর,
গীতিহার দিব নিও গলে নিতি
সে সাথে নয়ন-লোর।

দোষী

চলিতে জানিনা আমি।
তাই অহরহ জীবন ভরিয়া
এত দুখ পাই স্বামি!

আপনার ফাঁদ আপনিই গড়ি
দুখ তাপ যত পাই তায় পড়ি'
আমি আপনার সব হতে অরি
বুঝে না বুঝিতে চাই।
তুমি নিষ্ঠুর নিরমম কহি
তোমার কারণ মোরা সবে দহি
আপনার দোষ ভাবিনা করুণা
তোমার পাসরি' যাই।

নির্ভয়

স্নেহবাহু দিয়ে ঘিরে তুমি সদা
তবু আমি ভেবে মরি,
অযাচিত ভাবে দাও প্রেম তবু
শঙ্কা যায়না সরি।
শুভ যাহা মোর হইবে তাহাই
জানি প্রেমময় পিতঃ,
আতঙ্ক আবেগ যা' কিছু হিয়ার
হোক্ সব বিদূরিত।
পিতা আছে যার কি ভাবনা তার ?
বিশ্বের অধীশ্বর
জনক আমার চলিব জীবনে
না করি কিছুতে ডর

বিজয় বার্ত্তা

দিশি দিশি তব বিজয়-বারতা
উঠে নিশিদিন বাজিয়া হে,
সাগরের তানে বিহগের গানে
নিঝরের বুকে ধ্বনিছে হে।
প্রেমাচল-চূড়ে যোগী ঋষিগণ
মহিমা তোমার করিছে জ্ঞাপন
পাপী তাপী ভুলে ছিল যেইজন
জয়গাথা তব গাহিছে হে।
বিশ্বব্যাপিয়া এ বিপুল রোলে
কণ্ঠরোল এই যুজিব হে।

দাসানুদাস

হে প্রভু আমার।
বিরাট বিচিত্র এই সংসার তোমার।
দাস অনুদাস আমি যে কাজে আমায়
লাগাবে তাহাই আমি করিব শ্রদ্ধায়।
সেই মোর ভাল নাথ তুমি যা' করিবে,
তার মাঝে ঠিক ভাবে আমায় গড়িবে।
সে পথে তটিনী ধা'ক শেষগতি তার,
সুবিরাট সুবিপুল মুক্ত পারাবার।
ক্ষুদ্র তুচ্ছ যে কাজের মাঝে চলি নাই,
জানি আমি বুকে তব আছে শেষ ঠাঁই।
চাহিয়া তোমার পানে চলেছি ছুটিয়া,
রিক্ততা আমার যাবে তোমাতে চলিয়া।

পথক্লান্ত

আর যে পারি না আমি।
হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চল মোরে
হে মোর জীবন-স্বামি!
তোমার পতাকা লক্ষ্য করিয়া
চলিতে চলিতে পড়েছি নুইয়া
শ্লথ পদযুগ অঙ্গ অবশ
বক্ষের বল নাই।
এসে তুমি ধর কম্পিত হাত
অমানিশা মোর হ্উক প্রভাত
আশালোক নব কর সঞ্চার
ধেয়ে পুনঃ চ'লে যাই।
দীনতা আমার পরশে তোমার
হউক সকল ছাই।

শেষে

ত্যজিলে ধরা এ কেহ না করে ক্রন্দন,
কেন অশ্রু? শিশু গেছে জনক-সদন।
আত্মাটি চলিয়া গেছে অমর আলয়ে,
গেছে যেথা শোক-তাপ সেথা নাহি রহে।
পিছনে রহিবে যারা সত্যের সরল
পথে চলি' যিনি এক উপাস্য কেবল
তাঁরে ভক্তি প্রীতি দেয় সাধ হিয়াকোণে,
রাখুক্ সে জন সুখে সবে দেহমনে।

জ্যোছনা

জ্যোছনায়

জ্যোছনা-হসিত এক রাতে
এসেছিনু প্রথম ধরায়,
জ্যোছনার মধুর আলোক
হেরেছিনু প্রথম প্রিয়ায়।
তরুলতা কুসুমের হাস
হেরিয়াছি জ্যোছনা-আলোকে,
তটিনীর বিহগের গীতি
শুনিয়াছি হিয়ার পুলকে।
প্রিয়াসনে মরমের কথা
কহিয়াছি বসি' জ্যোছনায়,
আধফোটা হিয়াটির ভাব
ফুটায়ে তুলেছি কবিতায়।
এই মত জ্যোছনা-নিশীথে
হেরি তারা কুসুমের হাস,
বিহগ কূজন নদী তান
শুনি' যেন যায় এ নিশ্বাস।

কবি হৃদয়ের ভাব

অন্তঃপুরে বধূটির মত
বুকে ভাব চরে অবিরত
কত তার কায়া পায়
কত বা মিলায়ে যায়
কেহ তাহা নহে অবগত।

কল্পনাই কবির জীবন
কাজ তার স্বপন-বপন
কত তার মিলে যায়
কত বা আলোক পায়
পুলকিত তায় জগজন।

কবি ও কৃষক

কৃষক চষিয়া ভূমি হরিৎ শ্যামল
ধরার সৌন্দর্য্যরাশি করে বিকশিত
কবি যে চষিয়া মন মধুর কোমল
মরমের ভাবগুলি করে প্রকটিত॥

ভূমি না চষিত যদি কৃষকনিকর
কি দিয়ে করিত সবে উদর পূরণ ?
কবি না চষিত যদি আপন অন্তর
আহার পাইত কিবা মানবের মন ?

যার যেই স্থান

পাদপে প্রসূন ফুটে তুলিও না তায়,
তুলিলে স্বস্থান হ'তে শোভা তার যায়
কাননে বিহগ গায় পূরো' না খাঁচায়,
পূরিলে তেমন সে না সঙ্গীত বিলায়।

নিভৃতে একটী কোণে আছে কবি থাক্,
সেথা হ'তে প্রাণভরা সঙ্গীত ছড়াক্।
ধন জন কোলাহলে আনিও না তারে,
আনিলে তেমন সে না তুষে গীতিধারে।

রসের অভিব্যক্তি

রস রহে ভূমিতলে, তরু আকর্ষিয়া
বিকট প্রসূনরূপে তুলে বিকশিয়া
সৃষ্টি-অন্তরালে রস—কবি যেই জন
সে রস আকর্ষি আঁকে ছবি বিমোহন।

সনেট-সুন্দরী

চতুর্দ্দশ বরষের বালার কোমল
রূপলাস্যে হিয়া কার না হয় চঞ্চল?
চতুর্দ্দশ পদান্বিতা সনেট-সুন্দরি!
রূপে তব মুগ্ধ সবে যুগ যুগ ধরি;
দান্তে ট্যাসো কেমিওন পেট্রার্ক স্পেন্সার,
সেক্সপীর মিল্টন তূর্য্যধ্বনি যার,
ওয়ার্ডসোয়ার্থ বঙ্গকবি শ্রীমধুসূদন
হিয়ার মাধুরীরাশি করি' আহরণ
যুগে যুগে আঁকিয়াছে মূরতি তোমার,
বর্ণে গন্ধে রূপে নাহি তুলনা যাহার।

সুরসভা আলোকিয়া উর্ব্বশী সুন্দরী,
কাব্যের নিকুঞ্জ তুমি আলোকিত করি'।
অনন্ত সৌন্দর্য্য বাঁধা সংযমের ডোরে,
লো রূপসি বন্দিত এ কবি তোমা করে

বসন্তে প্রথম কোকিলের ডাক শুনিয়া

তুহিনের ঋতু অবসান
রব কার পশি' আসে কাণে ?
বসন্তের প্রিয় সহচর
এস নব প্রীতি দাও প্রাণে।
প্রকৃতির জড়তা গিয়াছে
দিশি দিশি প্রাণের স্পন্দন,
গাছে গাছে ফুটিয়াছে ফুল
মৃদু মন্দ বহে সমীরণ।
পল্লবিত শাখায় লুকিয়া
ঢাল তুমি সুরের হিল্লোল,
পান্থ-জন রবে চমকিবে
কবি-হিয়া পাবে নব দোল।
প্রেমিক ও প্রেমিকার হিয়া
হরষেতে উঠিবে মাতিয়া,
বালকেরা রব তব শুনি'
অনুকরি' মরিবে খুঁজিয়া।

স্বাগত হে অতিথিপ্রবর
সঞ্জীবন-মন্ত্র ঢাল তব,
হৃদয়ের জড়তা মোদের
যাক্ প্রাণ পেয়ে অভিনব।
বধূ সহ চূত মুকুলের
রস পিয়া ঢাল সুধা যত,
সুধা-হাসি হাসুক প্রকৃতি
শুনি রব মন্ত্রমুগ্ধ-মত।

সুদূরের মায়া

সুদূর দিগন্ত-ছায়া
নয়নে রচেছে মায়া ;
দূর বিহগের গীতি
দেয় সুবিমল প্রীতি ;
সাগর নিঝর দূর
ঘিরি' রহে হৃদিপুর ;
সুদূর তারার হাসি
পরাণে বাজায় বাঁশী ;
দূব দিবসের কথা •
আনে মনে ব্যাকুলতা ;
দূরে মোর হৃদিরাণী
ঘিরে তারে স্মৃতিখানি ;
উড়ু উড়ু সদা মন
দূর তরে উচাটন।

তালতলা

গ্রামের বাহিরে তালতলা দীঘি
তালগাছ সারি তীরের 'পর,
শুদ্ধ সমীরণ বহে দিবানিশি
খেলে সারাদিন রবির কর।
প্রভাত হইতে কলসী লইয়া
কুলবধূ আসে সিনান তরে,
সংসারের সুখ-দুঃখ-কথা যত
মিলে মিশে সবে আলাপ করে।
কার ঘরে কিবা হইয়াছে রাঁধা
কোন বধূ ভাল কোন্ বা বর,
কোন্ শাশুড়ীর ননদের তরে
সংসার জ্বলে নিরন্তর,
কার বা গহনা গমক কেমন
কত আলাপন নিতুই হয়,
বালকেরা করে এপার ওপার
তাদের হরষ-সীমা না রয়।
বহুদিন আগে একটি বালক
ডুবে মরেছিল ইহার জলে,
কুমীর অথবা দৈত্য হয়েছে
বালকেরা কেহ এ কথা বলে:
মাঠে তপনের তাপেতে দহিয়া
জুড়ায় শরীর হেথায় চাষী,
মরালেরা যত কলরব ক'রে
বেড়ায় ইহার সলিলে ভাসি'।

বরষা আসিলে তীরে আর নীরে
একাকার হয় সরসী সারা,
গ্রামবাসিগণ পারে না আসিতে
হয় হেথা নায়ে মৎস্যমারা।
বিশাল তড়াগে নাহিয়াছি কত
নেয়েছি নদীতে কতই ঠাঁই,
পুণ্য স্নেহের এমন পরশ
আর না কোথায় জগতে পাই।
সুখ দুঃখের আলাপন ঠাঁই
কত স্মৃতি মিশে ইহার সনে,
পল্লীমায়ের স্নেহ দিয়ে ভরা
ভাল এরে বাসি সারাটি মনে।

ঊষা

পূর্ব্বাশায় নিশিশেষে
কে গো তুমি ত্রিদিবের মেয়ে!
অপরূপ রূপ তব
নিতি নিতি হেরি আমি চেয়ে।
বালারুণ ভালে তব
সিন্দুরের টিপ্‌টি যেমন,
আল্‌তা ও দুধে মিশে
যেন তব অঙ্গের বরণ।
আঁচলেতে গাঁথা তব
ফুলদল মধুর মোহন,
নিশ্বাসেতে বহে তব
পরিমল হৃদয়-হরণ।

ধ্বনিত কণ্ঠেতে তব
বিহগের গীতি সুললিত,
শিশির মুকুতা পাঁতি
পদতলে তোমার সঞ্চিত।
সৃষ্টির আদিম যুগে
যেই মত ছিল শোভা তব,
এখনও লো উষসি !
তথা তব রূপের বিভব।
নবীনতা পবিত্রতা
সৌন্দর্য্যের মধুর মিলন,
অনন্ত-যৌবনা দেবি !
নাহি কোথা তোমার তুলন।
নিতি নিতি নিশিশেষে
হাসি তব করি বিলোকন,
মর্ত্ত্য হ'তে স্বর্গলোকে
হিয়া মোর করে বিচরণ।
নবীনতা পবিত্রতা
যে সৌন্দর্য্য ঘিরিয়া তোমায়,
তাহার একটি কণা
আমার এ হিয়াখানি ছায়।
কল্পনার নবোচ্ছ্বাস
নব এক প্রাণের স্পন্দন
নিয়ে আমি ফিরে আসি—
করি কত স্বপন বপন !

নিশীথিনী

কর্ম্মক্লান্ত জগতের নয়ন উপর
কিবা যাদু মায়াবিনি! করেছ বিস্তার,
মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত চরাচর
শয়ান শান্তির ক্রোড়ে অব্যক্ত অপার।
নাই কল-কোলাহল পল্লীতে নগরে,
শুধু পিক পাপিয়ার কণ্ঠ মাঝে মাঝে,
বায়সের রব পশে শ্রবণ-বিবরে,—
দস্যু চক্রী এ সময় রত সব কাজে।
ক্ষুদ্র শিশু শুয়ে তার জননীর ক্রোড়ে,
নবীন দম্পতি বদ্ধ প্রেম আলিঙ্গনে,
শোকার্ত্ত ভাসিছে কোথা নয়নের লোরে,
বিরহী দীরঘশ্বাস ফেলে খিন্ন মনে।
কত স্বপ্ন সুপ্ত নেত্রে যাইছে ভাসিয়া!
দূরান্তে পথিক যায় কি গান গাহিয়া!

কবিপ্রিয়া

সৌদামিনী মত তার নহে তনুলতা,
নাহি তায় উষা-আস্যে যেই মধুরতা।
পিকবধূ মত তার নহে আলাপন,
মরালের মত নয় চরণক্ষেপন।
ভ্রমরের মত তার ভ্রূভঙ্গিমা নয়,
নিশ্বাসে তাহার নাহি বহে সুমলয়।

তবু যে মাধুরী তার রূপে আলাপনে,
তুলনা তাহার নাহি নিখিল ভুবনে।
সরম-জড়িত তার দিঠি সুকোমল,
লুকায়িত যেন পিছে কত অশ্রুজল
বিনম্র সবার প্রতি অতীব ভাষণ,
মুগধ তাহার সনে যার আচরণ।
আপন কর্ত্তব্য যায় নীরবে সাধিয়া,
কবির ধরণী স্বর্গ তাহারে পাইয়া

"এষা"

শোকাবেগে কোন নর হয় দৃষ্টিহীন,
দিব্যদৃষ্টি লাভ করে কেহ বা নবীন।
হারাইয়া প্রিয়তমা জীবন-সন্ধ্যায়,
ভেসে গিয়াছিলে কবি শোকের বন্যায়।
শোকাবেগে কি হেরিলে? জীবনের পার
দাড়াইয়া তব লাগি' সঙ্গিনী তোমার—
মন্দার-কুসুম করে—দৈহিক মরণ
সনে নাহি শেষ হয় অমর জীবন।
সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু লয়ে একজন
খেলিছেন কেন নাহি বুঝে ক্ষুদ্রমন।
সৃষ্টির রহস্য এক আছে গূঢ়তর,
প্রেমভক্তি এ জীবন করে পূর্ণতর।
প্রিয়া-কণ্ঠে দেছ কবি যে অক্ষয় হার,
সার্থক 'অক্ষয়' নাম করিবে তোমার।

ভারতচন্দ্র

অমিয়ার পাত্রেতে লেখনী
ডুবাইয়া কবিগুণাকর
করেছ কি বিরচন তুমি
কাব্যজাল মধুর সুন্দর ?
মৃগ শুনি' ব্যাধের বাঁশরী
ধরা দেয় পাশেতে তাহার,
পাঠক ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়
শুনে যবে গীতিটি তোমার।
বিদ্যা ও সুন্দর কাহিনী
অন্নদামঙ্গল-বিবরণ,
কি মধুর ভাবার ঝঙ্কার !
মোহে রস-পিপাসুর মন।
রক্ত-মাংস-গন্ধ আছে প্রেমে
কেন রূপ দিয়াছ তাহায় ?
চাঁদিমায় যেমতি কলঙ্ক
এ কলঙ্ক তেমতি তোমায়।
যে লালিত্য দিয়া গেছে ঢেলে
বঙ্গ-ছন্দ-বন্ধে কবিবর,
স্মৃতিখানি করিবে তোমার
গৌড়ভূমে অক্ষয় অমর।

রামপ্রসাদ

তারার নামে পাগলপারা সাধক কবিবর,
শিশুর মত ছিল তোমার সরল অন্তর।
উচ্ছ্বসিত হিয়া-আবেগ নিয়ে তুমি যে গান
গেয়ে গেছ ভাবুক জনের আকুল করে প্রাণ।
পুঁথির মাঝে কীটের মত সংসারেতে যারা,
ভক্তি-গাথা শুনে তোমার তারা ও হয় হারা।
কি শিক্ষিত অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিতদল,
তত্ত্ব তোমার সহজে বুঝে ডারে অশ্রুজল।
শ্যামাভক্ত রয়েছে কত সাধ হিয়ার কোণে
মহাপ্রয়াণ করার আগে প্রসাদী গাথা শোনে।
বঙ্গবাণীর নিষ্ঠ সাধক হে কবিরঞ্জন,
কাব্য তব রঞ্জিবে চির বঙ্গবাসীর মন।

অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয় অক্ষয় যশ গিয়াছ রাখিয়া,
বঙ্গের জাতীয় ভাষা সম্পুষ্ট করিয়া।
তোমার সে কীর্ত্তি-শৈলে স্বপনে ভ্রমণ,
সুপাণ্ডিত্যপূর্ণ হিন্দু-ধর্ম্ম-বিবরণ,
প্রথম বিজ্ঞান চর্চ্চা বাঙ্গালা ভাষায়,
অপূর্ব্ব লালিত্য-সুধা ভাষা ভঙ্গিমায়,
অমর করিবে তব স্মৃতি সুধীবর,
ব্রহ্মবিৎ শ্রদ্ধা জ্ঞাপে তোমা এ অন্তর।

কামিনী রায়

বাংলার গগন হইতে
তারা এক পড়েছে খসিয়া,
বাণীকুঞ্জ হ'তে পিকরাণী
চিরতরে গিয়াছে চলিয়া।
গীতি-সুধা-নির্ঝরিণী-ধারা
নিতি হেন আর না ছুটিবে,
"আশার স্বপন" সমুজল
প্রতিবুকে আর না ফুটিবে।
আলো ছায়া দিয়া হেন আর
নাই মায়া করিবে রচন,
সুধাভাষে তুলিবে ফুটায়ে
সুখ দুঃখ হিয়ার গোপন।
কবি গেছে কাব্য আছে তার
র'বে তাহা অক্ষয় অক্ষর,
যুগ পর যুগ চ'লে যাবে
বাড়িবে এ কবির আদর।

মন্ত্রশক্তি

দৈবমন্ত্র হ'তে সৃষ্ট ভুবন সুন্দর,
মন্ত্রবলে রত্নাকর কবিকুলেশ্বর।
দেবতারে সাক্ষী করি উদ্বাহ-সময়
পূত-মন্ত্র-উচ্চারণ নিষ্ফল কি হয়?
যাহারে ছাড়িতে বালা করেছিল মন
মন্ত্র করে তার সনে মিলন-সাধন।

"নারীর দেবতা পতি" সে কি শুধু কথা ?
মন্ত্র আনে বালিকার নব আকুলতা।
যে দেবতা লাগি' তার আকুলিত মন,
পতিরূপে মূর্ত্ত হ'য়ে করে বিচরণ।
যখনি হ'ল সে জ্ঞান অবজ্ঞা ত্যজিয়া,
পূজিতে লাগিল বালা পতিরে স্মরিয়া।
দেশান্তর হ'তে পতি আসে মৃতপ্রায়,
বালিকার হিয়াখানি যেন টুটি' যায়।

কবির প্রতি

ধাতার এ বিশ্বরাজ্য সম্পূর্ণ সুন্দর,
দুঃখকষ্ট এত তাপ ধরণী ভিতর
মানবের সৃষ্টি সে যে—ছলে বলে নর
প্রাধান্য করিয়া লাভ পরের উপর
দলিছে দানব মত—রাষ্ট্রে ও সমাজে
পীড়িতের আর্ত্তনাদ নিতি কাণে বাজে
ধর্ম্মের ছলায় হয় কত অত্যাচার,
দিকে দিকে পীড়িতের উঠে হাহাকার।
দাম্ভিকতা-কুটিলতা-পূরিত অন্তর,
ভগবানে নাহি ডরে এ যুগের নর।
বিশ্বরাজ্যে পুরোহিত—কবি গাও গান
উঠুক্ রুদ্রের বাজি' প্রলয়-বিষাণ।
অত্যাচারী নিপীড়ক হোক্ ছারখার,
বাসযোগ্য হোক্ এই ধরণী আবার

কাব্যগুচ্ছ

পঞ্চম খণ্ড

শিশির

দূর্ব্বাদল

পরাগ

মদীয়

পূজ্যপাদ অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মহোদয়ের করকমলে

সলাজ প্রতিভা তব প্রকাশবিমুখ,
উজল্ রতন কত জলধির বুক
ধরে তা' ডুবরি জানে—পরশে তোমার
এসেছে যে জানে তব জ্ঞানের সম্ভার।
সৌম্য শান্ত পূতচিত্ত অধ্যাপনা-রত
পদে তব জ্ঞান লভি' ধন্য যুবা কত।
আচরণ অমায়িক বাণী সুমধুর,
বিয়োগ-ব্যথায় তব হিয়াটি বিধুর।
সাহিত্যিক, পুণ্যতোয়া ফল্গুধারা মত
নীরব কবিতা-স্রোত বহে অবিরত
হিয়ামাঝে তব, তাহা পড়ুক্ ছড়িয়া
সুস্বনে বাণীর কুঞ্জ ফেলুক্ ভরিয়া।

শিশির

স্বর্গ

কোথা স্বর্গ ? শিশু কাছে জননীর ক্রোড়,
মাতা কাছে যেথা শিশু সরল সুন্দর ;
প্রেমিকের কাছে যেথা প্রেম-আলিঙ্গন,
সাধুজন কাছে যেথা পবিত্র জীবন।
রূপলোক-সৃষ্টি স্বর্গ কবি যে তাহার,
যেথা দুঃখ যেথা তাপ শুধু হাহাকার
পর-সেবা করি স্বর্গ-সুখ কেবা পায়,
কাহারো স্বরগ শুধু দূর কল্পনায়।

দেবাসুরে সংগ্রাম

আমিই দেবতা আমিই দানব দানব ও দেবতায়
সংগ্রাম এক আমার ভিতর নিয়ত চলিয়া যায়।
সত্য-মূরতি দেবতা আমায় সুপথে যাইতে বলে,
অসত্যরূপী দানব আমায় নিয়ে যেতে চায় ছ'লে।
সংগ্রাম দুয়ে হয় নিশিদিন ধ্বস্ত হৃদয়খান,
দেবতা আমায় কভু হয় জয়ী কখনো বা সয়তান।

বড়

যেই তরু এ জগতে তোলে উঁচু শির,
পাখীরা তাহারি শাখে বাঁধে আসি' নীড়।
ছায়ায় তাহার বসে পথিক সুজন,
তাহাতেই তরুটির সার্থক জীবন।

সেই মত এ জগতে বড় যেই হয়
তাহারি নিকটে মাগে দীনেরা আশ্রয়।
বড় হ'য়ে পর-সেবা করে যেই জন,
তাহারি জগতীতলে সফল জীবন।

দেবত্বের বীজ

ক্ষুদ্র এক কাষ্ঠ খণ্ড অথবা প্রস্তর
হ'তে পারে দেবমূর্ত্তি তায় বিমোহন।
সামান্য কুটীরে এক দীনতম নর
হ'তে পারে সাধনায় দেবতা-মতন॥
মহামহীরুহ আছে বীজে লুকাইয়া,
দেবত্বের বীজ পাবে মানবে খুঁজিয়া।

পরস্পর আকর্ষণ

শিশুর সরলভাব প্রবীণ যে চায়,
শিশুর বাসনা জ্ঞান প্রবীণের পায়।
নারীর কোমলভাব ভালবাসে নর,
পুরুষ-পৌরুষে মুগ্ধ নারীর অন্তর।

হেলা

ক্ষুদ্র ব'লে আজ তুমি হেলা কর যারে
প্রয়াস সুযোগ বলে সেই হ'তে পারে
নমস্য সবার ভবে—বুদ্ধ ও শঙ্কর
ঈষা মুশা শ্রীচৈতন্য বাল্মীকি হোমর
কালিদাস সেক্সপীর কোর্শিকার বীর
পড়িয়া ভূমেই নাহি তুলেছিল শির।
তোমার আমার মত মানব হইতে
মহিমা-মণ্ডিত তারা হ'য়েছে মহীতে।
ক্ষুদ্র কেহ নও ভাই—সবার ভিতর
ভস্মে ঢাকা অগ্নিমত শক্তি উচ্চতর
রয়েছে লুকিয়া এক—কাল সুবিধায়
হ'তে পারে ব্যক্ত তাহা এই বসুধায়।
লেনিন গান্ধী ও মুসৌলিনী হিট্‌লার ;
কিবা ছিল কি হ'য়েছে ভাব একবার।

শক্তি

নাহি জানে নর
কত শক্তি লুকায়িত তাহার ভিতর।
বিরাট করম-ক্ষেত্রে পশে যে যখন
বিপত্তি বাধার সনে ক'রে মহারণ
বল তার উঠে বেড়ে—অসহায় নয়
আত্মশক্তি বলে পারে লভিতে সে জয়

প্রত্যয় তাহার হয়—এ প্রত্যয়বলে
চ'লে সেই বরণীয় হয় ভূমণ্ডলে।
প্রত্যয় যাহার নাই শক্তিতে আপন,
বাধা বিঘ্ন হেরি রহে মৃতের মতন,
মৃতবৎ রহে সে যে—ডিঙিয়া তাহারে
ধেয়ে যায় আর যারা আছে এ সংসারে।

হরিশ্চন্দ্র

কী পরীক্ষা! রাজ্যেশ্বর ভিক্ষুক হইয়া
আপন নন্দন জায়া হেলায় বিকিয়া
চণ্ডালের কাজ করি সহি নির্য্যাতন
দেখাইলে সমুদার কত তব মন।
সর্পদষ্ট সুতে যবে শ্মশানে আনিল
জায়াসনে পরিচয় আবার হইল,
ছুটিল শোকের বন্যা—ঋষি তপোধন
তপোবলে জ্ঞাত হ'য়ে হৃদি-বিদারণ
সে অবস্থা-কথা, এল আপনি ছুটিয়া,
সন্তানে আবার তব তুলিল জিয়িয়া।
আবার তোমারে রাজ্য করিল অর্পণ,
স্বরগে মরতে হ'ল হরষালোড়ন।
'দানে রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রবাদ বচন,'
তোমার তুলনা তুমি না হয় এমন।

ভরত

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি প্রবাদ বচন,
ভরতের কথা কেহ না করে স্মরণ।
দুই বরে মাতা তার তরে সিংহাসন,
রাম তরে দীর্ঘ চৌদ্দ বর্ষ নির্ব্বাসন
করেছিল লাভ—ত্যজি মাতুল-আলয়
আসিল ভরত যবে বিষণ্ণ-হৃদয়
শুনিয়া সকল কথা ছুটিল গহনে,
রাজ্যে রামে বসাইবে অভিলাষ মনে।
কাকুতি শ্রীরামপদে কতই করিল,
অটল প্রতিজ্ঞা তার কিছু না টলিল।
পাদুকা তখন তার করি আনয়ন,
সিংহাসনে শ্রদ্ধাভরে করিল স্থাপন।
রাজকার্য্য চালাইল দাস হ'য়ে তার,
দিল তারে রাজ্য ফিরে ফিরিলে আবার।

সাবিত্রী

প্রেম সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী, প্রমাণ তাহার
তুমি বালা নাহি কোথা তুলনা তোমার
বিবাহের বর্ষপর বনানীর ছায়
পতি তব কাষ্ঠখণ্ড আহরণে যায়;
সর্পাঘাতে ভূমি 'পরে যেমতি পড়িল,
আপনি লইতে যম তাহারে আসিল।

পতিরে লইয়া ক্রোড়ে কহিলে সে কথা,
আনিল যমের মনে বিস্ময় মুগ্ধতা।
এত নিষ্ঠা ভক্তি প্রেম যেথায় মিলিত,
শমনের পরাভব সেথায় নিশ্চিত।
পারিল না যম নিতে পতির জীবন,
তুষ্ট হয়ে করি' গেল বর বরিষণ।
নারীর আদর্শ তুমি সতী-কুল-মণি—,
স্মৃতি তব চিরপূজা করিবে অবনী।

র্ব্বশী

মর্ত্ত্যের মানব নয় স্বর্গের দেবতা
দেখায়েছে রূপসীর রূপে চঞ্চলতা।
সুরসভাতলে নৃত্য হেরিয়া তোমার
কত দেবেন্দ্রের হ'ত রাগের সঞ্চার।
মুহূর্ত্তে কটাক্ষে তব কত তপোধন
হারায়েছে সংযমের পবিত্র বন্ধন।
মানবী তোমার মত হীনা বারাঙ্গনা,
সুরভোগ্যা তাই তুমি আদৃতা ললনা।
ত্রিদিব তোষিয়া ছিলে—দিব্য রঙ্গালয়ে
বিস্মিত মুহূর্ত্তে 'পুরুরবা' নাম লয়ে
নাট্যাচার্য্য অভিশাপে জন্মিলে ধরায়,
হইল মিলন পুরুরবা ও তোমায়।
'বিক্রম-উর্ব্বশী' শৌর্য্য—সৌন্দর্য্য মিলন,
আঁকিয়াছে কবিবর ছবি বিমোহন।

বিল্বমঙ্গল

তাড়াতাড়ি পিতৃশ্রাদ্ধ করি' সমাপন
কাষ্ঠ ভ্রমে শব 'পরি করি' আরোহণ
রজ্জুখণ্ড সর্প ভাবি কাম-পিপাসায়,
নিবারিতে চিন্তামণি পাশে যুবা যায়।
সে উন্মত্ত দুঃসাহস গণিকা হেরিয়া
কহে "এই একাগ্রতা ঈশ্বরে সঁপিয়া
পারিতে হইতে ধন্য—কি করিছ হায়!"
শুনিয়া সংসার-মায়া ত্যজি যুবা যায়।
পথে সোমগিরি পাশে যুবা দীক্ষা নিল,
রূপসী হেরিয়া এক কাম উপজিল।
মাগিয়া মাথার তার কাঁটা দুনয়ন
অন্ধ করি' হরিনাম করিয়া কীর্ত্তন
ছুটে গেল বৃন্দাবনে—সেথায় সাধন
করিয়া লভিল যুবা অরূপরতন।

ভাগ্যবিপর্য্যয়

ধনাঢ্যের ঘরের দুহিতা
পরিণীতা ব্যবসায়ী সনে,
রূপে গুণে তুলনা-বিহীনা
দেবী যেন এ মর ভবনে।
পতির ব্যবসা ছিল বড়
কালচক্রে ভেসে সব যায়,
ব্যবসায় আজ বহু লাভ
হ'তে পারে কাল দেনাদায়

সহরে যে বাসখানি ছিল
নিবে পরে নীলাম করিয়া,
তখন সে দাঁড়াবে কোথায়
ভাবে সেই একেলা বসিয়া।

জায়া তার ধনাঢ্য-দুহিতা
সুখেতে পালিতা চিরদিন,
দুখ ব্যথা সহিবে কেমনে
ভেঙ্গে তার যাবে হৃদিবীণ ;

আপনার যাতনার লাগি'
ভাবে না সে ক্ষণেকের তরে,
জায়া তার যাতনা পাইবে
তাই ব্যথা তাহার অন্তরে।

চিন্তান্বিত হেরিয়া তাহারে
প্রিয়া তার নিকটে আসিয়া
কহিল "হয়েছে কিবা সব
বল তুমি বিবৃত করিয়া।

মাঝে মাঝে কেন এত ভাব ?
এমন ত আগে হেরি নাই,
কিবা তব হৃদয়ের ব্যথা
" বল সব শুনিবারে চাই।"

পতি কত এড়াতে চাহিল
শুনিল না পুছি' বার বার
মরমের ব্যথার কারণ
বাহির করিয়া নিল তার।

শুনিয়া কহিল বালা তারে
"এই আর বেশী কিছু নয় !

ক্ষুদ্র তব দাসীর লাগিয়া
ক্ষুব্ধ এত তোমার হৃদয়।
ধনজন ব্যবসায় গেছে
যাক্ সব আছ মোর তুমি,
তোমা সনে ওহে প্রিয়তম
এ মরত গণি স্বর্গভূমি।
আমার গহনা কিছু আছে
তাই সব দোকানে বিকিয়া,
পল্লীগ্রামে জমিজমা কিনি'
একখানি আবাস রচিয়া,

কৃষক কৃষাণী মত চল
তুমি আমি গিয়া বাস করি,
খেটেখুটে প্রকৃতির কোলে
কাটাইগে দিবসশর্ব্বরী।"
পতি তার কহিল কতই
কিছুকাল যেতে পিতৃঘরে,
শুনিল না চলিল সে পতি
সহ আভরণ বিক্রী ক'রে।
প্রবাহিনী তটিনীর তটে
একখানি কুটীর রচিয়া,
বিহগের তটিনীর গীতি
ভ্রমরের গুঞ্জন শুনিয়া,
ছুই বেলা করি' তারা কাজ
দিন পর দিন কাটাইল,
পিতৃগৃহে নাহি গেল বালা
পিতা কত আগ্রহ করিল।

সহরে বিষাদ মাঝে মাঝে
আবরিত বালার বদন,
কি ভাবিবে পতি তার—ভাবি'
বালা এবে প্রফুল্ল-আনন।
যার কিছু নাহি ছিল কাজ
খাটে সেই সদা হাসি লয়ে,
সদা বালা এমতে চলিত
পতি ব্যথা না পায় হৃদয়ে।
প্রান্তর হইতে পতি যবে
শ্রান্ত ক্লান্ত আসিত কুটীরে,
বালা তার যতন করিত
স্বেদজাল মুছাইয়া ধীরে।
বীণালাপ প্রভাত সন্ধ্যায়
করি' সে তুষিত পতিমন,
জ্যোছনার মধুর আলোকে
হ'ত দোঁহে কত আলাপন।
সুসময়ে পতি হেরেছিল
তার শুধু নারীর জীবন,
অসময়ে হেরিল তাহার
মাঝে এক দেবীর স্ফুরণ।

মহাস্থান গড়

ভারতের ইতিহাস সে যে পরিহাস,
বিমিশ্রিত সত্য কল্পনায়, ধর্ম্মান্ধতা
কুসংস্কারে—বিদেশী যাহাই কয়ে গেছে
বেদবাক্য তাহা, খাঁটি সত্য এখনও

আছে ঢাকা ভূগর্ভ-অন্তরে শিলালিপি
প্রাচীন পুঁথিতে—পুণ্যতোয়া করতোয়া,
পুলিনে তাহার দেউল-প্রাসাদ-পূর্ণ
সুবিস্তৃত পুরী মৃত্তিকা-প্রোথিত, উচ্চতায়
গিরির সমান—শিলামূর্ত্তি শিলালিপি
হ'য়েছে বাহির—আরো কত লুকায়িত
আছে নীচে—একপার্শ্বে 'গোবিন্দের ধাপ'
'স্কন্দ-ধাপ' অন্য পার্শ্বে—পুরী সুমহতী
ছিল এর মাঝে ঘেরা উচ্চ প্রাচীরেতে,
'ভীমের জাঙ্গাল' নামে খ্যাত লোকমুখে।
দ্বিসহস্র বর্ষ আগে পৌণ্ড্র-রাজপুরী
ছিল ইহা—শিলালিপি কহে সে বারতা।
বিরাট মৃত্তিকাস্তূপ যদ্যপি খোদিত
হয় কভু—নবীন অধ্যায় এক বঙ্গ
ইতিহাসে হ'বে উদ্ঘাটিত—ইন্দ্রপ্রস্থ
উজ্জয়িনী সে পাটলিপুত্র স্বপ্ন এবে
সেই মত এ এক স্বপন—কালস্রোতে
গৌরবের পরিণাম হ'বে কত হেন!

১লা আশ্বিনে

আবার আশ্বিন আসে, পল্লীতে নগরে
আনন্দময়ীর পূজা হ'বে ঘরে ঘরে।
কত হিয়া উলসিত—আপনার জন
দূর হ'তে গেহে সবে দিবে দরশন

আনন্দ-উৎসব-রোল বাংলা ব্যাপিয়া
দিক্ হ'তে দিগন্তরে যাইবে বহিয়া।
শোক-তাপ-জর্জ্জরিত নয়ন-আসার
ফেলিবে কত যে এবে নাহি ঠিক তার।
অনাথা অবলা পুত্রহীন পিতৃহারা.
সান্ত্বনা কোথায় পাবে এ উৎসবে তারা ?
কত গেহে অন্ন নাই নিত্য হাহাকার
কে আছে এমন দিনে করে প্রতিকার ?
উৎসবে বিষাদ যত পড়িবে ঢাকিয়া,
আনন্দে আনন্দময়ী যাবেন চলিয়া।

ডাকপিওন

খাকী-জামা-পরা পাগড়ী মাথায় কাঁধে ব্যাগ এক ঝোলে
দেশবিদেশের বারতা ছ'পাশে বিলায়ে পথে সে চলে।
প্রণয়ীর লিপি পাইবে আশায় তরুণী দাঁড়ায়ে দ্বারে ;
লিপিকা সে দিল হিয়াটি তাহার ভরিল পুলকধারে।
কোথাও প্রণয়ী প্রিয়ার বারতা পাবে ছিল আশা করি ;
আসিল না লিপি নিরাশা বিষাদে গেল সে মরমে মরি'।
কাহারো সুখের বারতা আসিল দুঃখের কোন ঘরে,
কেহ বা হাসিল নয়ন-সলিল কাহার কপোলে ঝরে।
ভ্রূক্ষেপ তার নাই দিন দিন কাজ সে করিয়া যায়,
নদ বহে যথা কোন কূল ভাঙ্গে গড়ে কোন নাহি চায়।
আশা-নিরাশার বারতা-বাহক স্বাগত সকল দ্বারে,
সুখ দুঃখের স্মৃতি কত তার দরশনে সঞ্চারে।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন

বঙ্গভাষা সাহিত্য খনিতে
মণিমালা কত লুকায়িত,
হে দীনেশ যতনে তোমার
সর্ব্ব-অগ্রে তাহা প্রকাশিত।
রাজহর্ম্ম্য মধ্যবিত্ত গৃহ
পর্ণকুঠী সন্ধান করিয়া,
হাতে লেখা মূল্যবান্ পুঁথি
যতনের সহিত আনিয়া,
আয়াসেতে পাঠোদ্ধার করি'
নিরূপিয়া কাল রচনার,
লেখকের ইতিবৃত্ত কহি'
সাধিয়াছ বিরাট ব্যাপার।
আত্মভোলা বাঙ্গালী-সন্তান
জানিত না জাতীয় ভাষায়
এত রত্ন ছিল ঢাকা এবে
বিস্ময়েতে হিয়া তার ছায়।
গ্রন্থ তব গর্ব্ব আনে মনে
দীনা নহে মাতৃভাষা তার,
যতদিন জাতি এই র'বে
শ্রদ্ধা তুমি পাইবে সবার।

গৃহ-মাঙ্গল্য

ভ্রাতায় ভ্রাতায় বধূতে বধূতে এ গৃহে মিলন থাক্,
শাশুরী ননদে বধূর শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়ে যাক্।
ভাই ভগিনীর প্রীতিডোর যেন হয় নিতি দৃঢ়তর,
অতিথি স্বজন অভ্যাগত পায় সমুচিত-সমাদর।
গেহে খাটে ব'লে দাসদাসী যেন হেলার লেশ না পায়,
ঈর্ষা-কলহ-সাধ কারো মনে রহিলে মিলায়ে যায়।
জ্ঞান ও কর্ম্মে হ'য়ে গরীয়ান্ বিভুপদে রাখি' মতি
চলুক সকলে, কল্যাণ গেহে বর্ষিবেন জগপতি।

দীপহস্তে যুবতী (Lady with the lamp)

বিভীষণ-রণক্ষেত্র—কামান গর্জ্জন,
কৃষ্ণধূমজাল করে আবৃত গগন।
বিকলাঙ্গ কেহ কেহ মরণ দুয়ারে,
প্রদীপ লইয়া হা'তে নিশার আঁধারে
বিস্তীর্ণ সমরাঙ্গন ঘুরিয়া ঘুরিয়া
আহত মরণোন্মুখ সেনারে তুলিয়া
শিবিরে লইয়া কেবা জননী-মতন
করিছ শুশ্রূষা হ'য়ে অবহিত মন?
দেবী না মানবী তুমি? নেহারি' তোমায়
আহত সেবিত যারা ভাবিয়া না পায়।
ওই হের দীপ লয়ে আহতের পাশে
যাও যবে শুভ্র অশ্রুনীরে সেই ভাসে।
রণক্ষেত্র বিভীষণ—শুধু নিঠুরতা,
তার মাঝে ত্রিদিবের একি মধুরতা!

'বউ কথা কও'

বিমল জ্যোছনা-ভাতি দূর বনছায়,
'বউ কথা কও' পাখী থাকি থাকি গায়।
আকাশে উজল তারা নীচে রজতের ধারা
আকাশ ধরণী পানে কবি শুধু চায়,
'বউ কথা কও' ডাক শ্রবণ জুড়ায়।

কি যাদু মাখান ওই বিহগের স্বর,
ভাবাবেশ কিবা ছায় কবির অন্তর।
বধূ নাহি কহে কথা কত প্রণয়ীর ব্যথা
ব্যক্ত তাহাদের ভাব বিহগের স্বনে?
কবি শুধু রব শুনে বসি' আনমনে।

কত দিবসের কথা হ'ল মনে তার,
কত মান অভিমান পরাণ-প্রিয়ার!
একটু না হ'তে কথা মানিনীর মনে ব্যথা
কাতর মিনতি কত বাণী নাহি তার,
'কথা কও' 'কথা কও' ডাক শুধু সার।

কবির কাজ

কবিদের কাজ আর নাই
কর্ম্মীদের এই যে সময়,
কহিছেন বিজ্ঞ জন এক
শুনে মোর উপজে বিস্ময়।

কবিগণ না দেখালে পথ
কর্ম্মিগণ কি পথে চলিবে ?
সৌন্দর্য্য সঙ্গীত দিশি দিশি
নিতি নিতি কেমনে ফুটিবে ?
ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিবে
নব নব আশা কোন্ জন ?
নবীন প্রেরণা কার কাছে
দেশে দেশে পাবে জনগণ ?
অত্যাচার সহিত সংগ্রাম
করিতে কে উদ্বুদ্ধ করিবে ?
মরধামে অমরার ছবি
নেত্রপথে কে আর ধরিবে ?
বনানীতে না গাহিলে পাখী
বৃথা তার সৌন্দর্য্য সম্ভার,
ধরার সৌন্দর্য্য বৃথা কবি
না ঢালিলে সঙ্গীতের ধার ;
প্রাণ খুলে গেয়ে যাও কবি
বুকভরা যত তব গান ;
গীতি-সুধা পিয়াসী সকলে
গানে তব পাবে নব প্রাণ !
সুন্দর মধুরতর হ'বে
নরনারী সবার জীবন,
আমাদের মাটীর ধরণী
হ'বে হ্যুলোকের মতন।

দূর্ব্বাদল

কবির প্রতি

মাঝে মাঝে হৃদয়ের কোণে
যে আলোক উঠে উদ্ভাসিয়া,
তাই কবি কর প্রকাশিত
উঠিবে এ বিশ্ব চমকিয়া।
তোমার যে হৃদয়ের গাথা
সে যে বিশ্ব হৃদয়ের গীতি,
প্রাণ হ'তে গাহ তব গান
দিশি দিশি উছলিবে প্রীতি।

ফুল ফুটে পাখী গায় তটিনী বহিয়া যায়,
বারি ঝরে তারাদল উঠে যথা নভোগায়,
কবির হিয়ার তলে তথা গীত ধারা আসে
আপনা আপনি, সারা জগৎ পুলকে ভাসে

মধুর বিহগ-গীতি তটিনীর মরমর,
কবির প্রাণের গীতি আরো সুমধুরতর।

মধুচক্র বিরচিত বিন্দু বিন্দু বারি ল'য়ে,
ইন্দ্রধনু গড়া বহু বারিবিন্দু এক হ'য়ে।
গগনে বসুধা বুকে হিয়াতলে যে মাধুরী
কবি-বুকে ইন্দ্রধনু গড়ে সুধা পড়ে ঝুরি

কবির দৃষ্টি

শ্যামল বসুধাপানে থির চোখে কবি চায়,
কত লক্ষ বরষের স্মৃতি মনে ভেসে যায়।
অন্তরীক্ষ জলস্থল জীব-সৃষ্টি তারপর,
পরাণে পরাণে যোগ কি বিধান সুন্দর!

সুদূর গগনপানে আনমনে কবি চায়,
দ্যুলোকের ছবি যেন নয়নের কোণে ভায়।
কোন্ সে সুদূর লোকে আছে যেন তার ঘর,
সেই দূর ঘর তরে চঞ্চল অন্তর।

যোগ

গিরি নদী আকাশ বাতাস
সবিতা তারকা পারাবার,
সকলের সনে মোর যোগ
সকলই আপন আমার।
ছিন্ন আমি বিশ্ব হ'তে নই—
যেই সুর জগৎ বীণায়
বাজে তার প্রতিধ্বনি হয়
প্রতি শিরা আমার হিয়ায়।

সলজ্জা

সন্ধ্যার তারার মত সলাজ চাহনি চোখে,
রূপসী-কুলের মণি সে রমণী মরলোকে।
সরমে জড়িত মুখ আধফোটা যেন ফুল,
অলকার পরী বলি' চাহিলেই হয় ভুল।

নির্লজ্জা

চোখে মুখে কথা কয় নাই সরমের লেশ।
চাহিতে বালার পানে মরমে কি বিঁধে শ্লেষ॥

দূর হতে

দূর হ'তে চেয়ে দেখ যেওনা যেওনা কাছে,
গোপন সৌন্দর্য্য-সুধা লুকাইয়া যায় পাছে

আর্ত্তের ডাক

শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদ দীনের বেদন
দিশি দিশি হ'তে করে হিয়া বিদীরণ।
পুত্রহারা পিতৃহারা পতিবিহীনার
করুণ কাঁদনে টুটে মর্‌মের তার।
অন্নহীন বস্ত্রহীন ডাকে সকাতরে
ক্ষুদ্রশক্তি তাই তুই র'বি ব'সে ঘরে ?
একটি হিয়ার ব্যথা নয়নের জল
মুছিতে পারিস্ যদি জীবন সফল।

জ্যোতিরিন্দ্র

নিবে গেল জ্যোতিটুকু আঁধার ভবন,
জ্যোতিরিন্দ্র তোমাবিনে এ গেহ তেমন।
বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধা মাতা তনয় তনয়া,
অভাগিনী বধূমাতা সরল-হৃদয়া
কার হাতে সঁপে দিয়ে গেলে তুমি চ'লে ?
ভাবিতে নয়ন-দ্বয় আবেগে উছলে।
বৃদ্ধেরা যাইবে আগে যুবা তারপর,
যুবা এবে যায় আগে এ কেমনতর ?
স্নেহের ভাইটি জ্যোতি, দেখিতে যাহারে
চেয়েছিলে সমাগত সে তোমার দ্বারে।
কোথা তুমি এ সময় কোথা তুমি ভাই ?
সারা গৃহ কেঁদে কহে "নাই, সেই নাই"।
রয়েছে ভবন সেই গিয়াছে চলিয়া,
পিঞ্জর রয়েছে পাখী গিয়াছে উড়িয়া।

সিরাজউদ্দৌল্লার সমাধিপাশে

পবিত্র গঙ্গার তীরে সমাধি কাহার ?
সিরাজের নহে শুধু নহে গো তাহার—
বঙ্গের মোস্‌লেম-কীৰ্ত্তি হেথায় প্রোথিত,
ভারতে মোস্‌লেম-রবি হ'ল অস্তমিত
সূত্রপাত হেথা তার—নিমকহারাম
মির্জ্জাফর—ঘৃণা হয় নিলে যার নাম—
কৃতঘ্নতা করি যেই করিয়াছে কাজ
সমগ্র মোস্‌লেম ফল ভোগে তার আজ

জয়চাঁদ এনেছিল হিন্দুর পতন,
মির্জ্জাফর মুসিল্‌মের পতন-কারণ।
হায়! বঙ্গ-রাজপুরী ছিল যেই স্থান,
জীর্ণ দীর্ণ আজ তাহা শ্মশান সমান।
সিরাজ সমাধি-ক্ষেত্রে দাঁড়ায়ে তোমার,
গৌরবের শেষ ভাবি আসে অশ্রুধার।

ঊর্ম্মিকা

পূর্ণতা মানবে কোথা? এক ভগবানে,
মানব হেরিবে যেথা খুঁত সেই খানে।

পশ্চাৎ ঠেলিছে মোরে সমুখ টানিছে,
এই ভাবে জীবনের ধারাটি বহিছে।

স্বপন বাস্তব দুই ফুল আর ফল,
একের অবস্থা-ভেদ অপর কেবল

বাহিরে বিধান যার ভিতরে শাসন তাঁর,
জনে জনে দেন তিনি যোগ্য দণ্ড পুরস্কার

উঠিবে যতই উচ্চে ততই পতন-ভয়,
রাজত্ব প্রভুত্ব কাম্য কিন্তু নিরাপদ নয়।

দেবতা একদা ছিল সিজার কাইজার জার ;
দেবতা লেনিন এবে মুসোলিনী হিট্‌লার।
গান্ধীর অহিংসা-বাণী পড়ে বধিরের কাণে,
বলদৃপ্ত জাতি যত চলে ধ্বংস-পথ পানে।

জলচর ভূচর খেচর বধে নর নিজ প্রয়োজনে,
তবু নিজে হিংস্র নাহি কহি হিংস্র কয় অন্য জীবগণে

আমারে বুঝনা তুমি
তোমারে বুঝিনা তাই,
বিভেদ যতই কিছু
নতুবা বিভেদ নাই।

প্রবল হইতে থাক যত পার দূরে দূরে,
যা' রহে বহ্নির কাছে ছাই হয়ে যায় পু'ড়ে।
আকাশে অনন্ত উর্দ্ধে আছে দীপ্ত বিভাকর,
একটু নিকট হ'লে মরু হয় চরাচর।

তুমি ভাব সুখী আমি
দুঃখী নাই তোমা মত আর,
আমি ভাবি তুমি সুখী
নিজ দুখে ফেলি অশ্রুধার।
এই মত জগতের লোক
নাহি বুঝে পরের বেদনা,
মহাপ্রাণ যেই জন শুধু
আছে তার শুধু এ চেতনা।

হিন্দু

জাগিছে সকল জাতি হিন্দুই ঘুমায়ে রয়,
ভাবিতে জাতির কথা নয়নে সলিল বয়।
কিবা ছিল এই জাতি এখন কি হায় হায়,
হীনবল ছিন্ন ভিন্ন প্রাণ যেন নাহি তায়।

মিথ্যা শাস্ত্র র'চে গেছে স্বার্থ-অন্ধ বিপ্রদল,
শতাব্দী শতাব্দী পর ভোগে জাতি তার ফল

আত্মঘাতী জাতিভেদ মূলে স্বার্থ শুধু যার,
করিয়াছে পঙ্গু জাতে নাশি' ভাব একতার

শাক্যমুনি মহাপ্রাণ ভেদবাদ তুলি' দিল,
জাতির মহিমা-ভাতি দিশি দিশি প্রচারিল।

আবার চতুর বিপ্র জিয়াইল জাতিভেদ,
হিন্দুর সমাজ-দেহে হইল সহস্র ছেদ।
স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিপ্র শূদ্র কুলীন ও অকুলীন
হইল বিভেদ কত একত্ব হইল লীন।
সেই যে পড়েছে জাতি অপরের পদতলে,
আর না উঠিতে পারে হেয় অতি ভূমণ্ডলে।
গরব তোমার বিপ্র সমাজে দেবতা বলি',
সারা বিশ্ব চেয়ে দেখ্ পদে তোমা যায় দলি'
পড়িয়াছ বাঁধা তুমি শৃঙ্খলে বাঁধিতে পরে,
তোমাদের মত আর হের কেবা চরাচরে ?

এই মত দিন যাবে ? ভাবিতে ও হয় ব্যথা,
হিন্দুর গৌরবভাতি সে মিছে স্বপন-কথা !
মিথ্যা গৌরবের চিহ্ন উপবীত নাহি র'বে,
বড় ছোট সব জাতি সকল সমান হ'বে ;
শ্রমের মর্য্যাদা জ্ঞান পশিবে সমাজ-মাঝে,
উচ্চনীচ সমভাবে হাত দিবে সব কাজে ;
হিন্দু হ'তে বেরিয়েচে শাখা উপশাখা যত,
করিতে হইবে হিন্দু সনে পুনঃ সুসংযত ;
ধর্ম্মচ্যুত ভিন্নধর্ম্মী আসে যাহাদের সাধ
নিতে হ'বে কোলে পুনঃ নাহি সৃজি' কোন বাদ ;
করিতে হইবে দূর নারী প্রতি অবিচার,
দিতে হ'বে পুনরায় বিয়ে বালবিধবার ;
এক ধর্ম্ম এক ভাষা আহার একই মত
আচার বিচার এক সকল বিভেদ গত,
—সে স্বর্ণ-স্বপন কবি পুষে এক হিয়াতলে,
বাস্তব করিবে তহো সোনার যুবকদলে।
তখনি উঠিবে জাতি গৌরবের উচ্চস্তরে,
ছাইবে মহিমা তার দিশি দিশি চরাচরে।
পশু নয় ত্রিশ কোটি নর যদি এক হয়,
ইচ্ছায় ইচ্ছায় যোগ মন প্রাণে মিল রয়—
সম্ভব নহে কি ? কবি মু'ছে ফেল আঁখিধার,
জাতিরে সুবুদ্ধি দিন্ মাগ পদে বিধাতার।

ভাই

হিন্দু বৌদ্ধ শিখ্ মুস্‌লিম খৃষ্টান ইহুদি আর,
পতিত অস্পৃশ্য যে যেথায় আছে ভাই মোর আপনার।
বিরাট মানব একজাতি আছে আর জাতি নাহি জানি,
সকলের সাথে পরাণের যোগ চাই না বিভেদ মানি।

অন্তরের বাণী

মাঝে মাঝে অন্তর হইতে
শুনি বাণী অতি স্ফুটতর,
পূরিবে রে সকল কামনা
পূর্ণ হ'বে লক্ষ্য উচ্চতর।
সম্মুখেতে কণ্টকিত পথ
আবরিয়া তিমির গহন
তারি মাঝে উদ্ভাসিত হয়
আশালোক মধুর মোহন।
আশা-পথ চাহিয়া চাহিয়া
চলিয়াছি কণ্টক দলিয়া,
আজ দুঃখ তিমিরাবরণ
একদিন যাবে তা' কাটিয়া।

হিন্দু-মুসলমান

আমাদের যারা পূর্ব্বপুরুষ তাহাদের বংশধর
আসে পাশে যত মুস্‌লিম হেরি—নয় তারা মোর পর
ভাই ভাই আজ ঠাঁই হ'য়ে কলহ-বিবাদে-রত,
যদিও বহিছে শোণিতের ধারা দুয়ে এক অব্যাহত।

এক ভগবানে হিন্দুরা পূজে নানারূপ রং দিয়ে,
মুস্‌লিম্‌ তারে পূজে নিরাকার-ভাবটি বুকেতে নিয়ে।
এক উপদেশ শাস্ত্রে দোঁহার বসতি একই দেশে,
দৈন্য ব্যাধিতে ভোগে দোঁহে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে।
এক কালপাশ দুয়েরে বাঁধিয়া তবুও চেতনা নাই,
কে কারে কেমনে ঠকাবে গোপনে চিন্তা সর্ব্বদাই।
শতধা-ছিন্ন স্বরাজ-স্বপন হিন্দু বপন করে,
ইরাণ তুরাণ পানে মুস্‌লিম তাকায় মুকতি তরে।
ইহারাই হায় হ'বে বরণীয়! নিখিল জগৎ হাসে,
দেশ মাতৃকার উপাসক কবি অশ্রু সলিলে ভাসে।

ভারতের শিক্ষা

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রদীপ প্রথম জগতে জ্বালালে তুমি,
যুগ যুগ ধরি' সে জ্ঞান-আলোক ছাইল বিশ্বভূমি
সন্তান তব প্রথম কহিল তপন অচল স্থির,
পৃথিবী ঘুরিছে পরে কহে তাহা প্রতীচীর সুধীবীর।
দর্শন জ্যোতিষ পদার্থ বিদ্যা গণিত ও রসায়নে,
চিকিৎসা-অর্থ-শাস্ত্রে নূতন তথ্য যতন সনে
সন্তান তব করেছে বাহির, রয়েছে তরুর প্রাণ
সে কথা প্রথম গিয়াছে কহিয়া মুনি-ঋষি মতিমান্‌।
অহিংসা-ধর্ম্ম প্রথম তোমার পুত্র প্রচার করে,
প্রভাব যাহার পড়িয়াছে পরে খৃষ্ট-জীবন-পরে।
সন্তান তব প্রথম প্রচারে বিরাট সাম্যবাণী,
সঙ্ঘ-বারতা অভিনব বল দেয় যা' সমাজে আনি।

ঈশা মুষা যবে লভেনি জনম সভ্যতা আলোক তুমি
বিলাইয়া করেছিলে আলোকিত নিখিল বিশ্বভূমি।
বাল্মীকি ব্যাস ভাস কালিদাস তোমার সন্তান তারা
যে গান গেয়েছে শুনি' বিমোহিত এবে ও বিশ্ব সারা।
ত্যাগেই মুক্তি বারতা তোমার এ যুগে ভোগের পানে
জাতির সঙ্ঘ চলেছে গরবে ফল কি তাহা না জানে।
শক্তিমত্ত বিপথে চালিত আজ না দু'দিন পরে
ঠেকিয়া তাহারা চরণে তোমার লুটিবে ভক্তিভরে।
তখন মা তুমি দিও বিলাইয়া তোমার শান্তিবাণী
অয়ি গরীয়সি! চিরপূজনীয়া নিখিল বিশ্বরাণি!

'মানুষ'

'মানুষ' যাহারা খাঁটি এ জগতীতলে,
কণ্টক দলিয়া তারা পথ বাহি' চলে।
লালিত পালিত যারা বিলাসের ক্রোড়ে,
'অমানুষ' প্রায় হের চেয়ে চরাচরে।

ত্রিস্রোতা

দ্বাবিংশ বরষ পর অয়ি কল্লোলিনি!
হেরিনু তোমায় আজ দূর-বিসর্পিনি!
ভুজঙ্গিনী মত কায়া করিয়া বিস্তার
ছুটিয়াছে কম্বুনাদে বেগে অনিবার।

পরপারে বনানীর সুনীলিম ছায়া
ক্বচিৎ কুটীর ঊর্দ্ধে গগনের মায়া
গুরু গুরু গরজন বিরাম-বিহীন,
মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমি ভাবাবেশে লীন।

ব্যথা

নিপীড়িত নির্য্যাতিত যাহারা সংসারে,
পথ যারা হারায়েছে গহন আঁধারে,
পাপী তাপী দীন হীন কেঁদে যারা মরে,
নয়নের নীর মোর তাহাদের তরে।
সুখে যারা আছ ভাই থাক সবে সুখে,
ব্যথিতের তরে মোর ব্যথা জাগে বুকে।

ভাবীকালের গায়কের প্রতি

ভাবীকালে গাহিছ কে গান
এ কবির লহ নমস্কার,
সুমধুর এ ভুবন হোক্
মধুময় সঙ্গীতে তোমার।
না পারিনু গাহিতে যে গান
যেই কাজ নারিনু সাধিতে,
সমাপন কর তুমি তাহা
গেয়ে নিতি নূতন ভঙ্গীতে।
নব নব রূপের আলোক
গীতে তব উঠুক্ ফুটিয়া,
সুরলোকে যে মহাপুলক
ধরাতলে পড়ুক ছড়িয়া।

পরাগ

অন্ধ

অন্ধ আঁখি দেহ খুলিয়া।
হে মোর দয়িত নেহারি তোমারে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া।

যে দিকেই চাই নেহারি তোমায়
বাঁশরী তোমার বাজুক্ হিয়ায়
ভুলি আর সব লইয়া তোমায়
পাই তোমা প্রাণ ভরিয়া।

রুদ্ধ আমার হৃদয়-দুয়ার
খুলি দাও তাহা হে প্রিয় আমার
দূরে যাক্ যত লুকান আঁধার
তব প্রেমলোক লভিয়া।

ভালবাসি তোমা হে হৃদয়নাথ
সকল হৃদয় ভরিয়া।

ইঙ্গিতে

বিশ্ব যখন আছিল শূন্যে তখন আছিলে তুমি,
তখনো রহিবে যখন শূন্যে মিলাবে বিশ্বভূমি।
ইঙ্গিতে তব জ্বলে কোটি তারা
ইঙ্গিতে তব হ'বে সবে হারা
সৃজন-পালন-প্রলয়-কারণ নিখিল বিশ্ব-স্বামি
ইচ্ছায় তব চলিছে ভুবন চলিব ক্ষুদ্র আমি।

তৃষা

তুমিই দিয়াছ তৃষা
তুমিই মিটাবে নাথ।
এ দুখ-রজনী মোর
জানি হ'বে সুপ্রভাত।
আমার বেদন আমার কাঁদন
বুকভরা আশা স্বপন-বপন
সকলি বিফল? ভাবিতে ও পড়ে
হিয়াটি টুটিয়া।
নদী ধেয়ে যায় সাগরের টানে
মুখরিয়া দশদিশি কল-গানে
ক্লান্তি তাহার সব অবসান
সাগরে মিলিয়া,
বেদন আমার তেমতি যাইবে
তোমারে পাইয়া!

ঘাত-প্রতিঘাত

নিখিল জগৎ আমার উপর হানিছে প্রভাব তার,
ক্ষুদ্র আমার ক্ষুদ্র প্রভাব পড়ে ছেয়ে চারিধার।
ঘাত-প্রতিঘাতে নিশিদিন হেন গঠিছে জীবন-ধারা,
স্বাতন্ত্র্য আমার কখনও স্ফুট কখনও হয় হারা।
বাসনা কামনা কখনো পূরিছে কখনো প্রয়াস সার,
আমি একা নই ভুলে যাই পিছে এক বিশ্ব-পরিবার
এক পরিবারে সবাই অঙ্গ এক হয়ে সবে রবে,
বিশ্বধাতার এই সে নিয়ম লঙ্ঘন কভু না হবে।

দাস

দাস হ'য়ে থাকি সকলের
প্রভু কারো হ'তে নাহি চাই,
সাধ ক্ষুদ্র শকতি আমার
জগতের সেবায় বিলাই।
অনন্ত এ ব্রহ্মাণ্ডের কোলে
অতি ক্ষুদ্র দীনহীন আমি,
ক্ষুদ্র এক কুঁড়ে ঘরে থাকি
জগতের পতি মোর স্বামী।
তারি সেবা জীবনের ব্রত
এ জগৎ সৃজন তাহার,
জগতের সেবাতেই হ'বে
ঠিক সেবা প্রভুর আমার।
তাই হোক্ ব্যথিত পীড়িত
দীন হীন আছে যে যেথায়,
এই ক্ষুদ্র দাসের শকতি
হোক্ ন্যস্ত সবার সেবায়।

ভবিষ্যৎ

অনন্ত পথের যাত্রী
বাস হেথা দুদিনের তরে,
বাস হেথা হ'লে শেষ
যাব মোরা লোক-লোকান্তরে।
দুদিনের দুঃখ হেথা
তারপর সুখ সুবিমল,
ক্ষণিকের অন্ধকার
তারপর আলোক উজল

করুণা

বরিষ করুণা-ধারা।
ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে তব পানে
পাপী তাপী সবহারা।
তুমি কৃপা-জলধর হরি হে
মোরা তিয়াসাতুর চাতক হে
করুণা-অমিয় বিতর তোমার
পাপ-তাপ হোক্ হারা।
নিখিলের হিয়া হ'তে তব পানে
ছুটুক্ পিরীতি পারা।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা তাই হোক্ মোর,
তুমি মোরে দেছ স্বামি! নয়নের লোর,
তাই আমি পদে তব দিব বিসর্জ্জন,
তাহাতেই হ'বে এই সার্থক জীবন।

ডাক

হিমাচল-পাদমূলে সুরধুনী তীর,
সাধক-ভকত-জন-পবিত্র-কুটীর
মাঝে মাঝে হিয়াপটে উঠে উদ্ভাসিয়া,
ছুটে যাই সেথা সাধ সকল ত্যজিয়া।

হেথায় বিক্ষুব্ধি সেথা শান্তি নিরমল,
সে পরা শান্তির লাগি' হিয়াটি বিকল।
হিমাদ্রি ডাকিছে ওই 'আয়, আয়, আয়',
শুনিয়া ছুটিতে সাধ পাগলের প্রায়।

ফাগুণে

কোন্ খেয়ালী এই ফাগুণে
রঙের আগুণ ছড়িয়ে দিলে ?
জীর্ণ পাতা উড়িয়ে দিয়ে
ভরিয়ে দিলে সবুজ নীলে ?
ইঙ্গিতে কার শাখি-শাখায়
পুষ্প নবীন নেত্র জুড়ায়
সঞ্জীবনী সুধার ধারা
ভেসে বেড়ায় মন্দানিলে ?
নাই জড়তা তুহিনের সে
মত্ত হিয়া ভাব-আবেশে
পিক পাপিয়া গীতি-ছড়ায়
ইন্দ্রজাল এ কে সৃজিলে ?

জাগ্রত

(অনুবাদ)

সব আঁখি যবে মুদিত নিশীথে,
জেগে রয় এক আঁখি,
আলো নিবে গেলে সব কাণ বুঁজে
শুনে এক জেগে থাকি ;

সব বাহু যবে শ্রান্ত ক্লান্ত
একটি ক্লান্ত নয়,
সব স্নেহ যবে শেষ হ'য়ে আসে
স্নেহধারা এক বয়।

নিবেদিত

নিবেদিত এ জীবন চরণে তোমার,
সুখ দুখ ভাল মন্দ নাহি গণি আর।
যে ভাবে রাখিবে মোরে সেই ভাল স্বামি
যে পথে লইবে যা'ব হাসিমুখে আমি।
তুমি জীবনের প্রভু ইচ্ছায় তোমার
চালিত জীবন হোক্ কি যাচিব আর!
ক্ষুদ্র মোরে ভু'লে যাই মহিমায় তব,
পাইয়া তোমারে প্রাণ পাই অভিনব।

হরি

পাপ তাপ যত তুমি করিবে হরণ,—
তাই তব নাম 'হরি' হে মোর শোভন!
পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট আমি নয়নের নীরে
তোমার পথের পানে চাহি ফিরে ফিরে
দয়াল করুণা ক'রে রাজীব চরণ
দীনের দুয়ারে নাহি করিবে অর্পণ?
শান্তিবারি বুকে নাহি দিবে বিকিরিয়া,
যাইবে জীবন এই কাঁদিয়া কাঁদিয়া?

'আমি'

যতদিন র'বে 'তুমি' 'আমি' ভেদ-জ্ঞান,
তোমাতে আমাতে নাথ র'বে ব্যবধান।
তোমাতে আমিত্ব মোর হারা হ'বে যবে,
তোমায় আমায় আর ভেদ নাহি র'বে।
এক 'আমি' র'বে শুধু পুলক-মগন,
সে মহাপুলক লাগি' বিয়াকুল মন।

আরো কাছে

আরো কাছে, আরো কাছে এস প্রিয় মোর,
মধুর-মিলন-ডোরে রহি দোঁহে ভোর।
যত তোমা বুকে পাই না মিটে তিয়াসা,
যত পাই তত চাই এই শুধু আশা।
অনন্ত মাধুরী তুমি, অনন্ত মিলনে
বাঁধা রহি হুঁহু যুগ যুগ সাধ মনে।

লাজ

কি লাজ আমার !
কহিব তোমারে কথা যতেক হিয়ার।
স্খলন পতন ত্রুটি বেদনা যাতনা
গোপন হিয়ার আশা বাসনা কামনা
সকলি চরণে তব নিবেদিব স্বামি !
নাহি যদি শোন তবু ক'য়ে যাব আমি।

দীন হীন তোমা বিনা গতি মোর নাই,
তুমি যদি কর হেলা কোথায় দাঁড়াই।

ভক্ত ও ভগবান

শিশির তুলিয়া মাথা হেরে তপনেরে,
তপন আপন মূর্ত্তি শিশিরেতে হেরে।
ভকত চাহিয়া রয় ভগবান-পানে,
ভগবান হেরে নিজে ভকতের প্রাণে।

অপূর্ণ বাসনা

অপূর্ণ বাসনা বুকে তাই নিশিদিন,
হিয়াখানি বিচঞ্চল শান্তিলেশ-হীন।
না করিতে পারি যদি যা' করিতে চাই,
যারে চাই নাহি পাই, সুখ কোন ঠাঁই ?
শক্তি মোর অতি ক্ষুদ্র বিরাট কল্পনা,
স্বপন বাস্তব করি নাই সে সাধনা।
তাই ব্যর্থতার ভাব জাগে দিবাযামী,
এমতে জীবন যাবে ? জান অন্তর্য্যামি।

দয়াল

দয়াল আমার,
অনন্ত রূপেতে ব্যক্ত করুণা তোমার।
তোমার তপন নিতি কর দেয় নরে,
তোমার চাঁদিমা ধরা সুশীতল করে।
তোমার তটিনী দেয় বারি সুবিমল,
তোমার সমীর করে দেহ সুশীতল।

জনক-জননী-বুকে দেছ তুমি স্নেহ,
করেছ প্রেয়সী-প্রেমে সুমধুর গেহ।
স্বরগ-আভাস তুমি দেছ শিশুমুখে,
করেছ দেবতা নরে দয়া ঢালি' বুকে।
পাপী তাপী দীনহীন যে যেথায় রয়,
বঞ্চিত করুণা-ধারা হ'তে তব নয়।
অনন্ত অসীম প্রেম প'ড়িছে ঝরিয়া,
ভাবিতে হিয়াটি পড়ে পদে ও নুইয়া।

সাধ

গ্রহে গ্রহে ব্যোমে ব্যোমে তারায় তারায়
কি মহা রহস্যলীলা বাসনা হিয়ায়
ছু'টে ছু'টে হেরি গিয়া—শ্যামলা ধরণী
হেরিনু জীবন ভরি' দিবস-রজনী।
সুদূর অজ্ঞাত ওই লোক-লোকান্তরে
যেরূপ-তরঙ্গলীলা—এ জীবন পরে
হেরি সাধ কাছে যেয়ে হে বিশ্বরাজন্,
এ ক্ষুদ্র দীনের সাধ করিও পূরণ।

মহাযোগী

নিখিল ভুবন ব্যাপি' অহর্নিশি হাহাকার,
আপন আনন্দে মগ্ন তুমি দেব নির্ব্বিকার!
সন্তান সন্ততি কাঁদে বাজে না তোমার প্রাণে,
যোগিবর ভাবাবেশে নিশিদিন বসি' ধ্যানে!

হে আপন-ভোলা যোগি ! আঁখি মেলি দেখ চেয়ে,
কিবা দুঃখ জ্বালাতন তোমার ভুবন ছেয়ে।
যে আনন্দে মগ্ন তুমি বিলাও কণিকা তার,
পুলকে পুরুষ বিশ্ব যাক্ সব হাহাকার।

দিনপঞ্জী

বিহগের সনে গান তব গেয়ে উঠিব প্রভাতে স্বামি !
দিবসের যত কাজ তব পায় সকল সঁপিব আমি।
করমের মাঝে গগনে পবনে হেরিব মহিমা তব,
ভাষণ তোমার নীরব মধুর শুনিব হিয়ায় নব।
কর্ম্ম-অন্তে সন্ধ্যায় যবে উঠিবে নিযুত তারা,
গরিমা তোমার ভাবিতে ভাবিতে হরষে হইব হারা।
যে পরা শান্তি নীরব নিশীথে লাগিবে পরশ তার,
শয়নে তোমার ক্রোড়ে হ'ব লীন বিগত আবেগ-ভার
স্বপনে ও তব মুখানি হেরিব মধুর মধুরতম,
যুক্ত তোমাতে রহি নিশিদিন বাসনা মরমে মম।

মিলনানন্দ

আমার হিয়ার নিধি আসিয়াছে ঘরে,
যে দিকেই চাই আজ প্রীতিধারা ঝরে।
গগন পবন আজ সব মধুময়,
নর-নারী দিঠি হ'তে সুধাধারা বয়।
বিহগের গীতি আজ সুমধুর-তর,
মধুর কল্লোল-গীতি পল্লব মর্ম্মর।
তপন চাঁদিমা আজ কি মাধুরী মাখা,
যে দিকেই চাই হেরি প্রিয়মুখ আঁকা।

বিরহে

এসেছিল প্রিয় মোর গিয়াছে চলিয়া,
মরি আমি এবে শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
আলোকিত গেহখানি আগমনে তার,
গেছে সে যে দিকে চাই সব অন্ধকার।
কি মধুর ভাবাবেশে ছিনু দোঁহে ভোর,
না জানি কখন গেছে মোর মনচোর।
এখন শুধুই অশ্রু শুধু হাহাকার,
শুধু ডাকি "কোথা প্রিয়, এস হে আমার।"

শক্তি

শক্তিমান্ যারা
ভু'লে যায় কোথা হ'তে শক্তি আসে তারা।
আপন গরবে তারা আপনি বিভোর,
জীবন-আকাশ যবে ছায় তম ঘোর,
বুঝে তারা তাহাদের শকতি যে কত,
তখন চরণে তব হয় তারা নত।
কাতরে মিনতি করে, "তুর্ব্বলের বল
কর তুমি রক্ষা নয় যাই রসাতল।"

'মত্ত

যাহা চাহ বঁধু সব তোমা দিব,
তোমার লাগিয়া বাঁচিব মরিব।
সুখ তুখ যত চরণে দলিয়া
তোমা পানে যাব ছুটিয়া ছুটিয়া

তোমার লাগিয়া ভাবিব কাঁদিব,
তব প্রিয় গাথা গাহিয়া চলিব।
আপনি মাতিব মাতাব সবায়,
শেষে দিও ঠাঁই ও পদ-ছায়ায়।

প্রভাতে

কিসের তরে আজ প্রভাতে রাঙা মেঘের খেলা,
আলো ছায়ায় বনের বুকে চখাচখীর মেলা!
আকাশে কার আভাস আঁকা
বাতাস কার পরশ মাখা
কে ওই দূরে বাজায় বাঁশী পাগল হিয়া মোর,
ডাক্‌ছে বুঝি আমারে ওই আমার মনচোর।

অনন্তমিলন

আদিম যুগের প্রথম প্রভাতে
তোমায় আমায় মিল,
যুগ যুগ ধরি' এ মিলন চলে
ছাড়াছাড়ি নাই তিল।
অতীত যুগের এই ভালবাসা
এই যে প্রীতির ডোর,
মধুর হইতে মধুরে চলেছে
হে আমার মনচোর।
এমতে চলিবে দিন যত যাবে
পূর্ণানন্দে স্বামি!
যুগ যুগ ধরি' অনন্ত মিলনে
বাঁধা র'ব তুমি আমি।

কাব্যগুচ্ছ

ষষ্ঠ খণ্ড

ঝরাফুল

দীপালী

অঞ্জলি

জাতীয় মহাকবি

মধুসূদনের

পুণ্যস্মৃতি-উদ্দেশে

ঝরাফুল

অনন্ত যৌবন

তুমি আমি যাব চ'লে শ্যামলা ধরণী,
যেইমত আছে পরে রহিবে তেমনি।
সেইমত দিনমণি উঠিবে গগনে,
হাসিবে তেমতি চাঁদ লয়ে তারাগণে
তটিনী বহিয়া যাবে তেমতি গাহিয়া,
বিহগ উড়িবে গীতে দিক্ মুখরিয়া।
তোমার আমার জন্ম যৌবন পতন,
ক্রীড়াময়ী প্রকৃতির অনন্ত যৌবন।

মানব দুঃখের কারণ

ফুল ফুটে পাখী গায় নদী বয় কলকল,
তপন চাঁদিমা উঠে হাসে নভে তারাদল,
কি এক পুলকে হারা! নর শুধু কেঁদে মরে,
প্রকৃতি হইতে স'রে দুখ নিজ সৃষ্টি করে

স্বভাব-গীতি

বসন্তে যেমতি ফুটে কুসুমের দল,
তারারাজি ছায় সাঁঝে নীল নভতল,
খগবুকে ছুটে যথা গীতির লহর,
কবিবুকে বহে তথা সঙ্গীত নিঝর।

স্বভাবের শিশু কবি স্বভাবের বশে
গীতিসুধা ঢালে মাতে ভুবন হরষে।

গুণী

ঝোপে ঝাড়ে কত ফুল আছে লুকাইয়া,
ভ্রমর ছুটিয়া চলে সৌরভ পাইয়া।
কত গুণী গুপ্তভাবে রয়েছে তেমন,
গুণ তাহাদের পরে করে আকর্ষণ।

ছোট যারা চায় নিজে জাহির করিতে,
মহৎ যে চায় সদা গোপন রহিতে;
ছোটর ছোটত্ব ক্রমে উঠে প্রকাশিয়া,
মহত্বের মহত্ব যা' উঠে প্রস্ফুটিয়া।

তৃপ্তি ও অতৃপ্তি

বিষ্ঠা মাঝে কীট নড়ে কর্দ্দমে শূকর,
ভাবে হেন সুখী নাই অবনী ভিতর।
বিহগ গগনে উড়ে তবু সাধ বুকে
আরো ঊর্দ্ধে উঠে গায় আরো মনসুখে

সারদা আইন

বাল্যবিয়ে-বন্ধ-বিধি করি' প্রবর্ত্তন
সারদা মহৎ কাজ করেছ সাধন।
পিতামাতা শূন্য হ'তে সকল বরষে
সুতাসুতে দিত বিয়ে মনের হরষে।
বিবাহ কাহারে কয় বোধ নাই যার
শিক্ষা দীক্ষা হয় নাই হ'ত বিয়ে তার।
পুতুল-বিবাহ যেন! হেন হাস্যকর
প্রথা কোথা নাহি আর জগৎ ভিতর।
আইনের বলে এই কুপ্রথা তুলিয়া
সমাজ-কলঙ্ক দেছ সারদা মুছিয়া।
নববিধি কমপক্ষে বিবাহ-বয়স
সুতা তরে চৌদ্দ সুত তরে অষ্টাদশ।
বয়োবৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক্ বিয়ে তারপর,
সুযুক্তি—না হয় যেন কার্য্যে অন্যতর।

কবি অতুলপ্রসাদ

"গীতিগুঞ্জ" ও "কাকলী" কণ্ঠ হ'তে নিঃসৃত যাহার,
চলিল সে বাঙ্গালার বাণীকুঞ্জ আজ অন্ধকার।
সুদূর প্রবাসে বসি' গাহিত সে'আনমনে গান,
উচ্ছ্বসিত পুলকেতে দিশি দিশি বাঙ্গালীর প্রাণ।
দেশমাতৃকার ভক্ত স্বর্গ-সুধা গুঞ্জরণে যার
গেল চলি' দেশবাসি! যে যেথায় ফেল অশ্রুধার।
'অতুল'—অতুলমণি মাতৃকণ্ঠ ছিল উজলিয়া,
সে মণি খসিল নাহি মিলে হেন সহসা খুঁজিয়া।

সহশিক্ষা

এক ছাঁচে গড়া নারী আর ছাঁচে নর,
নারীনর তরে কর্ম্মক্ষেত্র ভিন্নতর।
শিক্ষাদীক্ষা তুজনের কেন এক মত
কে আছে পণ্ডিত চাই উত্তর সঙ্গত ?
শিক্ষা-কালে ব্রহ্মচর্য্য পালিবে বিধান.
যুবক যুবতী তরে এক শিক্ষা-স্থান
হয় যদি সে বিধান হইবে পালিত ?
দেশবাসি ! ভেবে কর ব্যবস্থা বিহিত।
ভুলিও না দেখি কিবা প্রতীচীতে চলে,
পুংস্ত্রীতে বাধাহীন মিলনের ফলে
যে হাওয়া সে দেশে বয় থাক্ তাহা দূর,
করিও না কলুষিত তব অন্তঃপুর।
প্রতীচার মত যাক্ প্রতীচী চলিয়া,
ভারত আদর্শ তব যেও না ভুলিয়া।

সুরেন্দ্রনাথ

দেশমাতৃকার ভক্ত বাগ্মী অতুলন,
কাল ঘুমে জাতি এই ছিল নিমগন।
শাসকেরা যাহা সাধ তাহাই ——
জনগণ-মত বলি' কিছু না ডরিত
মাথা তু'লে কথা কহে না ছিল এমন,
বঙ্গদ্বিধা ভাগ যবে করিল কর্জ্জন
দেশময় অগ্নি তুমি তুলিলে জ্বালিয়া,
অন্যায় বিরুদ্ধে এই কহিয়া কহিয়া।

"স্বদেশী গ্রহণ" "রাখী" "স্বায়ত্ত শাসন"
ভারত ব্যাপিয়া হ'ল মহা-আলোড়ন।
সেই যে অশান্তি-বহ্নি উঠিল জ্বলিয়া,
দিন দিন ক্রমে তাহা উঠিছে বাড়িয়া।
নিবিবে না এ আগুন যত দিন জাতি
না লভে জগৎমাঝে স্ব-গৌরব ভাতি।

কুলটা

অশিক্ষা কুশিক্ষা অন্ধ আচার বিচার
পরিবার সমাজের কত অত্যাচার
কুলটা পিছনে আছে কেবা খোঁজ করে?
পতিতার দোষ শুধু ধ'রে থাকে নরে।
দোষী যে কুলটা তাহা বলি বার বার,
কিন্তু সেই সাথে কহি সমাজ তাহার
কর্ত্তব্য পালন যদি সঠিক করিত,
বহু পতিতার দশা হেন না হইত।
দেহে যদি ব্যাধি হয় চাই প্রতিকার,
সমাজ পতিতা ব্যাধি অঙ্গেতে তোমার।
কি করিলে ব্যাধি এই দূর হ'তে পারে,
নাহি কি এমন নর ভাবে এ সংসারে?
আইন আচার দেশে যাহাদের হাতে,
রহিয়াছে সকলের কর্ত্তব্য ইহাতে

বর

দেবতা যদ্যপি আসি' কহিতেন মোরে
"বর যদি চাস্ এই দিই আমি তোরে
অনন্ত অসীম কাল মরণ-বিহীন
সুখে দুখে হেন ভাবে যাবে তোর দিন।"
কহিতাম কী তাহারে ? "জীবনের স্বামি !
করুণার তরে তব চিরধন্য আমি।
হেরিনু ধূলির ধরা এতদিন ধরি',
কিছু যদি রহে নাথ ইহার উপরি,
হেরিবার তরে তাহা আকুল অন্তর,
না চাহি রহিতে হেথা নিত্য-নিরন্তর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি' তোমার সৃজন
নব নব লোকে চাই সুখ-আস্বাদন।"

সেক্ষপীর

জীবিত যখন ছিলে কেহ না পুছিত,
মরণে মহিমা তব ভুবন-বিদিত।
কে তুমি কেমন ছিলে না মিলে সন্ধান,
সুধীর সমাজে শুধু চলে অনুমান।
তাই ভাল সৃষ্টিমাঝে স্রষ্টার মতন,
আপন সৃষ্টিতে তুমি রয়েছ গোপন।
যে অব্যক্ত মায়া তব রচনা ঘিরিয়া,
সেই মায়া যাদুকর ! তোমায় ছাইয়া।

হ্যাম্‌লেট ম্যাক্‌বেথ ওথেলো লিয়ার,
ওফেলিয়া কর্ডেলিয়া আইমোজেন আর
মিরান্দা দেস্‌দেমোনা ব্রুটাস্‌ পোর্ষিয়া,
ছবির মতন যায় নয়নে ভাসিয়া।
বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি তুলনাবিহীন
সৃষ্টির মতন চির রহিবে নবীন।

দেশের সম্মুখে কাজ

‘চরখা, চরখা’ করি’ চেঁচালে কেবল,
হইবে না এ পতিত দেশের মঙ্গল।
কাটুক্‌ চর্‌খা তারা যাহাদের মন,
সেই সাথে কর নব শিল্প-সঙ্গঠন।
বিদেশীরা যে সকল যন্ত্রপাতি গ’ড়ে,
দেশের সকল অর্থ লয় সবে হ’রে,
যন্ত্রপাতি সে সকল গড় দেশমাঝ,
কর্ম্মহীন যুবকেরা পা’ক্‌ সবে কাজ।
Plan এক কর দশ বছরের তরে
“স্বদেশীতে” দিক্ষা দিবে যত নারীনরে
দেশে হেন শিক্ষা দিবে অজ্ঞতা না রয়,
প্রতি বুকে স্বরাজের তরে স্পৃহা হয়।
অস্পৃশ্যতা দূর্‌ হিন্দু-অহিন্দু মিলন
কর দেশ-ভাগ্যে হ’বে পরিবরতন।

বাঙ্গালী

জীবে দয়া হরিনাম করিয়া প্রচার
সভ্যতা-আলোক দেছে যে জাতিরে গোরা,
কঙ্কণ প্রসাদ চণ্ডী কাশী কীর্ত্তি আর
যে জাতির কবি সেই জাতির আমরা।

যে জাতির বীর লঙ্কা করেছিল জয়,
দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে আলোক নবীন
করেছিল বিকিরণ যারা একদিন,
তাহাদের বংশধর—হীন মোরা নয়।

মোহন সাগর রামকৃষ্ণ ও বিবেক
মধু বঙ্কিম হেম নবীন ও রবি
প্রফুল্ল ও জগদীশ, দেশ-প্রেম-ছবি
সুরেন্দ্র ভারতে আনে যে বিপ্লব এক

অরবিন্দ চিত্ত আশুতোষ সুমহান্
যে জাতির গর্ব্ব মোরা তাহার সন্তান।

বাঙ্গালী-চরিত্রে দোষগুণ

"আজ যা' বাঙ্গালী ভাবে নিখিল ভারত
ভাবিবে কাল তা' "—এই গোখেলের মত
সাহিত্যে বিজ্ঞানে ভাবে শৌর্য্যে কল্পনায়
পথ দেখাইয়া আগে বাঙ্গালীরা যায়,
পিছে আর জাতি আসে—শতাব্দী ধরিয়া
এই ভাব ছিল—তাহা যেতেছে চলিয়া।

আর আর জাতি ক্রমে ডিঙাইয়া চলে
ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর পতনের ফলে।
যেখানে বাঙ্গালী সেখা লেগে দলাদলি,
জাতি হ'তে সততার ভাব যায় চলি'।
না পারে করিতে দশে মিলে কোন কাজ,
বাঙ্গালীর ব্যবসায় পর-হাতে আজ।
ছেলেরা শিখেনা কিছু শুধু ডিগ্রী পায়,
দিন দিন বাঙ্গালীর মুখ খা'য়া যায়।

জাতীয়-পতন

ভিতরে মরিলে নর বাহিরে সে মরে,
জাতি পক্ষে ঠিক ইহা দেখ চিন্তা ক'রে।
মুষ্টিমেয় পাঠান ও মোগল আসিয়া
কেমনে ভারতভূমি লইল জিনিয়া?
মুষ্টিমেয় একদল ইংরাজ কেমনে
বশেতে আনিল হিন্দু মুস্‌লিম্ গণে?
গজনী আসার আগে পৃথ্বী জয়চাঁদ
ছিল অবিরত লয়ে কলহ বিবাদ।
জয়চাঁদ গজনীর সনে যোগ দিল,
পৃথ্বীরাজ গেল পরে সে পাপী মরিল।
মীর্জ্জাফর যদি তার কর্ত্তব্য করিত,
মোগলের দুরভাগ্য হেন না হইত।
শতধা বিচ্ছিন্ন মোরা ভিতরে মরিয়া,
নিখিল জগৎ যায় চরণে দলিয়া।

স্নেহ-স্বর্গ

ক্ষুদ্র এক পল্লীনদী তার তীরে ঘর,
বিহগের কলতানে নিয়ত মুখর।
কত হাসি কত অশ্রু হৃদয়ের প্রীতি
আদর সোহাগ স্নেহ বুকভরা গীতি
মিশিয়া ইহার সনে—যেথা নাহি যাই
মধুর পুলক হেন কোথা নাহি পাই।
অরুণের কর হেথা নিতিই জাগায়,
ছুটাছুটি নানা কাজে দিন কেটে যায়।
চাঁদিমা তারার হাসি লয়ে নিশি আসে,
প্রিয় পরিজন যত নিয়ে সব পাশে,
সুমধুর আলাপনে বিহগের গীতি'
শুনিতে শুনিতে হেথা নিদ্ যাই নিতি।
স্নেহের স্বরগ যেন এ ক্ষুদ্র নিলয়,
যেথা নাহি যাই এর স্মৃতি মনে রয়।

ধনীর পাশে নির্ধন

ধনী নির্ধনের গেহ লেগে পাশাপাশি
এ গেহেতে নিশিদিন লেগে গান হাসি—
ও গেহে নিয়ত এক করুণ বেদন
অভাব-তাড়না বিসম্বাদ অনুখণ।
এ গেহেতে আছে যারা যাহা সাধ খায়,
ও গেহের লোক মোটা ভাত নাহি পায়।
এ গেহের ছেলেপেলে পূজা-আগমনে
বেশভূষা পরি' ঘুরে পুলকিত মনে।

ও গেহের ছেলে মেয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চায়
শত-ছিন্ন বাস পরা—অশ্রু আঁখি ছায়।
ছোট বড় আছে রবে সকল সময়,
ছোট যারা এক সাথে মিলে যদি রয়,
বড় যারা মিলে রয় সুদূরে সরিয়া,
দীনের না দৈন্য হেন উঠে প্রস্ফু'

বিজয়া-সম্মিলন

মানবের মাঝে অসুর নিহত দ্বন্দ্ব বিবাদ গত,
প্রীতির সূত্রে হউক বদ্ধ যেথা আছে নর যত।
বৃহৎ ক্ষুদ্র বামুন শূদ্র বিভেদ ভুলিয়া যাও
শত্রু মিত্র বিরোধ ভুলিয়া এ উহারে কোল দাও।
মানবে মানবে জাততি জাতিতে কলহ হউক দূর,
বিশ্বময়ীর বিশ্ব হউক মহামিলনের পুর।

দীপালী

কবি

আপনার ভাবে কবি বিভোর আপনি,
হিয়াখানি তার যেন মণিপূর্ণ খনি।
যে ভাব-মণি সে পায় দেয় বিলাইয়া,
নিয়ত দৈন্যের মাঝে আপনি রহিয়া।

থাকে কিছু কহিবার যাও তা' কহিয়া,
ভালমন্দ দশজন লইবে বাছিয়া।

ভুল যদি বুঝে কেহ নাহি তায় লাজ,
একজন নিয়ে নয় মানব-সমাজ।
খাঁটি যদি বাণী তব হয় একদিন
আনিবে কাহারো মনে প্রেরণা নবীন

জীবনে না সমাদৃত গেছে কত জন,
পূজা যাহাদের করে নিখিল ভুবন।

পল্লীর ব্যথা

পল্লীতে আসিয়া শুনি দীনের বেদন
ঘরে ঘরে অভাবের তাড়না কেমন।
ফসল হয়নি ভাল ক'বছর ধ'রে,
দেশের যাহারা প্রাণ অন্ন বিনে মরে

জমিজমা নেছে কারো ঋণে মহাজন,
কি যে তার ব্যথা শুধু জানে একজন।
কোন গৃহে আধপেটা এক বেলা খায়,
কোন গৃহ আছে হেন তাও নাহি পায়।
ধান ভরা মাঠ আছে, কি তায় চাষার ?
ধান হ'লে জোর ক'রে নিবে জমিদার।
মহাজন তখন না সুযোগ ছাড়িবে,
কৃষক যেমন আছে তেমনি রহিবে।
গালভরা হাসি ছিল গোলা ভরা ধান,
এবে একি দুরবস্থা ! কেঁদে উঠে প্রাণ।

সুপ্তিক্রোড়ে

সুষুপ্ত প্রান্তর বুকে ক্ষুদ্র গ্রামগুলি,
নির্ব্বাপিত যত দীপ, বিহগ ও ভুলি'
নাহি গায়, মনে হয় মাতা বসুমতী
শান্তিতে শায়িতা লয়ে সন্তান সন্ততি।
আকাশ ধরণী মিশে দূর দিগন্তরে,
শিশির কৌমুদী কিবা মায়া সৃষ্টি করে
শ্যামল প্রান্তর বুকে—যেন হয় মনে
কত স্বপ্ন ভেসে যায় বসুধা-নয়নে।

নপুংসক নীতি

সম্প্রদায়-বাঁটোয়ারা ব্যাপার লইয়া
নপুংসক নীতি এক উঠেছে গড়িয়া।
প্রধান মন্ত্রী যা' দেছে গ্রহণ বর্জ্জন
করে না কংগ্রেস এই করে নির্দ্ধারণ।
মিশ্র নির্ব্বাচন গন্ধ নাই এ নির্দ্ধারে,
"হিন্দ শিখ, মুস্‌লিম্‌ ধর্ম্ম অনুসারে
পরিষদে ভোটাভোটি কর"—এ বিধান
সুবিধা মুস্‌লিমে মন্ত্রী করিয়াছে দান,
মুস্‌লিম বিধান এই আঁকড়িয়া ধরে,
পাছে মুস্‌লিম কঙ্গ-রস ত্যাগ করে,
নপুংসক নেতা আর কংগ্রেসে যাহারা
বিধান বিরুদ্ধে এই না কহে তাহারা।
এই যদি কংগ্রেসের মূলনীতি হয়,
শুভ কঙ্গ-রস যত ত্বরা পায় লয়।

বিদ্রোহী

পুরাতন যাহা কিছু নর ভালবাসে,
নূতন হেরিলে কিছু মরে যেন ত্রাসে।
বিদ্রোহী নূতন ভাব করে আনয়ন,
তাই পায় জগতের হাতে নির্য্যাতন।
বেদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ যদি না উঠিত,
বিশ্বব্যাপী করুণার উৎস কি ছুটিত?
প্রাচীন মতের সনে যিশু সায় দিলে,
হজরত প্রচলিত সংস্কার মানিলে,

নবীন আলোকধারা পাইত ভুবন,
উদার হইত এত মানবের মন ?
ফরাসী-বিপ্লব বহ্নি যদি না জ্বলিত,
নবীন ধরণে বিশ্ব গড়িয়া উঠিত ?
সাহিত্যে সমাজে রাষ্ট্রে যে দিকে চাহিয়া
দেখনা বিদ্রোহী গেছে কি কাজ করিয়া

রেণু

গভীর যাহার ভাব দীপ্ত উন্মাদনা,
নগণ্য বলিয়া তায় উপেক্ষা করোনা।
আপন ভাবেতে সেই আপনি ক্ষেপিবে,
আরো দশজন সাথে ক্ষেপায়ে তুলিবে।

তৃপ্ত না আকাঙ্ক্ষা কারো নাই যার চায়,
আছে যার আরো পায় বাসনা হিয়ায়।

ধরণী হইতে যবে যাইবে চলিয়া
কি ধন দৌলত গেলে পশ্চাতে রাখিয়া
পুছিবে স্বজন যত—দেবতা পুছিবে
কি সুকাজ রেখে গেলে—কি উত্তর দিবে ?

(আরবীয় প্রবচন হইতে)

শৈশব সময়ে নর এই প্রশ্ন করে
"একি ? ওকি ? কেন ইহা ?" কৌতূহল ভরে

যত সে বয়সে বাড়ে বাড়ে প্রশ্ন তার,
যত শেখে নাহি পূরে বাসনা হিয়ার

প্রতিভায় পারে নর জগৎ ধাঁধিতে,
প্রেম বিনা কারো হিয়া পারেনা জিনিতে।
প্রতিভা প্রেমেতে যেথা যুগল মিলন,
হেরিবে সেথায় এক মহা-আলোড়ন।

মহৎ যাহারা আসে এ জগতীতলে
লোকে যা' শুনিতে চায় তাহা নাহি বলে
আপনি যা' ভাল বুঝে তাই ক'য়ে যায়,
জগতে নূতন এক আদর্শ ছড়ায়।

শুধু আপনার দিকে করিলে বিচার,
অবিচার পদে পদে হ'বে কথা সার।
অপরে কি বলে তাহা বুঝিতে হইবে,
সত্যের মূরতি তবে ফুটিয়া উঠিবে।

যতক্ষণ এ জগতে বেঁচে এক জন,
ততক্ষণ জেনো তার আছে প্রয়োজন।

—এমার্সন

কি রাজা কি দীনহীন গেছে সুখ যার
নাই সুখ পাবে না সে খুঁজে কোথা আর।

—গ্যেটে

কল্পনায় রাজ্য হ'তে সত্যখণ্ড ভূমি
শতগুণে ভাল তাহা জেনে রেখো তুমি।

যতই আগাই আর তাকাই পিছনে
দূর মেঘ মত সব প্রীতি দেয় মনে।
—এমার্সন

দিবালোকে তারাদল থাকে লুকাইয়া,
রজনীর অন্ধকারে উঠে বিকশিয়া।
সুজন তেমতি আছে পরের সুপদে
দূরে রয়, দেখা দেয় তাহার আপদে।

নামিলে আঁধার তবে তারা দেখা যায়,
বিপদেই মানবের গুণরাজি তায়।

কবি মহাকাব্য তুমি করিবে রচনা ?
উপন্যাস-কার এক দীপ্ত উন্মাদনা
করিবে সৃজন কিছু করি' বিরচন ?
পাঠ কর দৈনন্দিন সংসার-জীবন।

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রদীপ যাহার চিত্তে জ্বালিত তারে
'ব্রাহ্মণ' কহি যে কাজই না সে করি' চলে সংসারে।
শৌর্য্য বীর্য্য রয়েছে যাহার 'ক্ষত্রিয়' তাহারে কহি,
'শূদ্র' সে জন পরের পাদুকা শিরেতে যে যায় বহি'

দেশ যেন বড় ভাবে এক পরিবার,
দেশের সকল লোক সদস্য তাহার।
নায়ক দেশের যেন গৃহকর্ত্তা মত
সুখে সবে থাকে দেখা শুধু তার ব্রত।

প্রণয়

প্রথম প্রণয়পাশে পড়ে যবে নর
প্রকৃতি তাহার হয় মধুর সুন্দর

অকবি যে কবি হয় প্রণয়ে পড়িয়া,
ভাব তার ব্যক্ত হয় কবিতা হইয়া

নবীন প্রণয়ী কাছে জগৎ নূতন,
নয়ন তাহার ঘিরে সোণার স্বপন।
যে দিকেই চাহে না সে হেরে ফুল তারা,
ভাবিতে প্রিয়ার কথা ছুটে প্রীতিধারা

প্রণয়ের লিপি পড় অক্ষরে অক্ষরে,
স্বরগের সুধাধারা যেন পড়ে ঝ'রে

মধুর বিহগ-গীতি পল্লব-মর্ম্মর
প্রণয়ের ভাষা আরো সুমধুরতর।

প্রতিভা ও জাতি

জাতি-বংশগত গুণ না হয় কখন,
কিবা ছিল ব্যাস কবি ? ধীবরী-নন্দন।
হোমর ভিক্ষুক ছিল, কবি সেক্ষপীর
মুচির তনয় জানে লোক পৃথিবীর।
হোরাস্ ঈষপ ছিল দাসের নন্দন,
বার্ণস্ করিত নিজে ধরণী কর্ষণ।
সামান্য সৈনিক পুত্র কোর্সিকার বীর,
ক্ষুদ্র মুদ্রাকর ছিল ফ্রাঙ্কলীন ধীর।
রুশো-পিতা করিতেন ঘড়ি নিরমাণ,
ব্রজেন তাঁতির ছেলে সুধীর প্রধান।
সাহা মেঘনাদ যশ খ্যাতি এত যার,
খোঁজ কর কোন্ কুলে জনম তাহার।
প্রতিভায় জাতি-ডোরে বাঁধা নাহি যায়,
সব জাতে বড় হ'তে পারে সুবিধায়।

গোরস্থান

গৃহস্থ বাড়ীর উত্তরে ওই শ্যামল তরুর ছায়
প্রিয়জন তার গেছে চ'লে যুত রত চির-নিদ্রায়।
কিশলয়ে ঢাকা কবরের শ্রেণী শিশির ধোয়ায় রাতে,
ফুলদল ঝরে তপন আভায় রঞ্জিত করে প্রাতে।
কত দিবসের স্মৃতি মিশে আছে ওই সে শ্যামল ছায়,
গৃহস্থ-জননী আসি' একাকিনী মাঝে মাঝে কেঁদে যায়।

স্বামী পুত্রের স্মৃতি যবে করে হিয়াটি বিকল তার,
হেথা সে আসিয়া অশ্রু ডারিয়া লঘু করে হিয়াভার।
সংসার-জ্বালা হয় যবে বেশী ছুটি' সে হেথায় আসে,
কহে বিধাতারে কবে সে হইবে শায়িত স্বামীর পাশে।
বেশী দিন নয় গৃহস্থের ছেলে পড়েছে হেথায় শুয়ে,
মাতা তার নিতি আঁখি-নীরে যায় কবর তাহার ধুয়ে।
গৃহস্থ বাড়ীর আর দিকে সদা কর্ম্ম-প্রবাহ চলে,
হেথা আসি' সবে শোয় জীবনের কর্ম্ম সমাধা হ'লে।
আর চারিপাশে শুধুই ব্যস্ততা এ যেন শান্তি-নীড়,
জীবন মরণ যেন পাশাপাশি হাসি পাশে অশ্রুনীর।

চির নবীনা

অনন্তযৌবনময়ী কবিতা সুন্দরী,
কবি এসে চলে যায়, যুগ যুগ ধরি'
নবীনা বধূর মত কবিতা তাহার
মানবের মনে করে পুলক সঞ্চার।
নারীরূপ ক্ষয় হয় বয়সের সনে,
কবিতা নবীন প্রীতি দেয় চির মনে।

রাজা ও কবি

কত রাজা রাজ্য গেছে শূন্যেতে মিলিয়া,
কিন্তু ব্যাস কালিদাস বাল্মীকি যা' দিয়া
গেছে আছে সুনবীন, যুগ যুগ পর
যাবে তবু রবে তাহা অক্ষয় অমর।

রাজা হ'তে কবি বড় কাব্য রাজ্য হ'তে,
রাজার প্রভাব দেশে, কবির জগতে।
বুদ্‌বুদের মত রাজ-খ্যাতি লোপ পায়,
কবির সুখ্যাতি যুগ যুগান্তর ছায়।

অকেজো দেবতা

উৎপাদন নাহি করে ব'সে যেই খায়,
না খেটে দিবস যেই আলস্যে কাটায়,
উচ্চ পদ মান যার না আছে যোগ্যতা,
তারাই একদা ছিল জগতে দেবতা।
কর্ম্মীরা জাগিয়া এবে সাড়া দিয়া উঠে,
অকেজো দেবতা যত ভূমি 'পরে লুটে।

মৃতবৎসা

একমাত্র পুত্রধন গিয়াছে মরিয়া
পাগলিনী প্রায় কৃষ্ণা গৌতমী ঘুরিয়া
মরে দ্বারে দ্বারে—যাচি' ভেষজ এমন
দিতে পারে যাহা তার পুত্রের জীবন।
শাক্যমুনি পাশে সবে যেতে তারে বলে,
পাগলিনী চলে সেথা ভাসি' আঁখিজলে
কাতর বেদন তার করিয়া শ্রবণ
কহে বুদ্ধ শাক্যমুনি—যদি অন্বেষণ
করি' মুঠি সর্ষপ সে এনে দিতে পারে,
সেই গেহ হ'তে যেথা মরণের দ্বারে

যায় নাই কেহ কভু—নন্দনে তাহার
জিয়ায়ে তুলিবে মুনি নিশ্চিত আবার।
দ্বারে দ্বারে পাগলিনী ছু'টে ছু'টে যায়,
মরে নাই কোন গেহে হেন নাহি পায়।
যেথা যায় সেথা বালা শুনে এক কথা,
শুনিয়া জুড়ায় তার মরমের ব্যথা।
মরণ সবার তরে বিফল রোদন,
পাগলিনী লয় বুদ্ধ-চরণে শরণ।

কেন ক্ষুব্ধ?

সবিতা চাঁদিমা তারা
গিরি নিধি নীরধারা
শ্যামল প্রান্তর বন
ফল ফুল সুশোভন
বিহগের গীতি-রাশি
বসন্তের সুধাহাসি
এত আছে তবু নর
কেন ক্ষুব্ধ নিরন্তর?

জনক-জননী-স্নেহ
প্রেম-প্রীতি-ভরা গেহ
প্রেয়সীর প্রীতিরাশি
শিশুমুখে সুধাহাসি

দয়া মায়া ভালবাসা
কবিত্ব কল্পনা আশা
এত আছে তুর্ব্বিষহ
কেন এ জীবন কহ ?

বিহগ পুলকে গায়
পুলকে তটিনী ধায়
পুলকে কুসুম ফুটে
ভ্রমর পুলকে ছুটে
গগনে পুলক-হাসি
দিশি দিশি প্রীতিরাশি
তুমি কেন ক্ষুব্ধ নর ?
হও ফুল্ল নিরন্তর।

পিছনে

বড় কবি বৈজ্ঞানিক ভাবুক মহান্
আসিছে পিছনে—তারা নব অবদান
দিয়ে অভিনব বিশ্ব তুলিবে গড়িয়া,
অপূর্ণতা এবে যাহা বিদূর করিয়া।
ক্ষুদ্র দেশহিত তারা দিয়ে বিসর্জ্জন
মানব জাতির হিতে দিবে তনুমন।
দূর-নভ-চারী-খগ-পক্ষ-ধ্বনি মত
পদধ্বনি তাহাদের হয় শ্রুতিগত।

অঞ্জলি

অনুতপ্ত

পাপ-তাপ-দগ্ধ এক আনিয়াছি মন,
তোমার চরণতলে হে মোর রাজন্।
যে কিছু স্খলন ত্রুটি জীবনে আমার,
পাপ-ভাব পাপ-কাজ বিদিত তোমার।
যখনি সে সব কথা জেগে উঠে মনে,
শিহরিয়া উঠি অশ্রু ঝরে দু'নয়নে।
দয়াল, করুণানিধি, রাজ-রাজেশ্বর,
অনন্ত করুণা তব জীবের উপর।
তোমার চরণতলে লইলাম ঠাঁই,
তোমা বিনা এ দীনের গতি আর নাই।
যুক্ত করে অনুতপ্ত হৃদয় লইয়া
মাগি ও চরণতলে মোহেতে পড়িয়া
যত পাপ করিয়াছি ক্ষমা সব কর,
তোমার আলোক-লোকে দাসে তু'লে ধর

বল

উঠা পড়া, নিয়ে গড়া আমার জীবন,
একবার যদি উঠি আবার পতন।
হাত ধ'রে নিয়ে চল হে স্বামি! আমার
ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা যত সকলের পার।
তুমি যদি বল দাও বল আমি পাই,
নতুবা ব্যর্থতা মোর যে দিকেই চাই।
স্বামিন্ হৃদয়নাথ ডাকি সকাতরে,
তোমার গোলকে লও নিজে হাত ধ'রে

ব্যথিত

দূরে কেন কাছে এস প্রিয়
দাও তব নিবিড় পরশ,
ধূ ধূ করে হিয়াখানি মোর
হোক্ তব পরশে সরস।
বুকভরা হা-হুতাশ আজ
আঁখিযুগ ভরা শুধু জল,
জীবনের যে দিকেই চাই
হেরি শুধু ব্যর্থতা কেবল।
সকলেই পায়ে ঠেলে যায়
কত সুপ্ত ব্যথা জাগে মনে,
ভাবি তব শুনি নাই বাণী
তাই এত যাতনা জীবনে।
কি কহিব কহিবার নাই
আঁখিনীর সম্বল আমার,
তুমি যদি কর হেলা মোরে
মরা মোর ভাল শতবার।

করুণাময়

হৃদয়-দুয়ার বন্ধ হেরিয়া কতদিন গেছ ফিরে,
শাসন তোমার না মানিয়া কত ভাসিয়াছি আঁখিনীরে।
বিপথে চলিতে হাত ধ'রে তুমি আপনি এনেছ টানি',
নিরাশ হৃদয়ে এসে গেছ ক'য়ে নবীন আশার বাণী।
ধূলি হ'তে হীন আমার উপরে এতই করুণা তব,
বিশ্ব ব্যাপিয়া কত যে করুণা ঝরে তা কেমনে ক'ব ?

চিরসখা

সব চেয়ে মোর তুমিই আপন তোমায় ভুলিয়া যাই,
চিরসখা ছেড়ে দুদিনের যারা তাদের পিছনে ধাই !
কাঞ্চন ফেলি' কাচের পিছনে ছুটেছি অন্ধমত,
ধন জন এই আছে এই নাই তুমি রবে শাশ্বত—
বুঝেও বুঝিনা জেনেও জানিনা চিরসখা হে আমার,
তোমার আলোক-লোকে লও মোরে দূর করি, মোহভার।

রূপ-তৃষ্ণা

জানি না কেমন তুমি হে মোর রাজন্,
"তুমি আছ" সারা বিশ্ব করিছে জ্ঞাপন।
আকাশ বাতাস তারা এক সুরে কয়,
"তুমি আছ" বুকে তার প্রতিধ্বনি হয়।
বিশ্বে তব এত রূপ, রূপ তব কত
জানিনা পিছনে তব উন্মাদের মত
ছুটিয়াছি, বিশ্ব-আলো-করা রূপ তব
একদিন হেরিব না হে মোর মাধব ?

এস

তোমার লাগিয়া হৃদয় আসন
রেখেছি পাতিয়া স্বামি।
তুমি যদি এসে বস হৃদয়ের
ক্লান্তি যাইবে নামি'।

লুকান আঁধার সকল টুটিবে,
বাসনা কামনা সকল পূরিবে,
মধুর পুলক-নিঝর ছুটিবে
ভাবেতে মাতিব আমি,
আকুল পরাণে ডাকি বার বার
এস হে জীবন-স্বামি !

কোথায়

ধূমধাম কোলাহলে প্রভু মোর নাই,
বিলাস বিভব মাঝে নাই তাঁর ঠাঁই।
একমনে নিরজনে যে ডাকে তাঁহারে,
প্রভু নিজে দেখা দেন আসি তার দ্বারে
বিরাট প্রাসাদ হর্ম্ম্য সেথা প্রভু নাই,
কুটীরে পর্ব্বত গাত্রে হের তাঁর ঠাঁই ॥

ব্রহ্মলাভ

যে দিন তাঁহার ভাবে হইব পাগল,
ঝরিবে তাঁহার নামে নয়নের জল,
যে দিকে চাহিব শুধু তাঁহারে হেরিব,
সেই দিন ঠিক আমি তাঁহারে লভিব

ব্রহ্মবিৎ

ব্রহ্মের জ্ঞান হয়েছে কাহার ?
সে জন কহিতে পারে।
"জানি না যে নয় জানিও তাহা না
অনন্ত স্বরূপ তাঁরে।"

আদিব্রহ্ম

পাণি তার নাই তবুও গ্রহীতা,
না হয় চরণ তার
তবুও সে চলে, অচক্ষু তবুও
দৃষ্টি তার চারিধার।
কাণ তার নাই শ্রুতি তবু আছে
জগতে সব সে জানে,
সকলের আদি পূর্ণ মহান্
ধীর যে তাহারে মানে।
অনন্ত অসীম মহিমা তাহার
ক্ষুদ্র বুদ্ধিবলে,
কি বুঝিবে নর দেয় শুধু তার
শ্রদ্ধা চরণ-তলে।

ব্রহ্মের স্বরূপ

সচল অচল সুদূর সমীপে
ভিতরে বাহিরে তিনি,
হেলা কারে কভু না করেন তাঁরে
হেরে সব ঠাঁই যিনি।

শিরা-ব্রণ-হীন শুদ্ধ স্বপ্রকাশ
পরিভূ মনীষি কবি,
যার যাহা চাই নিজ হ'তে তিনি
দিতেছেন সবে সবি।
সব যদি যায় শূন্যে মিলায়ে
অসীম-মহিম-ময়
রহিবেন তিনি করিবেন যাহা
করিতে বাসনা হয়

সহজ বোধ

সুত-সুতা-পরিবৃতা রমণী হেরিয়া
স্বতঃই এ ভাব মনে উঠে না জাগিয়া
পিতা আছে তাহাদের ভর্ত্তা রমনীর ?
নর-নারী-পরিবৃতা পানে ধরিত্রীর
চাহিলেই এই ভাব মনে ভাবি আমি,
নর-নারী পিতা আছে ধরিত্রীর স্বামী।

জয়ধ্বনি

বিশ্ব ব্যাপিয়া তোমার করুণা-অমিয়-নিঝরে ঝরে,
যে যেথায় আছে জগতের জীব সবে মিলে পান করে।
দিয়ে তুমি সুখী রাজরাজেশ্বর
পিয়ে খুসী যত জীব নারী নর
দাতা গ্রহীতার দুয়ের পুলক, নিযুত কণ্ঠে মিশি,
"দয়াল তোমার জয়" রব তুলে দিশি দিশি দিবানিশি।

ভুল

ভগবানে ভু'লে আছে পাপে যে মগন,
ভগবান্ নাহি ভুলে কাহারে কখন।
পাপী পুণ্যবান তরে রবি শশী জ্বলে,
তরাতে পাপীরে লোক আসে ধরাতলে।

ছেলেখেলা

বিশ্ব-ভুবন মহিমা যাঁহার প্রচার করিতে নারে,
ক্ষুদ্র মানব ক্ষুদ্র মূরতি গড়ি' প্রচারিবে তাঁরে!
বিন্দু বারিতে সাগরের ছবি দীপে দিবাকর বিভা!
হায় মূঢ় নর মহীয়ান্ নিয়ে বিকৃত কল্পনা কিবা!
চিন্ময় যিনি মৃণ্ময় রূপে তাঁহারে হেরিতে চাও,
সত্যস্বরূপ ছাড়ি' হাতে গড়া মূরতি পূজিয়া যাও।
মহীয়ান্ নিয়ে একি ছেলেখেলা! এ খেলা যাউক চলি,
মহিমা তাঁহার চিত্তে ভাবিয়া দাও শ্রদ্ধা-অঞ্জলি।

বিস্মিত

এক দীপ্ত রবি হেরি ঝলসে নয়ন,
কোটি দীপ্ত রবি হ'তে উজল যে জন
মানস-নয়ন-পটে প্রতিভাত যার,
কি বিস্ময় পুলকের আবেগ তাহার।

ভিখারী

আপনি ভিখারী তিনি রাজরাজেশ্বর;
দীন দুঃখী পাপী তাপী জ্ঞান-অন্ধ নর
অন্নক্লিষ্ট ব্যাধিখিন্ন তিয়াসা-আতুর
সকলের তরে তাঁর হিয়াটি বিধুর।
ভিক্ষা তিনি চান নিজে সকলের তরে,
যে দেয় ব্যথিতে সেবে সে ঠিক ঈশ্বরে।

অমানুষ

এখনো তোমায় হৃদয় ভরিয়া
পারিনি বাসিতে ভালো।
পারিলে কি কভু হিয়াতে রহিত
এমন জমাট কালো ?
কাম ক্রোধ লোভ আদি রিপু যত
এখনও বুকে জাগে দৈত্য মত
আলোক-পরশে আঁধারের মত
কোথায় লুকাত তারা
হিয়াটি ভরিত যদি ওহে নাথ
তোমার প্রীতির ধারা।

যোগী ও ভোগী

সাগরের বহির্ভাগে শুধুই ক্ষুব্ধতা
তলে তার পরাশান্তি নিবিড় স্তব্ধতা।
সত্যের বাহির ভাগে শুধু ঘুরে যারা
নিয়ত কেমন ক্ষুব্ধ সুখশান্তিহারা।
যে সত্যের তলদেশে করেছে গমন,
কিবা শান্ত ভূমানন্দে নিয়ত মগন।
যোগী ভোগী পাশাপাশি দেখ নিরখিয়া,
এক ক্ষুব্ধ, কিবা শান্তি অপরে ঘিরিয়া।

সন্ধ্যায়

ওই সন্ধ্যার ছায়া নামে ধীরে ধীরে
শান্ত করিয়া মন,
জীবনের স্বামী যে তাঁহার পায়
কর নিজে সমর্পণ।

হৃদয়ের যত ক্ষোভ চপলতা
কর্ম্মচিন্তা মত্ত ব্যস্ততা
লভুক্ দূরতা শান্তি বারতা
এনেছে সন্ধ্যারাণী,
শান্তিময়ের শ্রীচরণতলে
আন্‌রে হিয়াটি টানি।

নিশীথে

লক্ষ তারকা উদিলে গগনে
মনে মনে ভাবি আমি,
গগনের গায় রাজসিংহাসনে
আসীন জগৎ-স্বামী।
লক্ষ প্রদীপ তাই জ্ব'লে উঠে,
দিশি দিশি আলোকের ধারা ছুটে,
পুলকের ভাব প্রতি বুকে ফুটে,
তাঁহার চরণ তলে,
শ্রদ্ধা-অঞ্জলি দিই আমি ভাসি'
বিস্ময়ে আঁখিজলে।

বিদায় আরতি

জগৎ হইতে যাব যবে যেন এই ভাব নিয়ে যাই,
সব চেয়ে তুমি আপন আমার এমন আপন নাই।
সুখ দুঃখের যে পসরা দেছ সব মোর হিত তরে,
হীন পাপী ব'লে কখনও তুমি হের নাই হেলাভরে।
জগতে আসিয়া সুকাজ কিছুই করিতে পারিনি স্বামি!
তবু জগতের প্রীতি যে পেয়েছি তা'তেই ধন্য আমি।
তোমার কৃপায় যখন যে গান এসেছে গেয়েছি তাই,
জগতের লোক না যদি তা' চায় বিক্ষোভ তাহাতে নাই।
এ জীবনে খেলা নাহি হ'ল ভাল হয় যেন ভাল পরে,
জনমে জনমে তোমা ধরি' চলি লোক হ'তে লোকান্তরে।

কাব্যগুচ্ছ

সপ্তম খণ্ড

শুকতারা

সন্ধ্যাতারা

নির্ব্বাণ

"বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি

অমর কবি

বঙ্কিমচন্দ্রের

—পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে—

শুকতারা

কবিতাসুন্দরী

হিয়াখানি আলো করি' আছ তুমি রাণি !
তাই আমি ধন্য গণি এ জীবনখানি।
ব্যর্থতা রিক্ততা মোর যে দিকেই চাই,
তুমি আছ তবু বুকে পরা প্রীতি পাই।
তুমি যদি যাও চলি' কি রহিবে আর ?
ভিতরে বাহিরে শুধু নিবিড় আঁধার।

বঙ্গভূমি

বাঙ্গলার ঘাট বাট কানন প্রান্তর
খাল বিল নদ নদী পর্ব্বত শিখর,
নগর প্রাসাদ পল্লী কৃষকের গেহ,
অকৃত্রিম প্রেম যেথা অফুরন্ত স্নেহ,
ঊষা-সন্ধ্যা-নিশীথিনী-মুখে সুধাহাসি
বাজায় পরাণে মোর নিশিদিন বাঁশী।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপা বঙ্গের ললনা,
বঙ্গের যুবক যার বুদ্ধি ও কল্পনা
স্তম্ভিত জগৎ করে—সুমধুর ভাষা,
পরাণে জাগায় যাহা আনন্দ ও আশা,
বাঙ্গালার কবিকুল ভাবুক গায়ক
দীন চাষী মধ্যবিত্ত মজুর নায়ক
বিদেশে বাঙ্গালী আমি সবে ভালবাসি,
সুখে থাকে চিরদিন যেন বঙ্গবাসী

দিব্যক স্মৃতি*

অর্ঘ্য তোমারে সঁপিতে মিলেছি আমরা দিব্যক বীর !
কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিলে তোমার উন্নত হয় শির।
একদা তোমার বাহুর প্রতাপে কাঁপিত সকল দেশ,
বীরের এ জাতি কাপুরুষ নয় বুঝিত জগৎ বেশ।
ইতিহাসে এক অধ্যায় তুমি আছিলে বিস্মৃতি-তলে,
মহিমা তোমার হইল প্রচার নব গবেষণা-ফলে।
মহীপাল যবে নারিল শাসিতে তোমারে সিংহাসন
করেছিল দান এই বাঙ্গলার বিমুগ্ধ জনগণ।
তুমি গেছ তব স্তম্ভ সহিত রয়েছে বিরাট বাপী,
রয়েছে রহিবে অক্ষয় তব নাম যুগ যুগ ব্যাপি'।
বঙ্গগৌরব হে বীর-পুঙ্গব ! দিশি দিশি হ'তে আজি
মিলেছি আমরা লহ আমাদের ভক্তি-অর্ঘ্য-রাজি।

* ২৬-১০-৪১ তারিখে দিনাজপুর জেলায় দীবর দীঘিতটে মহারাজ দিব্যকের স্মৃতিসভায় এই কবিতাটী পঠিত হইয়াছিল।

ভারতচিত্র

পূর্ব্ব-প্রান্তে চট্টলগিরি
আরব সাগর পশ্চিম পাশে,
উত্তরে গিরিরাজ হিমালয়
দখিণে উছলে নিধি উল্লাসে।
বক্ষে বিন্ধ্য বনরাজি লয়ে,
গঙ্গা সিন্ধু যমুনা আর
তাপ্তী কাবেরী গোদাবরী বয়
ব্রহ্মপুত্র করি' হুঙ্কার—

মোদের পিতৃপিতামহদের
স্মৃতি মিশে যার ধূলির সনে,
জগৎপূজিতা এই যে ভারত
নমি তারে ভক্তিপূরিত মনে।
ওই পঞ্চনদ আর্য্যেরা যেথা
প্রথম আসিয়া করিল বাস,
শিখবীরদের কীর্ত্তি যেথায়
ভূস্বর্গ কাশ্মীর যাহার পাশ,
কুরু পাণ্ডব যুঝিল যেথায়
ওই ইন্দ্রপ্রস্থ শ্মশানপুরী,
সরযূসৈকতে রামের অযোধ্যা
হেরি' যাহা পড়ে অশ্রু ঝুরি'।
গিরিপাদমূলে কপিলাবস্তু
বিরাট বুদ্ধ-জনম-ঠাঁই,
বিশ্বব্যাপিয়া প্রভাব যাহার
তুলনা যাহার মানবে নাই।
বিক্রমপুরী ওই উজ্জয়িনী
আছিল যেথা কবি কালিদাস,
বারানসী বৃন্দাবন নর যেথা
যায় মুক্তিতরে করিতে বাস।
ত্রিবেনীসঙ্গম ওই সে প্রয়াগ
নৃপতি হর্ষ ভিক্ষু সাজি'
ধনদৌলত বিলা'ত যেথায়,
দিল্লী আগ্রা শ্মশান আজি।
পাঠান-মোগল-কীর্ত্তি রয়েছে
প্রাণ গেছে যেন রয়েছে কায়া,

রাজপুত মারাঠার দেশ ওই
বহিয়া প্রতাপ-শিবাজী-ছায়া।
ওই নবদ্বীপ মুক্তি-বারতা
প্রচারিল যেথা সোনার গোরা,
ওই পৌণ্ড্রপুরী গৌড় পলাশী
অতীত যুগের বারতা-ভরা।
কত কবি ঋষি বীরেন্দ্রের স্মৃতি
মিশি' ভারতের ধূলির সনে,
সাধনা আমার, স্বর্গ আমার
নমি তারে ভক্তি-পূরিত মনে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠান দিবসে

বাঙ্গালার গর্ব্ব এই বিশ্ব-বিদ্যালয়;
প্রাণের স্পন্দন লীলায়িত দেশময়
দিশি দিশি হের যাহা—মূলে কি তাহার?
এই বিশ্ব-বিদ্যালয় আলোক-আধার।
দিশি দিশি তপনের আলো বিকিরণ
হইয়া জগতে করে প্রাণের স্ফুরণ।
বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে তথা জ্যোতিধারা
বিচ্ছুরিয়া আনিয়াছে দেশে এক সাড়া।
বঙ্কিম বিবেক চিত্ত পালিত ও ঘোষ
গুরুদাস বসু রায়, শীল আশুতোষ
সুরেন্দ্র ও লর্ড সিংহ মদনমোহন
করিয়াছে গৌরবিত এ বিদ্যায়তন।
হেথা গবেষণা করি' বিখ্যাত রমণ,
হেথা রবি বিভা যার ভরিয়া ভুবন!

প্রকাশ

পর্ব্বত গুহায় বসি'
সত্যচিন্তা কেহ যদি করে,
একদিন গুহা ভেদি'
ছাইবে তা' দিক্ দিগন্তরে।

বৈচিত্র্যে-মধুর

সুন্দর করিতে বিশ্ব
যিনি এই বিশ্বভূপ
বিহগেরে দেছে সুর
কুসুমে সুবাস রূপ।
পুরুষেরে দেছে তেজ
নারীরে লাবণ্য-ধারা
দেছে নভস্পর্শী গিরি
পারাবার কূলহারা।
আদেশে তাহার রবি
দেয় কর সমুজ্জ্বল,
চাঁদিমা অমিয় ঢেলে
করে ধরা সুশীতল।
কবিরে সে দেছে গান
নৃপতিরে দেছে ধন,
বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যত
সব তার বিস্মজন।
সকলি মিলিয়া এক্
ফুটেছে মোহন সুর,
সকলের সমবায়ে
এই বিশ্ব সুমধুর।

বিস্মৃতি

দীপ যদি নিবে যায়
　　　　না থাকে আলোক-রেখা,
মেঘ ছড়াইলে নাহি
　　　　রামধনু যায় দেখা।
বীণা যদি ভেঙ্গে যায়
　　　　সুর না স্মরণে আসে,
প্রিয় যদি যায় তার
　　　　ভাষ না মরমে ভাসে।

শেলী

পতিনিন্দা

দক্ষরাজ শিবনিন্দা করে যজ্ঞস্থলে,
থর থর কাঁপে সতী তিতি' অশ্রুজলে।
মহাপাপ পতিনিন্দা শুনাও শ্রবণে,
দেবদেবে ডাকে সতী আকুলিত মনে।
অকাতর দক্ষ আরো নিন্দা বেশী করে,
পারিষদ যত ছিল সাথ তার ধরে।
না পারি সহিতে সতী তেয়াগিল প্রাণ,
দেবদেব আসি' আনে প্রলয় মহান্।
দক্ষদলে ছিল যারা ভূমিতে লুটিল,
যজ্ঞস্থলে শ্মশানের মূরতি ধরিল।
তারপর সতীদেহ স্কন্ধেতে লইয়া,
ছুটিল মহেশ,—মহা উন্মাদ হইয়া।
"সতি! সতি! সতি!" এক শুধু মুখে ধ্বনি,
বিশ্ব ত্রস্ত যেন লোপ পাইবে এখনি

তরু দত্ত

শ্বেতদ্বীপে বাণীকুঞ্জে যে প্রসূন ফুটে
এ বঙ্গে বাণীর কুঞ্জে একটী তেমন
ফুটেছিল রূপগন্ধ করি' বিকিরণ,
না ফুটিতে ভাল ক'রে পড়িল তা' লুটে।

লুকাল জলদে যেন না উঠিতে তারা,
না হ'তে আলাপ গেল ছিঁড়ে বীণাতার।
তরু গেছে রেখে সে যে গেছে ফুলহার
না হ'বে কালের কোলে কভু তাহা হারা।

পূর্ণিমার শশী

বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি দিক্ দিগন্তর
রজত কৌমুদী-জাল ফেলেছে ছাইয়া,
গাহিছে পাপিয়া পিক থাকিয়া থাকিয়া,
বহিছে সমীর চুমি' কুসুম-নিকর।
কল্লোলিনী বয়ে যায় হিল্লোল তুলিয়া,
মন্ত্রমুগ্ধবৎ কবি বসি' নদী-তীরে,
পূর্ণিমার চাঁদখানি হেরে ফিরে ফিরে,
দ্যুলোকে না ভূলোকে সে গিয়াছে ভুলিয়া।
পূর্ণিমার চাঁদ সনে অপূর্ণতা তার
ছিল যত গেছে যেন সকল মিলিয়া,
পরিপূর্ণ পুলকেতে নাচে তার হিয়া,
এনেছে কৌমুদী যেন প্রীতির জোয়ার।
কবি পাশে আশে তার হৃদয়ের শশী,
কবি ভাবে পূর্ণ শশী ভূমে পড়ে খসি'।

নব যুগের সাহিত্য

রাজ রাজরার ঘরে কি ঘটে ঘটনা,
কবি উপন্যাসকার তা' নিয়ে রচনা
করি' আগে উন্মাদনা করিত সৃজন,
হ'য়েছে সে ভাবে এবে পরিবরতন।
কৃষক-কুটীর দীন মধ্যবিত্ত গেহ,
শুদ্ধ শ্রম যেথা পূত অকৃত্রিম স্নেহ
কবি ও লেখক এবে করিছে অঙ্কন
কৃত্রিমতা বিষবৎ করিয়া বর্জ্জন।
সমাজের দোষে যারা আছিল পতিত
চিত্র তাহাদের এবে হ'তেছে অঙ্কিত।
নিষ্পেষিত পীড়িতের প্রাণের ক্রন্দন
গুপ্ত ছিল হইতেছে ব্যকত এখন।
নবীন আদর্শ দেয় সাহিত্য বিলিয়া,
নব ভাবে সারা বিশ্ব উঠিছে গড়িয়া

বোঝা ?

'পুরুষের বোঝা নারী' প্রলাপবচন !
নারী আছে মধুময় তাই এ জীবন।
ভারবাহী পশুমত খেটে যায় নর,
মাটী কাটে শিলা ভাঙ্গে গিরির শিখর
লঙ্ঘি' পার হয় সমুত্তুঙ্গ উর্ম্মি তরে,
রোদ বৃষ্টি ঝড় 'ঝঞ্ঝা সব সহ্য করে,
জানে তার গৃহকোণে প্রীতি-স্বরূপিণী
আছে সুখে দুখে তার জীবনসঙ্গিনী।

পাদপের কিবা শোভা বল্লরী বিহনে !
পিকরাজ না তুষিত সঙ্গীতে ভুবনে
না রহিত প্রীতি দিতে যদি পিকবধূ,
ভ্রমর ভ্রমরী বিনে না খুঁজিত মধু।
জলদের তেজ বুকে চপলা ধরিয়া,
নরের হৃদয়ে বল নারীরে পাইয়া।

সাঁওতাল দম্পতি

বন হ'তে কাষ্ঠ-খণ্ড করি' আহরণ
চলিয়াছে হাটে পতি জায়া দুইজন।
সাঁওতাল দম্পতি—সদা সাথে সাথে রহে
মাটী কাটে বাপী খুঁড়ে ঝড় বৃষ্টি সহে
পাশাপাশি—জায়াপৃষ্ঠে একটি নন্দন
চলিয়াছে করি' তারা কত আলাপন !
খায় তারা খেটে নাহি ধারে কারো ধার,
ঘর তাহাদের যেন এ বিশ্বসংসার।
উঠে বসে খেটে খায় যায় এক সাথে,
কি এক অপূর্ব্ব টান হিয়াতে হিয়াতে।
জায়াতে পতিতে আজ শিক্ষিত সমাজে
বিরোধ-বারতা কত কাণে আসি বাজে।
অশিক্ষিত সাঁওতাল শিক্ষা নাহি জানে,
তবু কি দাম্পত্য-প্রীতি তাহাদের প্রাণে !

প্রতাপাদিত্য

গর্ব্ব তোমার করি হে আমরা
প্রতাপ আদিত্য বঙ্গবীর।
একদা যাহার বাহুর প্রতাপে
নোয়াত বঙ্গে সকলে শির,
মোগলের সেনা ভয়ে যার ভীত
যাহার বিজয় নৌ-বাহিনী
পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যু দলে
খেদায়ে দিয়াছে শৌর্য্য জিনি' !
কামান দুর্গ প্রাসাদে প্রাচীরে
রাজধানী যার গহন বনে
ছিল এক কালে—ভাবিতে যে কথা
সুগভীর ব্যথা জাগে এ মনে।
হে বঙ্গহিন্দুকুলের তিলক
মোগলের দাস হিন্দু মান
পতন তোমার করে আনয়ন !
ভাবিতে ক্ষুব্ধ হিন্দু-প্রাণ।
নাই তুমি আজ তবুও রয়েছ
রাজ-রূপে হিন্দু হৃদয়াসনে,
স্মৃতি তব ঘিরে উঠিবে জাগিয়া
আবার এ জাতি শৌর্য্যসনে।

লিপি

সপ্তদশ বর্ষ আগে প্রথম মিলন
প্রিয়াতে আমাতে, কত পরিবরতন
হ'য়ে গেছে এর মাঝে জীবনে সংসারে,
তবুও লিখিতে লিপি বসি যবে তারে
প্রথম পিকের গীতে যে সুধা-নিঝর,
পূর্ণিমায় যে মাধুরী ঢালে শশধর,
গোলাপ যে সুধা-রাশি ঢালে সমীরণে
সব যেন এক সাথে জাগে মোর মনে।
প্রৌঢ় আমি ফিরে যাই প্রথম যৌবনে,
সাধ যায় যে ভাষায় চাঁদিমা গগনে
চকোরের সনে করে মধু আলাপন
সে ভাষায় প্রেয়সীরে করি সম্বোধন।
সামান্য মাটীর স্তূপ রস-লেশ নাই,
তবু তার ভাবে আমি কবি হ'য়ে যাই।

সন্ধ্যাতারা

সন্ধ্যা

সলজ্জা বধূর মত
বিছায়ে কোমল কায়া,
কে তুমি আসিলে অয়ি!
লয়ে আলো-ছায়া-মায়া ?
অধরে শান্তির রেখা
আঁচলে কুসুম-কুল,
ললাটে তারার টীপ্
বনছায়া কালো চুল।
সলজ্জা শান্তির মূর্ত্তি
ওই মত মোর গেহে
আছে স্বরগের বালা
গেহখানি ভরি' স্নেহে।
ললাটে উজল টীপ্
মুখখানি কালো কালো,
মিল তব তার সনে
তাই তোমা বাসি ভালো

বঙ্গনারী

দুঃখ দৈন্য-পরিপূর্ণ বাঙ্গালীর ঘর
অভাব-তাড়না লেগে নিত্য-নিরন্তর।
সন্তান-সন্ততি আছে ষষ্ঠীর কৃপায়
ধাতা শুধু জানে তারা কি পরে কি খায়

গৃহস্বামী দুই বেলা খাটে প্রাণপণ
তবু নাহি হয় তার অভাব-পূরণ।
রোগে বিনা চিকিৎসায় কোন সুত মরে,
কোনটি নামেই শুধু দেহে প্রাণ ধরে।
চারিদিকে হাহাকার শুধু অন্ধকার,
স্বরগের জ্যোতি মত মাঝখানে তা'র
বঙ্গনারী—মরুবুকে নীলধারা মত,
স্নেহ প্রেমে দূর করি হিয়া-ক্লান্তি যত।
নিশিদিন কর্ম্মরত পতিগত প্রাণ,
বঙ্গগৃহে নারী বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান।

দূরে ও নিকটে

পাশে সে যখন রহে নব বিকশিত
কুসুমের মত ভাতে আঁখির উপর ;
দূরে সে যখন রহে মলয়-বাহিত
সৌরভের মত তার স্মৃতি-মনোহর।
দূরাগত বাঁশরীর আরাব মতন
লিপি তার কত স্মৃতি তুলে জাগাইয়া,
মূর্ত্তিমন্তী প্রীতিরূপা সমুখে যখন,
মাধুরী-রূপিনী দূরে মোর হৃদিপ্রিয়া।

মুসাফিরখানা

সন্ধ্যার ছায়া নামে ধীরে ধীরে দরবেশ এক আসে,
বাদশা'র দ্বারে নিশীথের তরে আশ্রয় পাবে আশে
দৈত্যের মত প্রহরী দাঁড়ায়ে দরবেশ পুছে তায়,
"মুসাফিরখানা এইকি" ? প্রহরী শুনিয়া চটিয়া যায়।

"বাদশা-প্রাসাদ-মুসাফির-খানা! চোখ কি তোমার নাই?
অথবা বাতুল তুমি" বিসম্বাদ হইল লইয়া তাই।
দরবেশে ধরি' বাদশাহ পাশে প্রহরী লইয়া যায়,
বাদশা শুনিয়া এ ভুল কেমনে হইল পুছিল তায়।
দরবেশ পুছে "আগে এই গেহে কে ছিল হে নরনাথ"?
বাদশাহ কহে "পিতা পিতামহ পূর্ব্ব-পুরুষ সাত।"
"তুমি চ'লে গেলে কে হেথা রহিবে?" "মোর বংশধরগণ।"
শুনি' দরবেশ কহে "যেই গেহে এত পরিবরতন
চলে মুসাফির-খানা আর তায় কি ভেদ হে নরপতি?"
বাদশাহ ভাবে "ঠিক, ভুল নাই" জানায় সম্ভ্রমে নতি।

স্মৃতি

সে মোর গলার হার
সে মোর আঁখির তারা,
জীবন-মরুর বুকে
সে স্বরগ-সুধা-ধারা।
সুদূর প্রবাসে আজ
আমার সে হৃদিরাণী,
স্মৃতিটি তাহার করে
বিয়াকুল হিয়াখানি।
তাহার মুখানি শুধু
এ ক্ষুদ্র মরমে ভাসে,
বাসনা বিহগ মত
উড়ে যাই তার পাশে।

বৈশিষ্ট্য

বাল্মীকি হোমর ব্যাস কালিদাস কবি
সেক্ষপীর মিল্টন গেটে মধু রবি
আছে সবে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া,
না মিলে একের ছায়া অপরে খুঁজিয়া।
বৈশিষ্ট্য হইলে হারা হ'ত তারা হীন,
মুছে যেত তাহাদের নাম কোন্ দিন।

নবীন প্রতিভা লয়ে আসিবে যে জন,
বুঝিতে তাহারে চাই নবতর মন।
পুরাতন ভাব নিয়ে নবীনে বুঝিতে
যে চায় নির্ব্বোধ নাই তেমন মহীতে

সুখ

সুখ চাও ? খুঁজে দেখ চাঁদের হাসিতে,
তটিনীর কলতানে বিহগ-সঙ্গীতে,
পল্লব-কম্পনে মুক্ত সবুজ প্রান্তরে,
প্রেয়সীর প্রেমাভারে শিশুর অধরে,
গেহের চারিটি কোণে মধুর মিলনে,
নৃত্যগীতে চারুশিল্পে রস-আস্বাদনে
কবিতার, পীড়িতের নীরব সেবায়,
নিরজনে একমনে গভীর চিন্তায়।

বিভিন্ন মূর্ত্তিতে

প্রভাতে অরুণালোকে হেরিয়াছি তারে
সাজি হাতে পূজারিণী যেতে দেবালয়ে
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা! প্রফুল্ল হৃদয়ে
হেরেছি তাহারে মগ্ন করমে সংসারে
সে যেন লক্ষ্মীর মূর্ত্তি! জ্যোছনা-আলোকে
সঙ্গিনী-রূপেতে পাশে হেরেছি তাহারে
মূর্ত্তিমতী প্রীতিরূপা! মরম-পুলকে
শিশুক্রোড়ে দাঁড়াইয়া হেরিয়াছি তারে
স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি! আরক্ত লজ্জায়
মধুর অধরপুট হেরিয়াছি তার
মুহূর্ত্তে রঞ্জিত আস্য রোষের আভায়
মুহূর্ত্তে করুণাসিক্ত—সে ভাব তাহার
ধাঁধিয়াছে আঁখি—সেবারতা পদপাশে
দেবীস্বরূপিণী তার মূর্ত্তি মনে ভাসে।

অজ্ঞাতের আকর্ষণ

নিরজন বনানীর বুকে
যে কুসুম রয়েছে ফুটিয়া,
সাধ মোর চুপি চুপি যেয়ে
রূপ তার আসি নেহারিয়া।
এঁকে বেঁকে মরুভূর বুকে
যে ধারাটি বহে গেয়ে গান,
শুনিবারে কলতান তার
বিয়াকুল এ ক্ষুদ্র পরাণ।

পূর্ব্বাশার অরুণ উদয়ে
দিগন্তরে আলো ছায়া পার
কোন পুর হেরিবার লাগি'
জাগে বুকে সাধ অনিবার।
অস্তাচলে রবি যবে যায়
পশ্চিম দিগন্ত পানে চাই,
দূরান্তের আলো ও ছায়াতে
অভিলাষ আপনা হারাই।
দূর নভে তারকার মালা
হিয়া মোর করে আকর্ষণ।
সাধ জানা যত সব ছাড়ি'
অজ্ঞাতের করি অন্বেষণ॥

বরষায়

কে যেন মায়ার কাঠি পরশ করিয়া
ধরা-বুকে দেছে নব স্পন্দন আনিয়া!
(আজ) কূলে কূলে ভরা নদী কুলু কুলু বয়,
দুই ধারে বনবীথি শ্যাম-শোভাময়।
মাঠে মাঠে ভরা ধান শাখে শাখে ফুল,
গগনে জলদ হেরি' নাচে শিখীকুল।
কেতকী কদম্বে আজ নব শিহরণ,
জাতী যূথী শেফালির নবীন যৌবন।

বলাকার দল আজ পুলকে গাহিয়া
দিক্ হ'তে দিগন্তরে যেতেছে উড়িয়া।

মরালের সারি ভাসে দিক্ মুখরিয়া
সারি গেয়ে দাঁড়ী চলে তরণী বাহিয়া।
যৌবন পুলকে মত্ত প্রকৃতি সুন্দরী,
যে দিকেই চাহি আজ প্রীতি পড়ে ঝরি'।

যুবা ও বৃদ্ধ

প্রকৃতির প্রতি যার আছে ভালবাসা,
বুকে যার নিতি নিতি জাগে নব আশা,
প্রেয়সীর প্রতি যার সুগভীর টান,
শিশু হেরি' নাচে যার পুলকে পরাণ,
সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রে অনুরাগ যার,
হোক্ না সুপক্ক অতি কেশদাম তার
বৃদ্ধ তারে নাহি কহি সে যুবা নবীন,
বয়োগণনায় যত হোক্ সে প্রবীণ।
যুবা হ'য়ে প্রেম প্রীতি নাহি যার মনে,
না ভাসে আশার আলো যাহার নয়নে,
ধরার সৌন্দর্য্যে নাহি মাতে যার মন,
শিল্পকলা প্রীতি যার না করে সৃজন,
সুকৃষ্ণ হ'লেও অতি কেশদাম তার,
বৃদ্ধত্বে পেয়েছে তারে বাণী এই সার।

ব্যর্থ

ক্রীড়ায় পুলক যার না করিলে খেলা
ভাবে সে বিফলে তার গেল দুই বেলা।
সঙ্গীতে পুলক যার না গাহিলে গান
ভাবে সে বৃথায় তার গেল দিনমান।

না জাগিলে নব ভাব ভাবুকের মনে
ভাবে সে দিবস তার গেল অকারণে।
কবি ভাবে সে দিবস ব্যর্থ তার যায়
যে দিন না জাগে নব সঙ্গীত হিয়ায়।
দীনতা রিক্ততা শুধু তাহার জীবনে
পায়ে তারে ঠেলে যায় জগতের জনে;
তবু যবে বুকে তার প্রেয়সী কল্পনা
ধরিয়া মধুর মূর্ত্তি করে আনাগোনা,
ভাবে যে জীবন তার সার্থক সুন্দর,
বুকে তার বহে দিব্য পুলক-নিঝর।

নবীন ও প্রবীণ

ফুটে' গেছে যে কুসুম কি মাধুরী তার?
ফুট-ফুট কুসুমের রূপের বাহার।
যৌবনের শেষ প্রান্তে এসেছে যে নারী
তার চেয়ে যৌবনের পথে কে তাহারি
রূপ আরো আঁখি ধাঁধে—প্রবীন যাহারা
বাণী তাহাদের যত বলা হ'লে সারা
নবীনের পানে রহে সকলে চাহিয়া,
নবীন আলোক পাবে এ আশা বহিয়া।

মালী

মালী তুমি হে শিক্ষক—মালীর মতন
প্রস্তুত করিয়া ভূমি যোগায়ে জীবন

শিশু-চিত্ত-পুষ্প রাশি তোল ফুটাইয়া,
মরতে নন্দন-শোভা পড়ুক ছাইয়া।
সুন্দর করিতে বিশ্ব সৃজন তোমার,
তাহাতেই জেনো তব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

নবীন প্রতিভা

বাণীবরপুত্র মধু হেম ও নবীন
একে একে অসীমের ক্রোড়ে যবে লীন
হ'ল হেন কবি আর না আসিবে পরে
ভেবেছিল দেশবাসী, কবিতা-অম্বরে
উদিল রবির মত তেজে গরীয়ান্
রবি-কবি, বঙ্কিম করিলে প্রয়াণ
ভেবেছিল কথা-শিল্পী আর না এমন
হ'বে পরে, শরতের উদয় এখন।
রবি শরতের পর প্রতিভা নূতন
উজল করিবে বঙ্গসাহিত্য-গগন।
এক তারা নিবে গেলে স্ফুট আর হয়,
এ নিয়ম চলিয়াছে সকল সময়।
নব নব যুগে হ'বে সমস্যা নূতন,
গাহিবে নবীন সুরে নব কবিগণ।

নির্ব্বাণ

কবিবর মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ-মূলে

শায়িত শান্তিতে হেথা কবিকুলমণি
শ্রীমধুসূদন—যার কম্বু-কণ্ঠ-ধ্বনি
এনেছিল বঙ্গদেশে নব উন্মাদনা,
সনেটে নাটকে যার নবীন প্রেরণা।
বঙ্গের গৌরব-রবি হেথা অস্তাচলে ;
মাতৃভাষা পুষ্ট করি' যে প্রতিভাবলে
গেছে তার শেষগতি দীন নিঃস্ব সনে
দাতব্য চিকিৎসালয়ে! ব্যথা জাগে মনে
ভাবিতে তোমার কথা কবিকুলপতি,
যে সেবে ভারতী হায় কি তার দুর্গতি!
এ কলঙ্ক মুছিবে না কভু বাঙ্গালার,
বঙ্গবাসী যুগে যুগে ঋণী কাছে যার
রবে তার পরিণাম করুণ এমন!
স্মরিতে সলিলে ভরে দুইটি নয়ন।

কীর্ত্তি-দেবী

স্বপনে হেরিনু এক গিরি সুবিশাল,
গিরির উপরে এক দেউল সুন্দর,
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এক দেউল ভিতর—
"কীর্ত্তি"-নাম্নী—নাই তার মত রূপজাল
গিরির বন্ধুর গাত্র বহিয়া আয়াসে
দেউলের পানে ছুটে দিশি দিশি হ'তে

কত নর—কেহ লু'টে পড়ে অর্দ্ধপথে,
কেহ লক্ষ্যে পহুঁছায় বিপুল প্রয়াসে।
শ্রান্ত ক্লান্ত যবে নর দেউলে পশিয়া
হেরে সে দেবীর মূর্ত্তি অনিন্দ্য মধুর,
সব শ্রান্তি ক্লান্তি তার হ'য়ে যায় দূর,
মরতে সে আছে যে তা' যায় সে ভুলিয়া।
কত কবি বৈজ্ঞানিক ভাবুক তথায়
বিস্ময়ে হেরিতে মোর স্বপ্ন টু'টে যায়।

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র যে গৃহে বসিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন তাহা দর্শন করিয়া

আশা ভাষা যে জাতিরে করিয়াছে দান,
হেন ভগ্ন অবস্থায় তার বাস-স্থান!
য়ুরোপ ও আমেরিকা যদ্যপি হইত,
হেন কবিতরে সৌধ নভ পরশিত
তাহার জনমালয়ে বহি' তার স্মৃতি,
হীন মোরা আমাদের অন্যতর রীতি।
বীরপূজা এ জাতি যে করিতে না জানে,
প্রমাণ তাহার অতি সুস্পষ্ট এখানে।
ভগ্নস্তূপ হেরি' এই ভাবি আমি মনে,
কত কবি সাহিত্যিক এই নিকতনে
নবীন প্রেরণা তরে একদা আসিত,
কলরবে তাহাদের দিক্ মুখরিত।
এখন কি দশা হায়! আঁখি নীরে ভরে,
ঝিল্লী ও করিতে রব হেথা ভয় করে।

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা

নিহত লঙ্কার পতি-বীর হনুমান
সে বারতা জানকীরে করিল প্রদান,
নিশি-শেষে পূর্ব্বাশায় জ্যোতি রেখা মত
আস্যে তার হর্ষভাব হইল ব্যকত।
কিন্তু তা' ক্ষণেক তরে—কাঁদিতে যাহার
জনম পুলক রয় কত ক্ষণ তার?
দীর্ঘ দিন সীতা বাস দানবের ঘরে
করিয়াছে—কেহ তার দোষ যদি ধরে
প্রমাণ রাঘব চায় সতী সে যে ছিল,
তারপর চিতা-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল,
রাম-নাম লয়ে সীতা পড়িল ঝাঁপিয়া,
বিভাবসু জানকীরে অঙ্কেতে লইয়া
কহিল, "নিষ্পাপ সীতা লও রঘুমণি",
ভূলোকে দ্যুলোকে হ'ল মহাহর্ষ-ধ্বনি।

কবি

হইলে ধরণী-সৃষ্টি আছে উপাখ্যান
"ভাগ করি' লহ সবে", কহে ভগবান।
কৃষক ভূভাগ নিল চাষবাস তরে,
স্থলপথ জলপথ বণিকনিকরে।
আর যে যা' ভালবাসে নিল ইচ্ছামত,
কবি ছিল আনমনে সঙ্গীত-নিরত।
সর্ব্বশেষে এসে দেখে কিছু আর নাই,
কহিল আমার তরে "নাই কোন ঠাঁই?

যে যা' ভাগ ক'রে নেছে তিলটুকু তার
নাহি দিতে চায়—কবি উপায় না আর
হেরি' ভগবানে করে বেদন-জ্ঞাপন,
ভগবান্ কহে, "চল অমর-ভবন"।
কবি কহে, "মরধাম ত্যজি' না যাইব,
গান গেয়ে হেথা স্বর্গ-বিভা এনে দিব।"

শৈশব-স্মৃতি

মনে পড়ে শৈশবের সেই দিনগুলি,
তপন যখন পূর্ব্বাশার দ্বার খুলি'
রঙ্গীন বারতা লয়ে নিতিই নূতন
আসিত, তারার মালা বিমোহিত মন,
প্রান্তরে কাননে যবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ধরার সৌন্দর্য্যরাশি নিতাম লুটিয়া।
পল্লবিত শাখা হ'তে কোকিল যখন
কুহরিত, করিতাম তার অন্বেষণ।
পুঁথি হাতে য়াইতাম যবে বিদ্যালয়ে
স্নেহময়ী মাতা মোর একাকী নিলয়ে
রহিত সতৃষ্ণ নেত্রে চাহি পথ পানে,
ফিরিলে কি স্নেহ তার উছলিত প্রাণে!
জনকের ভালবাসা পিতামহী-কথা
শৈশব-সাথীর স্মৃতি আনে বুকে ব্যথা।

———

সেকাল ও একাল

ভারতের সেই অতীতের কথা,
ভাবি যবে বুকে জেগে উঠে ব্যথা
কি ছিনু আমরা এখন কেমন,
গৌরব-শিখর হ'তে কি পতন!

সেই রামচন্দ্র রঘুকুলমণি,
পদে নত যার নিখিল অবনী;
কৌরব পাণ্ডব শৌর্য্যে অতুলন,
তেজে যাহাদের কাঁপিত ভুবন;
বুদ্ধ যাহার অহিংসার বাণী
মুক্তি-বারতা জীবে দিল আনি';
সেই চন্দ্রগুপ্ত অশোক ভূপতি
শ্রীহর্ষবর্দ্ধন গুপ্ত নৃপতি,—
লাগে সেই যুগ স্বপন মতন!
আঁধারে যখন নিখিল ভুবন
ভানুমত তেজে ছিল এ ভারত,
জ্ঞান-গরিমায় আলোকি' জগৎ।

তখন ভারত-নৃপতির পায়
আর আর দেশ নমিত শ্রদ্ধায়।
ভারতের পোত সাগরে সাগরে
ছুটিত তখন মহোল্লাসভরে।

তখন বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস
ভবভূতি মাঘ ভারবি ও ভাস
আর্য্যভট্ট কপিল শঙ্কর
উজলিয়া ছিল জ্ঞানের অম্বর।

সেই এক দিন গেছে এই আর,
এখন ভারত পিছনে সবার।
মানের গৌরবে সবাই জাগ্রত,
সোনার ভারত কাল ঘুমে রত।
ভুলে' থাকি বেশ অতীতের কথা,
কেন তাহা আজ জাগাইল ব্যথা ?

আবিসিনিয়া

আবিসিনিয়ার তরে ঝরে আঁখিজল,
হতভাগিনী যে আজ দাসত্ব-শৃঙ্খল
পরিছে তা' ছিন্ন নাহি সহজে হইবে,
কত নির্যাতন তার ললাটে জুটিবে।
সবল দুর্ব্বলে দলে জগৎ ভরিয়া,
দলিতের পানে কেহ না দেখে তাকিয়া।
বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ সে যে শুধু ফক্কিকার,
ইটালিয়া রুষে ভয়ে আবিসিনিয়ার
পক্ষ না গ্রহণ করে সঙ্ঘে বড় যারা,
স্বার্থ দেখে তাহাদের প্রবল যাহারা।
অর্দ্ধ-সভ্য তবু ছিল এ দেশ স্বাধীন,
সুসভ্য হইয়া যদি হয় পরাধীন,
তবু না গৌরব-ভাতি ফুটিবে তাহার,
অধীনতা চেয়ে নাশ শ্রেয় শতবার।

জাপান

রাশিয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব করেছে যে জাতি,
দেশে দেশে আজ তার কি গৌরব-ভাতি!
উরূপার জাতিসংঘ ভয় তারে করে,
চীন তার তরে ত্রস্ত মার্কিন ডরে।
শত বর্ষ না হইতে এ জাতি কেমনে
হ'ল বড় বিস্ময়ের ভাব আনে মনে!
আপনার ত্রুটি যত করিয়া বর্জ্জন,
প্রতীচীর ভাল যাহা করিয়া গ্রহণ,
রণবিদ্যা শিল্পে কর্ম্মশক্তি নিয়োজিয়া,
বরেণ্য রূপেতে জাতি উঠেছে গড়িয়া।
নিশিদিন শ্রম-রত বাণিজ্যে অগ্রণী,
এ জাতির পণ্যরাজি ছাইয়া অবনী।
জাপান সমুখে চলে পথ আলোকিয়া,
ভারত রহিবে কত পিছনে ঘুমিয়া?

নারী-সৃষ্টি.

গোলাপ চাঁদিমা তারা মোহন সুন্দর
আর যা' জগতে সৃজি' বিশ্ব-অধীশ্বর
ভাবিলেন সব রূপ একত্র করিয়া
এমন সৃজিব দিবে যা' বিশ্ব ধাঁধিয়া।
তাই চাঁদিমার হাসি অধরে যুজিয়া,
কোকিলের কুহুস্বর কণ্ঠেতে পূরিয়া,

মৃণালের মত বাহু, মরাল-গমন,
দিঠিতে বিহ্যুৎ-বিভা, হরিণী-নয়ন,
মরতে স্বরগ-ভাব করিয়া যোজনা
নারী-রূপ-শশী বিধি করিলা রচনা।
ধন্য ধন্য রব এক চৌদিকে উঠিল,
মরতে ত্রিদিব-আভা ছাইয়া পড়িল।
আর যত রূপ ছিল হ'ল সব ম্লান,
দিশি দিশি সে রূপের হ'ল জয়গান।

সত্যেন দত্ত

"বেণু ও বীণা" যে বাদিয়ে গেছে
"কুহু ও কেকা" কণ্ঠে যার,
"ফুলের ফসল" যাহার সৃষ্টি
যে আনে "তীর্থ সলিল"-ভার,
অভ্রে মাখায়ে যে মায়াবী দেছে
আবীরের রাগ নূতনতর,
নব্য বঙ্গের সত্য সে কবি
ছন্দের ছিল যে যাহুকর,
পুণ্য তাহার স্মৃতিটি স্মরিয়া
শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য এ কবি ঢালে,
সত্য যা' কভু যায় না মিলায়ে,
এ 'সত্য'-মহিমা রহিবে কালে।

পরিবর্ত্তন

উঠিতেছে দিনমণি আবার ডুবিবে,
জ্বলিবে রাতির বাতি আবার নিবিবে,
এরি মাঝে হ'বে কত পরিবরতন,
হাসি-কান্না ভাঙ্গা-গড়া উত্থান-পতন।
কত নারী হারাইবে পতিপুত্রধন,
কত নর হারাইবে যা' কিছু আপন ;
ধ্বংস-পথে যাবে কত সোনার সংসার,
কত সুবিশাল রাজ্য হ'বে ছারখার ;
নব নব রাজ্য কত উঠিবে গড়িয়া,
ব্যথিতের মুখে হাসি উঠিবে ফুটিয়া ;
কত লাভালাভ কত জয় পরাজয়
এ সময়ে হ'বে তার না হয় নির্ণয়।
কাল-চক্র ঘুরিতেছে বিরাম-বিহীন,
কত হিয়া সুখে নাচে দুখে কত লীন !

মেঘ ও রৌদ্র

বসন্তে প্রাবৃট্‌-ভাব উঠেছে ফুটিয়া,
কুয়াসা জলদ-জাল গগন ছাইয়া ;
ক্ষণে মেঘ ক্ষণে রৌদ্র আলো-ছায়া-খেলা
চলিতেছে গগনের গায় দুইবেলা।
অলিন্দে বসিয়া আমি প্রকৃতির পানে
রয়েছি চাহিয়া অতি বিমুগ্ধ নয়ানে।
দৈত্যমত মেঘরাশি আসে আর যায়,
কভু ঝরে বারিধারা—রৌদ্রকর ছায়

আবার বসুধাবক্ষ—পরে জলধর
আবার আঁধার করে ধরণী অম্বর।
আবার তপন হাসে—এ শোভা দর্শন
করিতে করিতে মনে হ'ল এ দর্পণ
জীবনের—সুখ দুখ হাসি অশ্রুধার
মিলে যে চলেছে খেলা এ ছবি তাহার।

মূর্ত্তিমতী কবিতা

ভিতরে বাহিরে ভেদ গিয়াছে চলিয়া,
মায়া-রূপে ছিল যাহা হিয়া আলোকিয়া
কায়া-রূপে এবে ঘুরে কবির সমুখে,
কল্যাণী গেহের লক্ষ্মী সখী সুখে দুখে।
কবিতার মূর্ত্তি নাই কহে সর্ব্বজন,
কবি হেরে কবিতার মূরতি মোহন।

আকাঙ্ক্ষা

মণি-কাঞ্চন নাহি যাচি আমি
না যাচি প্রাসাদ-মালা;
না যাচি প্রভুত্ব প্রতাপ প্রভাব
না যাচি যশের ডালা।
ক্ষুদ্র কুটীরে খাঁটি মন লয়ে
ভালবাসি' গান গাহি',
সারাটি জীবন অজানা রহিয়া
অসীমে মিশিতে চাহি।

বঙ্গবাণী

যেথা যে কুসুম পেয়েছি কুড়ায়ে
তোমার চরণে দিয়াছি আনি',
তোমার সেবায় দিয়াছি সঁপিয়া
তনু মন প্রাণ বঙ্গবানি!
ক্ষুদ্র দাসের সেবায় তোমার
হ'ল না জননি! মহিমাবৃদ্ধি,
ক্ষোভ নাই তায় নবীন পূজারী
আসিয়া সাধিবে তোমার ঋদ্ধি।
শয়নে স্বপনে জাগরণে তব
অসীম মহিমা মরমে ভাসে,
সে মহিমা ভাবি' মুদিব নয়ন,
সাধ পদে ঠাঁই দিও এ দাসে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪	২১	বাধ	বাধা
৭০	১১	জ্যোছনা-হাসিত	জোছনা-হসিত
৭৬	৪	বাহিয়া	বহিয়া
১১৩	১৫	মবত	মরত
১১৫	৯	শেষ	শেযে
১২৮	৫	পিটার	পিয়ার
১৩২	১৩	নিতি	নিত
১৪৭	৬	প্রতি	প্রীতি
১৬০	৪	মতন	মত
১৬৯	৪	ভাসিয়া	ভাঙ্গিয়া
১৭১	১৮	তার	তাঁর
২০৭	৪	উচ্চতায়	উচ্চ
২২০	১৬	তহো	তাহা
২২১	২২	ঠাঁই	ঠাঁই ঠাঁই
২২২	২১	-পরে	’পরে
২২৩	২০	ছুটিয়াছে	ছুটিয়াছ
২২৫	১৩	প্রেমলোক	প্রেমালোক
২৫৪	১৮	গেছে	গেহে
২৬৬	৩	সে	যে
২৮৭	১৬	প্রেমাভারে	প্রেমডোরে

Works by Kumud Nath Das

"A HISTORY OF BENGALI LITERATURE" (Rs. 2-)

A handy book of reference and a fine literary treat "interesting enough to finish reading at one sitting." (Forward). LORD RONALDSHAY—"Your interesting book..." PROF. JULES BLOCH, the famous French savant "...will prove very useful not only to your students and educated public, but also to European or American people, as Rames C. Dutt's gifted book and even Dr. Dines C. Sen's magnificent volume do not lead the reader to the present as you do." Dr. J. JOLLY, the great German Orientalist—"presents a very vivid picture of the splendid development of Bengali Literature." Appreciations and references also from PROF. A. B. KEITH. D. C. L., D. Litt. University of Edinburgh., DR. THOMPSON of Oxford University., DR. L. D. BARNETT of the British Museum, PROF. TURNER of London University, DR. F. W. THOMAS of Oxford University, The TIMES (London), Prof. Dr. Winternitz of the University of Prague, Dr. Helmuth Von Glasenapp of Koeningsberg Uni., Prof. Dr. Lesny of the Uni. of Prague, Dr. Jacobi of Bonn Uni., Prof. R. Otto. of Marburg Uni., Prof. Wilh. Geiger of Munchen' Journal of German Oriental Society, Der Dekan Halle Uni. Prof. Dr. Sten Konow of Oslo, Prof. J. Wakernagel, A Danish Journal, Sj. Hirendra Nath Dutt, Sir P. C. Roy, Sir B. K. Bose. Vice-Chancellor, Nagpur Uni., Mahamahopadhyay Dr. G. N. Jha, Vice-Chancellor, Allahabad Uni., Sir. D. P. Sarvadhikary, Ex. Vice-Chancellor, Cal. Uni., Dr. Suniti Kumar Chatterji, Prof. Nripendra Ch. Banerji of Bangabasi College, Prof. Śivaprasad Bhattacharya (Presi. College), Modern Review, Indian Review, Indian Literary Review, A. B. Patrika, Bengalec, Hindu University Magazine etc.

Prof. A. B. Keith refers to the style of the book in the following strain, "...I appreciate your power of literary expression."

The book has been recommended by some to M. A. and I. C. S. students taking up Bengali and created some interest in international literary circles. Dr. Glaseneapp has made use of it in his book, "Die indischen, Literaturen von ihren Aufangen biszem Gegenwart" (The Literatures of India from the beginnings to the present day) and Dr. Wilhelm Printz has made reference to it while writing an article on Bengali language and literature for the new edition of the well-known German Encyclopædia of Brookhaus.

It was approved as a text-book for the B. A. Examination of Calcutta Universiiy for several years.

2. RABINDRANATH : HIS MIND AND ART

(Re. 1-8)

"I have much enjoyed perusal of your work and derived considerable profit."—Sir D. P. Sarvadhikary.

Ex-Vice-Chancellor, Cal. Uni.

"The prominent traits of Rabindranath's thought-current have been very ably depicted by suitable comparison and contrast with the greatest poets and philosophers of other countries." —The A. B. Patrika.

"Doubly welcome."—The Servant

"Set forth, from a comparative standpoint, the chief romantic tendencies as reflected in his outlook on Man Nature and God and given lucid meanings of his master-pieces many of which are unintelligible to ordinary readers." —The Forward

"...a handy and inspiring volume...ought to prove a perennial source of inspiration to the youth of the country."

—Indian Literary Review

"Marked with originality and deep insight... His treatment of the songs and lyrics of Rabindranath is itself a

creative art...The style has throughout been charming, it fills itself with pleasure and breathes itself in poetry."

—The Teachers' Journal

'Similarly an earlier book by Das is to be recommended, which treats of the Bengalee Poet-Laureate especially as here are found numerous analyses of poems which have not yet been translated.' —Journal of the German Oriental Society

The Book Company Ltd.
4/3 B, College Square,
Calcutta.

এই লেখকের কাব্যগ্রন্থ

"ত্রিস্রোতা"

সম্বন্ধে অভিমত :—

বিচিত্রা—"···তিনি যে এমন সুন্দর বাংলা কবিতা লিখিতে পারেন তাহা আমরা জানিতাম না।···কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। কবিতাগুলির যেমন গভীর ভাব তেমনি সহজ সরল ভাষা।"

Liberty—"...is a matter for congratulation to the writer as well as all lovers of poetry...The rare quality of these poems is their perspecuity and it is hoped they would find appreciation in not a very distant date."

বঙ্গলক্ষ্মী—"গদ্য পদ্য মিলাইয়া এরূপ হরগৌরী রচনা বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল।"

The Amrita Bazar Patrika—"...The poems contain the spirit, the aroma of the age. They are like caskets which enclose within a small compass the choicest blossoms of thought".

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌-এ, বি-এল, পি-আর-এস, বেদান্তরত্ন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি—

"···পদ্য কবিতা ছাড়া গ্রন্থে কয়েকটি গদ্য কবিতা আছে। ঐ গদ্য কবিতার অনেকগুলি আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে।···পদ্য কবিতাগুলি খণ্ড কবিতা ইংরাজীতে যাহাকে Lyric বলে। কয়েকটি Lyric বেশ মনোরম হইয়াছে—কাব্যামোদীর উপভোগ্য—বিশেষতঃ তৃতীয় খণ্ডের যাহার বিষয় ভগবান্‌! কবির প্রতি বাগ্‌দেবীর কৃপা অক্ষুণ্ণ থাকুক্‌ এই আমার প্রার্থনা।"

আনন্দবাজার পত্রিকা—"লেখক চিন্তাশীল ও ভাবুক। তাঁহার রচিত কাব্যপুস্তকখানির মধ্যে যথেষ্ট ভাবিবার আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে

সুখদুঃখের ভাব তাঁহার কাব্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। আমরা পুস্তকখানির প্রচার কামনা করি।"

দৈনিক বসুমতী—"...কবিতার ছন্দ ভাল, সরলতা ও আছে, ভাষার হেঁয়ালি নাই।"

দীপালী—"ভাষা ভাব ও গাম্ভীর্য্যে মানব জীবনের সুখদুঃখ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সাগর সঙ্গীত, পদ্মা, সাঁওতাল, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে।"

হিন্দু রঞ্জিকা—"...কান্তকবির সম্বন্ধে কবি লিখেছেন, 'স্বর্গের শিশির সম স্বচ্ছ তব গান।' এই কথা 'ত্রিস্রোতা'র কবি সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। ...সেই বুঝি বুঝি বুঝি না—সেই কি যেন কেমন ভাব কোন কবিতার মধ্যে নাই...গদ্য ভাগ পড়িয়া স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা মনে পড়ে। ভাষা সরল অথচ ওজস্বিনী, ভাব স্পষ্ট ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।"

দিনাজপুর পত্রিকা—"উত্তরবঙ্গবাসীর নিকট ত্রিস্রোতাই পুণ্যসলিলা। তাহার স্নিগ্ধনীরে অবগাহন করিয়া যেমন শান্তি পাই, এই 'ত্রিস্রোতা'র কবিতা-রসে তেমনি আনন্দলাভ করিলাম।...মাইকেল মধুসূদনের পর এই ধরণের সনেটগুলি বিশেষ উপভোগ্য...তৃতীয় স্তবকে ভগবান্ সম্বন্ধে লিখিতে কবি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যেন প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে ওলট পালট খাইয়া, কখনও গদ্যে কখনও পদ্যে কখনও মহাপুরুষের বচনে আপনার হৃদয়ের অফুরন্ত মাধুরী বর্ণনা করিতে করিতে সুখদুঃখের অতীত চিন্ময় স্থানে উপনীত হইয়াছেন। হৃদয়ে প্রেমের স্ফূর্ত্তি না থাকিলে এরূপ কবিতা লেখনীতে বাহির হয় না।...যে সকল গদ্য কবিতা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া Pilgrim's Progress, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের ভাষা মনে পড়ে।"

কবি বেনোয়ারীলাল গোস্বামী—"...'ত্রিস্রোতা' একখানি সত্যি-কারের কবিতার বই। ইহার গদ্যাংশগুলিও এক একটি সম্পূর্ণ কবিতা। তোমার কবিতার ভাবধারা ছন্দের জটিলতার কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই। তোমার কল্পনা স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। আধুনিক কবিদের উচ্ছৃঙ্খলতা তোমার কবিতায় কোথাও প্রবেশ-পথ পায় নাই। সাত্ত্বিকতার পবিত্রস্পর্শে প্রতি ছত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"

ডাক্তার মুহম্মদ এনামুল্ হক্, এম্-এ, পি-এইচ-ডি, (Research Assistant to the Ramtanu Lihiri Professor of Bengali Litera-ture, Calcutta University)—

"···বর্ত্তমানে রবীন্দ্রপ্রভাবকে এড়াইয়া কাব্যরচনা দুষ্কর। তাই আধুনিক কবিদের প্রত্যেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যিনি 'Rabindranath: His Mind and Art' নামক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহার কোন কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছায়া পড়ে নাই; ইহা কবির পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে।

'ত্রিস্রোতা'র এক একটি সনেট যেন নির্ম্মল গগনে এক একটি সন্ধ্যাতারা। ···বিষয়বস্তুনির্ব্বাচনে, ভাব গাম্ভীর্য্যে ও ভাষার স্বচ্ছন্দগতিতে সনেটগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই; বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সনেটিয়ারদের মধ্যে কবিকে স্থান না দিয়া উপায় নাই।

কিন্তু পুস্তকখানির শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য হইল—ইহাতে নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি।···আধুনিক 'ছাগতন্ত্র'-প্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে দিন দিন যে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে, এই 'ত্রিস্রোতা'র শান্ত স্নিগ্ধ স্রোত তাহার বিপক্ষে একটি প্রতিক্রিয়ামাত্র।···ইহা কবির নিষ্কলুষ ও পবিত্র আত্মার জ্বলন্ত নিদর্শন লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছে। এমন পবিত্র প্রেরণাদীপ্ত কবিতা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল। ইহা পিতা নিঃসঙ্কোচে আপন কন্যার হাতে তুলিয়া দিতে বা ভ্রাতা বিনা আপত্তিতে আপন ভগ্নীকে উপহার দিতে পারেন। ইহার কবিতাগুলিতে যে উচ্চভাব, পবিত্রচিন্তা ও পুণ্য প্রেরণা রহিয়াছে, তাহতে আমাদের সন্তানসন্ততিকে 'মানুষ' করিবার উপযোগী আদর্শ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। বাঙ্গালার প্রতি ঘরে এই পুস্তকখানি পঠিত হওয়া উচিত।"

মূল্য এক টাকা মাত্র।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

কবি কুমুদনাথের

সাহিত্য প্রসঙ্গ

একাধারে সাহিত্য ও বঙ্গ-সাহিত্য পাঠের ভূমিকা। এরূপ ধরণের বই বঙ্গভাষায় এই নূতন। ইহার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া একজন সাহিত্য-সমালোচক লিখিয়াছেন, "...অল্পের মধ্যে ইহা একখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের বিজ্ঞান ও ইতিহাস। ইহাতে 'লেখকের দায়িত্ব', 'জাতীয় সহিত্য', 'রচনার সৌন্দর্য্য', 'অখ্যাতনামা লেখক', 'অলঙ্কার প্রয়োগ', 'সাধুভাষা বনাম কথিত ভাষা', 'সাহিত্যের বাণী' প্রভৃতি প্রবন্ধে গ্রন্থকার সাহিত্যসেবীদিগের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পাঠে রচনাকুশল ব্যক্তিদিগের রচনার পরিপাট্য বৃদ্ধি হইবে, এবং তাঁহারা অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে অব্যাহতি পাইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার পরীক্ষার্থিগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার পাইবেন।

ইহাতে গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির কলাকৌশল, রচনাভঙ্গী এবং তাহার মূলনীতিগুলি অতি মধুরভাবে কৃতিত্বের সহিত সমালোচনা করিয়াছেন।...গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিয়া যুগপৎ তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা, রসবোধ ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্রের অবদান যে কত মহান্ তাহা লেখক অল্প কথায় বেশ গুছাইয়া লিখিয়াছেন।.. মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কবিতাগুলির এমন মধুর পরিচয় দিয়াছেন যে পড়িয়া অতুল আনন্দ অনুভব করা যায়, আবার সেই কবিতাগুলি আদ্যোপান্ত পড়িতে ইচ্ছা হয়।...তারপর বিদেশী ফুলের গুচ্ছ। Milton, Gœthe, Ruskin, Landor, Carlyle, Schiller, Sir Philip Sydney প্রভৃতি মনীষিগণের রচনা হইতে সাহিত্য, কবিতা, চিত্র, সঙ্গীত, গ্রন্থ, লেখক, পাঠক, কবিতা ও কবি, শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধে যে সমস্ত অমূল্য বাণী উদ্ধার করিয়াছেন তাহা গ্রন্থকারের বহু গ্রন্থাধ্যয়নের ফল।...এই 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' বইখানি প্রকাশিত হইলে বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে রৌপ্যকৌটায়, একখানি কষিত স্বর্ণখণ্ড সঞ্চিত থাকিবে।"

দি বুক কোম্পানী লিমিটেড

৪।৩ বি কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।